ভূগোল প্রাথমিকা

BHUGOL PRATHAMIKA
(Geography in Bengali :
For Class V only)
By M. R. CHATTERJEE
and P. C. BHATTACHARJEE

Price Re. 1·70 (Rupee One & Seventy nP.) only

Approved by the D. P. I., West Bengal, for Class V
(Vide Notification No. 4 T.B./6-4-59).

ভূগোল-প্রাথমিকা

* সংশোধিত সংস্করণ *

নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য লিখিত

শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি. এ.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল অধ্যাপনার
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ও বাগবাজার হাই স্কুলের
প্রধান ভূগোল শিক্ষক

ও

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
অভিজ্ঞ শিক্ষক, টাউন স্কুল, শ্যামবাজার, কলিকাতা

*

প্রদীপিকা ঃঃ পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি

ভারত ইউনিয়নের পূর্বভাগে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। তবে ইহারও পূর্বদিকে আছে ভারতের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ আসাম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন নামক দুই দেশে বিভক্ত হয়, তখন ভারতবর্ষের পূর্বদিকে বঙ্গদেশ এবং আসাম প্রদেশও বিভক্ত হয়। বঙ্গদেশের পূর্বদিকের ⅔ অংশ এবং আসামের দক্ষিণ দিকের কতক অংশ লইয়া পূর্ববঙ্গ নামে একটি প্রদেশ গঠিত হয়। তাহাই পাকিস্তানের পূর্ব অংশ এবং পূর্বপাকিস্তান নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের পশ্চিমদিকের অংশই পশ্চিমবঙ্গ। ইহা ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি প্রধান রাজ্য।

সীমা

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম; পশ্চিমদিকে বিহার ও উড়িষ্যা; উত্তরদিকে হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত নেপাল, ভূটান ও সিকিম; দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর।

আয়তন

১৯৪৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল; পরে ১৯৫৬ সনের ১লা নভেম্বর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কতক অংশ ইহার সহিত যুক্ত হওয়াতে অংশ দুইটি এখন আর আলাদা নহে। ঐদিন পুরুলিয়া নামে একটি পৃথক্ জেলাও এই রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এখন

পশ্চিমবঙ্গ ১৬টি জেলা লইয়া গঠিত একটি রাজ্য। ইহার বিভিন্ন জেলার নাম—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম-দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা। বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তন প্রায় ৩৩,৮০৫ বর্গমাইল।

ভূ-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। তাহার জন্যই এই রাজ্যের উত্তরদিকে দার্জিলিং জেলা খুব উঁচু। তাহার দক্ষিণদিকের জলপাইগুড়ি জেলার কতক অংশও সেই কারণেই কিছুটা উচ্চভূমি। তথা হইতে দক্ষিণদিকে এই রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ সমভূমি। দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ২৪ পরগণা জেলার কতক স্থান নিম্নভূমি। এই রাজ্যের পশ্চিমদিকে বিহার ও উড়িষ্যার মালভূমি অবস্থিত। সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কিছু অংশও কতকটা উচ্চ।

নদ-নদী

ভারতের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গা পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া এই রাজ্যের প্রায় মধ্য অংশে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার মাঝখান দিয়া অল্প কতদূর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমা দিয়া আরও কিছু দূর প্রবাহিত হইয়া ঐ জেলার পূর্বদিকের সীমা হইতে গঙ্গা নদী পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাস্তবপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া কয়েক মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর হইতেই গঙ্গা নদীর নাম পদ্মা নদী হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উহা পদ্মা নদী নামেই পরিচিত।

পশ্চিম বঙ্গ
(প্রাকৃতিক)
৬০০০ ফুটের উর্ধে
২০০০' হইতে ৬০০০'
১০০০' " ২০০০'
৫০০' " ১০০০'
২৫০' " ৫০০'
২৫০ ফুটের নিম্ন
পদ্মা নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কাঁসাই নং
ব লো প সা গ র
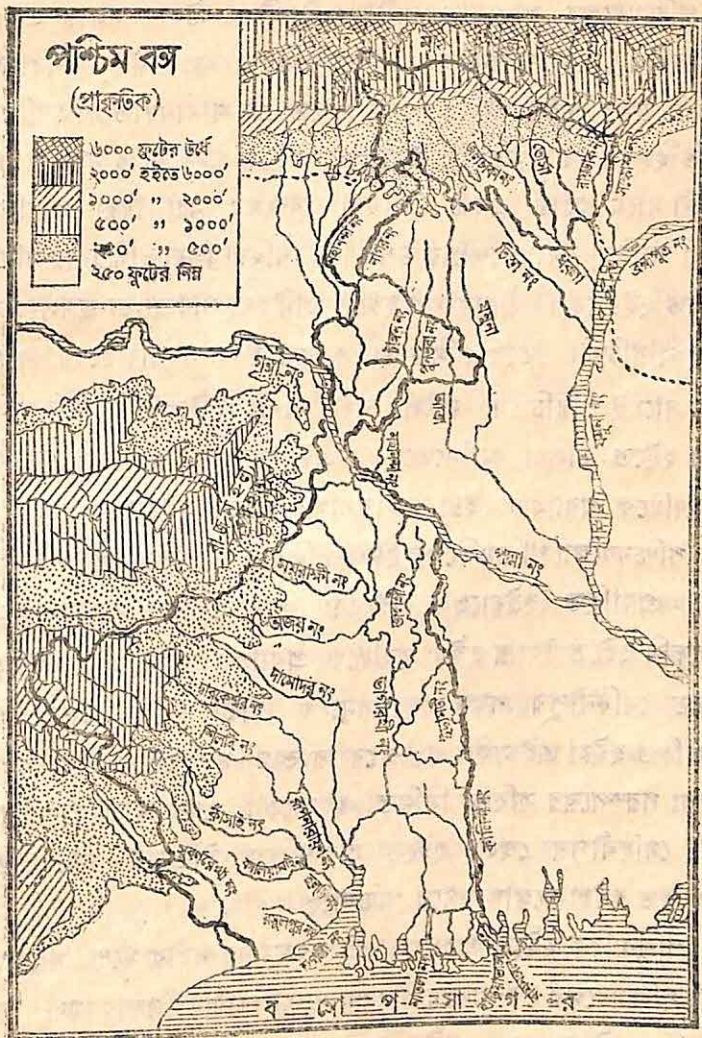
পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী ভাগীরথী। উহা গঙ্গার প্রধান শাখানদী। গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিবার অল্প পরই মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরদিকের সীমার নিকট হইতে এই শাখানদীটি দক্ষিণদিকে নির্গত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার পর হইতে গঙ্গা নদীর নাম পদ্মা। জলঙ্গী নামে পদ্মার একটি শাখানদী পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া নদীয়া জেলার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার পর হইতে ভাগীরথী সাধারণতঃ হুগলী নদী নামে পরিচিত। তবে কলিকাতা অঞ্চলে ইহা সর্বসাধারণের কাছে গঙ্গা নামেই পরিচিত। হুগলী নদী নামটি ইউরোপীয় নাবিকদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই গঙ্গা বা ভাগীরথী ক্রমাগত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকের জেলাগুলির উপর দিয়া কয়েকটি নদ-নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারা পশ্চিমদিকের ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূম হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত জেলাসমূহের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই সকল নদীর বেশীর-ভাগ ভাগীরথী নদীর সহিত অথবা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। কেবলমাত্র সুবর্ণরেখা নদী মেদিনীপুর জেলা হইতে দক্ষিণদিকে উড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত এই সকল নদ-নদীর মধ্যে **ময়ূরাক্ষী** নদী পশ্চিমবঙ্গের কেবলমাত্র বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং ভাগীরথীর উত্তর অংশে উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। **দামোদর** নদ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যবর্তী সীমা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর

দক্ষিণ অংশে উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। রূপনারায়ণ নদ মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দামোদরের মিলনস্থলের দক্ষিণদিকে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের অংশের উপর দিয়াও কয়েকটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিস্তা নদী দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। জলঢাকা, তোরসা, রায়ঢাক প্রভৃতি কতকগুলি নদী জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

জলবায়ু

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান অনুযায়ী ইহার মধ্যভাগের সামান্য দক্ষিণদিক দিয়া কর্কটক্রান্তি রেখা পূর্ব-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হয়। কর্কটক্রান্তি রেখার এ-প্রকার অবস্থিতির ফলে গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে খাড়াভাবে পতিত হয়। এ-প্রকার অবস্থার জন্য এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ খুব বেশী থাকে। তবে উত্তর-দিকে দার্জিলিং জেলাতে তথাকার ভূমির উচ্চতার জন্য উত্তাপ কম। ইহা ভিন্ন দক্ষিণদিকে মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণা জেলাতে বঙ্গোপ-সাগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহে সমুদ্রের প্রভাবে উত্তাপ কম থাকে।

গ্রীষ্মকালেই উত্তর ভারতে অধিক উত্তাপের জন্য নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে দক্ষিণদিকের বঙ্গোপসাগর হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এদেশের দিকে আসিতে থাকে। তাহা আসিয়া ব্রহ্মদেশের আরাকান এবং পূর্ব-

পাকিস্তানের চট্টগ্রামের পাহাড়-পর্বতে বাধা পাইয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। এই মৌসুমী বায়ুর ফলেই তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বর্ষাঋতুতে পশ্চিমবঙ্গের এই সকল নদ-নদী জলে পূর্ণ হয় এবং অনেক স্থানে প্লাবন হয়। ভারত ইউনিয়নের অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী এবং বৃষ্টির পরিমাণও অধিক।

গ্রীষ্মকালের পর সূর্যরশ্মি পশ্চিমবঙ্গে লম্বভাবে পতিত হয় না; বরং ক্রমশঃ অধিক দক্ষিণদিকে তাহা খাড়াভাবে পতিত হয়। কাজেই বর্ষাকালের পর এখানে বৃষ্টি কমিয়া যায় এবং উত্তাপও কম থাকে। ইহাই শরৎ ও হেমন্ত কালের অবস্থা।

ইহার পর শীতকালে সূর্যরশ্মি বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে মকর-ক্রান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে পতিত হয়। কাজেই এই সময় পশ্চিমবঙ্গে সূর্যরশ্মি অত্যন্ত তির্যকভাবে পতিত হয়। তখন এখানে উত্তাপ খুব কম থাকে। তদুপরি তখন দক্ষিণদিকে মকরক্রান্তির নিকট নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এবং উত্তর ভারতের উপর দিয়া যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া যায়। এই বায়ু জলীয়বাষ্পহীন থাকে বলিয়া শীতকালে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত হয় না।

ইহার পর পুনরায় সূর্যরশ্মি ক্রমশঃ মকরক্রান্তির উত্তরদিকে অবস্থিত স্থানসমূহের উপর এবং ক্রমে বিষুব অঞ্চলের উত্তরে লম্বভাবে পতিত হইতে থাকে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ধীরে ধীরে উত্তাপ-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তখনও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় না। সুতরাং বসন্তকালে এখানে উত্তাপ কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও বৃষ্টি হয় না। অবশ্য, ক্রমশঃ গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হইলে সময় সময় ঝড়বৃষ্টি হয়।

অরণ্য-সম্পদ্

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাত অধিক। সুতরাং তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষের বনভূমি বহুদূরবিস্তৃত। ভূমির উচ্চতা অনুসারে বনের বৃক্ষসমূহ বিভিন্ন জাতীয়। উপত্যকাতে ও পর্বত অঞ্চলের নিম্ন দিকে শাল, শিশু, বাঁশ, বেত, বড় বড় ঘাস প্রভৃতির অতিশয় নিবিড় বন অবস্থিত।
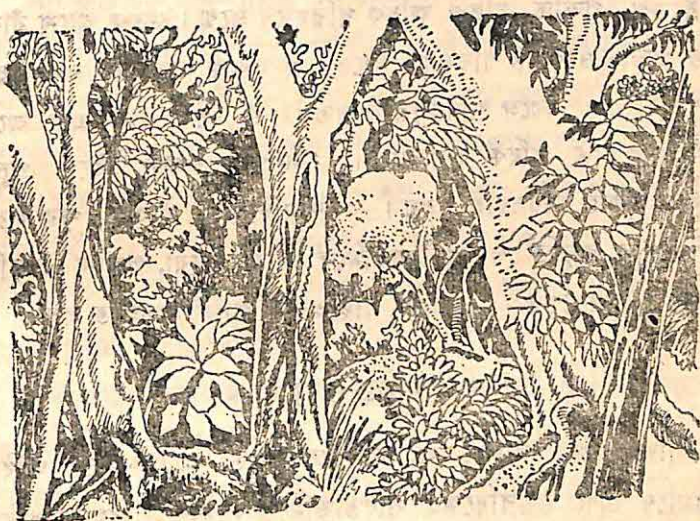
বনভূমির দৃশ্য

এখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু বাস করে। এখানকার বনের কাঠ খুব শক্ত এবং নানাপ্রকার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, বেত প্রভৃতিও কুটীর নির্মাণের জন্য এবং নানাপ্রকার কুটীর-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। উত্তরদিকের বনের উচ্চ অংশে, অর্থাৎ দার্জিলিং

জেলার যে সকল বন হিমালয়ের গায়ে অবস্থিত তথায় পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ জন্মে। এসকল গাছের কাঠও মূল্যবান এবং নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল গাছের রস হইতে ধুনা, রজন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিক বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে আরও অধিকদূরবিস্তৃত বন অবস্থিত। তথায় **সুন্দরী গাছ, গরাণ গাছ,** গেঁহয়া গাছ প্রভৃতি অধিক জন্মে। তথায় স্থানে স্থানে তাল, সুপারি, **নারিকেল** প্রভৃতি গাছও অধিক পরিমাণে জন্মে। কতক অংশে বাঁশ, বেত প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ঐ বনকে **সুন্দরবন** বলা হয়। উহা পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গে অধিকদূর বিস্তৃত। ঐ বনে বাঘ এবং জলে কুমীর প্রভৃতি অধিক বাস করে। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ সরবরাহ হয়। পশ্চিমদিকের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার উচ্চভূমিতে **শাল, মহুয়া, পলাশ** প্রভৃতি গাছের বন অবস্থিত। ঐসকল গাছ হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হয়।

খনিজ দ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের উচ্চভূমিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে এবং উত্তরদিকের পার্বত্যভূমিতে সামান্য পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশ পলিমাটির দ্বারা গঠিত। ঐসকল স্থানে কোন প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় না।

কয়লা—এখানকার সর্বপ্রধান খনিজ দ্রব্য। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে বহু কয়লার খনি অবস্থিত। সেখানকার কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়

বর্ধমান জেলার কয়লা-খনি অঞ্চলের নিকটে এবং বাঁকুড়া জেলার কতক স্থানে সামান্য পরিমাণ লৌহ পাওয়া যায়।

উত্তরদিকে দার্জিলিং জেলাতেও সামান্য পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়। তবে ঐ কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং উৎপাদনের পরিমাণও খুব কম।

প্রধান প্রধান শস্য

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশই নদনদীর পলিমাটিতে গঠিত; অতএব কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে যে বৃষ্টি হয় তাহা কৃষিকার্যের পক্ষে খুব সহায়ক। সেজন্য তখনই এখানে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃষিকার্য হয়। শীতকালে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি প্রায় হয় না। তবে কতক স্থানে জল-সেচের সুবিধা আছে। তখন নানারকমের রবিশস্যের চাষ হয়। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে জল-সেচের আরও বেশী সুবিধা হইবে। তখন এখানে চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় নিম্নে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

ধান—ধান চাষের জন্য চাই নরম মাটি, যথেষ্ট তাপ আর প্রচুর জল। পশ্চিমবঙ্গের জমি আর জলবায়ু ইহার চাষের জন্য খুব উপযোগী। এখানকার প্রধান খাদ্যশস্যই ধান। এখানে সারা বৎসর ধরিয়াই ২।৩ রকম ধানের চাষ চলে। বৎসরের গোড়ার দিকে কালবৈশাখীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আউশ ধানের বীজ বপন করা হয়; ফসল তোলা হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। তারপর বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় আমন ধানের চাষ; ফসল ঘরে ওঠে অগ্রহায়ণ-পৌষ

মাসে। এই আমন ধানই এখানকার প্রধান ফসল। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের দিকে আবার জলা জমিতে বোরো ধানের বীজ বপন করা হয়; ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিতে তুলিতে নব বৎসর আসিয়া পড়ে।

ডাল—পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় খাদ্যশস্য ডাল। এখানে মসুর, মুগ, কলাই প্রভৃতি বহু প্রকার ডালের চাষ হয়। এসব হইল রবিশস্য—শীতকালের ফসল। তবে ছোলা, অড়হর প্রভৃতি এখানে কম চাষ হয়।

পাট—ভারতের অধিকাংশ পাটের কল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ইহাদের জন্য যে পাট প্রয়োজন, পূর্বে তাহার অধিকাংশ বঙ্গদেশের পূর্ব ও উত্তর অংশ হইতে আসিত। বর্তমানে ঐসকল স্থান পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আজকাল পাটের চাষ বাড়ান হইতেছে। তাহার ফলে এই সকল কলের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাট ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে পাটচাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে উত্তর ও পশ্চিমদিকের উচ্চভূমি ও কাঁকরমাটি ইহার চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক। সেজন্য ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি জেলাতেই বেশী পাট চাষ হয়।

ইক্ষু—পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই কিছু কিছু ইক্ষুর চাষ হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি গঙ্গার নিকটবর্তী পলিময় জেলাগুলি ইহার চাষের পক্ষে সুবিধাজনক।

গম—পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অংশমোত্র মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে গম অপেক্ষাকৃত বেশী চাষ হয়। তবে মোটের উপর ইহার চাষ খুবই কম।

চা—ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান কৃষিদ্রব্য। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ইহাই সর্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

তথায় পাহাড়ের গায়ে বহু চা-বাগান অবস্থিত। এখানকার চা নানা দেশে রপ্তানী হয়।

তামাক—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের জেলাগুলির সমভূমি অংশে তামাকের চাষ হয়।

তৈলবীজ—সরিষা এই রাজ্যের সর্বপ্রধান তৈলবীজ। তাহা প্রায় সকল জেলাতে উৎপন্ন হয়। তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজও কতক পরিমাণে চাষ হয়।

নারিকেল—দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অংশে নারিকেল গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে। ঐ অংশে সুপারি, তালগাছ প্রভৃতিও জন্মে।

জলসেচ

কৃষিকার্যের জন্য জল একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে জলের খুবই অভাব। কোথাও কোথাও আবার বর্ষাকালে বৎসর বৎসরই বন্যা হয়। বন্যা নিবারণ আর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য সরকার হইতে তাই নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। এজন্য যেসকল পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সর্বপ্রধান।

দামোদর পরিকল্পনা—দামোদরের উৎপত্তি ছোটনাগপুরের মালভূমিতে। বরাকর, বোকারো, কোনার, যমৌনিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি উপনদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই এইসব উপনদীর জলরাশিও দামোদরকে বহিতে হয়। দামোদর আর এইসব উপনদী মিলিয়া অনবরত ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে রাশি রাশি মাটি নীচের দিকে আনিয়া জমা করিতেছে। ইহারই ফলে দামোদরের গর্ভ প্রায় ভরাট হইয়া আসিয়াছে।

ছোটনাগপুরের দিকে বৃষ্টিও হয় যথেষ্ট। তাই বর্ষাকালে তথাকার প্রায় সমস্ত বৃষ্টির জল শেষ অবধি দামোদরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিতে চায়। অথচ এত জল বহিবার ক্ষমতা দামোদরের নাই। দামোদরের জল বহিবার ক্ষমতা যত তাহার প্রায় পাঁচগুণ বেশী জল তখন এদিকে জমিয়া ওঠে, কোন-কোনবার তাহা বারো-তেরো গুণ পর্যন্ত হয়। ইহারই ফলে জলরাশি দামোদরের কূল ছাপাইয়া ওঠে এবং আশেপাশে বন্যা দেখা দেয়।

ইহারই জন্য দামোদরে বাঁধ দিয়া এ অঞ্চলে বন্যা নিবারণ করা দরকার।

এদিকে আবার পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টি খুব বেশী না হওয়ায় চাষ-আবাদের জন্য বহুক্ষেত্রে জমিতে জলের সেচ না দিলে চলে না; অথচ এদিকে আছে মাত্র দু'টি বড় খাল—দামোদর খাল আর ইডেন খাল। সে দু'টি হইতে খুব সামান্য জমিতেই **জলসেচ** হয়, তাই এদিকে বিস্তর ভাল জমি পতিত পড়িয়া থাকে।

দামোদরে বাঁধ দিয়া সারা বৎসর যদি বর্ষার জল ধরিয়া রাখা যায় তবে আরও অনেক খাল কাটিয়া এদিকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার বিস্তর জমিতে **জলসেচ** দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। আবার অনেকগুলি বড় বড় জলাধার তৈয়ারী করিয়া সেসব জায়গা হইতে কৃত্রিম উপায়ে বেগে স্রোত বহাইয়া সেই স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করাও যায়। সেই বিদ্যুতে কলকারখানা চলিতে পারে, আশে-পাশের গ্রামগুলিতেও কমব্যয়ে বিদ্যুতের আলো দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

এইসব কারণে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের সহযোগিতায় দামোদরের উপত্যকায় পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রে দশটি বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব বাঁধের সঙ্গে রহিয়াছে জল-বিদ্যুৎ

উৎপাদনের কেন্দ্র। ইহার ফলে ঐ সকল জেলাতে প্রচুর পরিমাণে ধান, ডাল, আখ, পাট প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইবে। তাহা ভিন্ন
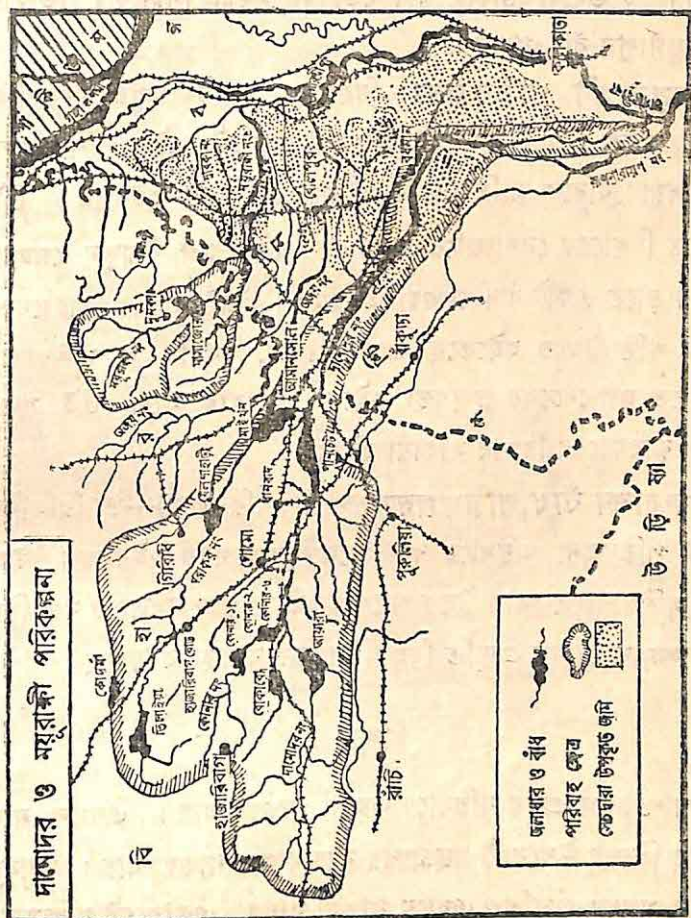
কলিকাতা হইতে বর্ধমান জেলার (রাণীগঞ্জের নিকট) দুর্গাপুর পর্যন্ত একটি বড় খাল তৈয়ারী হইয়াছে এবং তাহাতে মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই দামোদর পরিকল্পনা

দ্বারা কেবলমাত্র বন্যা হইতে দেশকে রক্ষা করা হইবে না ; উহা দ্বারা জল-সেচ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। ইতিমধ্যে ৪।৫টি বাঁধ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে দুর্গাপুর বাঁধ প্রধান।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর অংশে সাঁওতাল পরগণা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে আসিয়া ভাগীরথী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীতে বিহারের মেসাঞ্জোরে একটি এবং পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার তিলপাড়াতে একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই জলের সাহায্যেও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে জল-সেচনের সুব্যবস্থা হইবে। তাহার ফলে এই সকল স্থানে কৃষিকার্যের বিশেষ সাহায্য হইবে।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা(গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা)—উপরিলিখিত দুইটি পরিকল্পনা অনুসারে কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর অংশে ফরক্কাতে গঙ্গা নদীতেও বাঁধ দিয়া জল-সেচ, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতির ব্যবস্থা হইতেছে।

শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। এখানে নানা প্রকার শিল্পের উপযোগী বহুপ্রকার কাঁচামালও পাওয়া যায়। উপযুক্ত শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতিও এখানে পাওয়া যায়। একারণেই পশ্চিমবঙ্গে নানাপ্রকার শিল্পের সৃষ্টি এবং ক্রমশঃ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমান সময়ে এই রাজ্যের বহু কলকারখানায় বস্ত্র, কাগজ, পাটজাত দ্রব্য, চা, লৌহ ও ইস্পাতের জিনিস প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। আবার এখানে

কুটীরশিল্পও আছে। অবশ্য বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা, লোকের রুচির পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে কুটীরশিল্পের অবস্থা অবনতির দিকে যাইতেছে। তথাপি এখনও বহু লোক কুটীরশিল্প অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। এখানকার কুটীরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প সর্বপ্রধান। বহুস্থানে তাঁতীরা মোটা ও সরু নানাপ্রকার সূতা দ্বারা কাপড় তৈয়ারী করে। হুগলী জেলার রাজবলহাট ও ধনেখালি, নদীয়া জেলার শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল
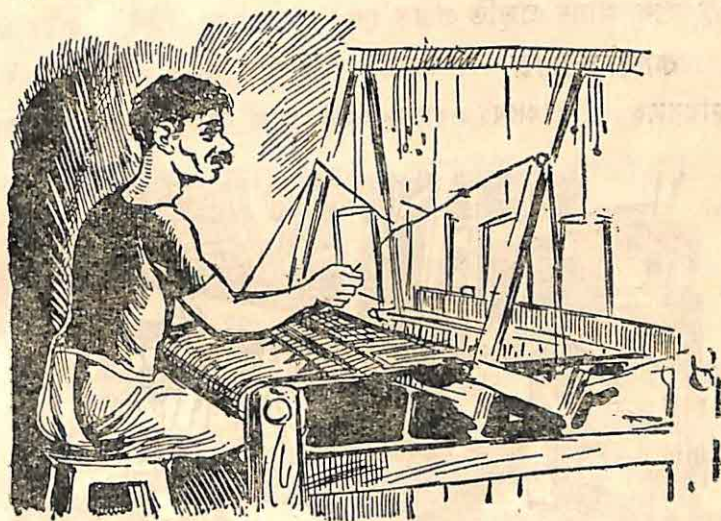
তাঁত বুনিতেছে

দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশমী কাপড় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। তাহা ভিন্ন এখানে নানাপ্রকার ছোট ছোট শিল্পের অভাব নাই। কাঁসা-পিতলের বাসন, বেতের ঝুড়ি, নানাপ্রকার মাদুর, পাটী ইত্যাদি বহুপ্রকার কুটীরশিল্প এযাবৎ যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান।

পাটশিল্প—কলিকাতার নিকট হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলাতে ভাগীরথী নদীর দুই তীরে প্রায় ১০০টি পাটের কল অবস্থিত। ইহাই ভারতে পাটশিল্পের কেন্দ্র। পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আমদানীর পক্ষে অসুবিধা হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেই উপযুক্ত পরিমাণ পাট উৎপাদনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে ভারতেই প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় পাট পাওয়া যাইতেছে। এখানে পাট দ্বারা চট্, থলে, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

কার্পাস-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস-শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এখানে ৩৩টি কলে কাপড় তৈয়ারী হয়।
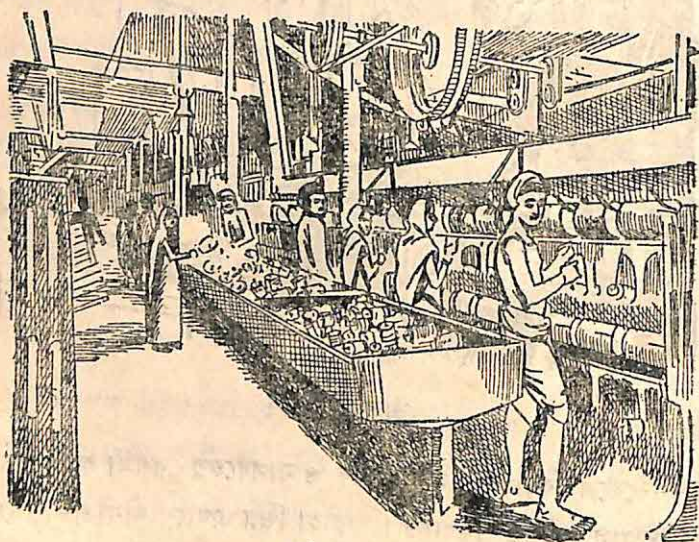
কাপড়ের কল

পশ্চিমবঙ্গে তূলা জন্মে না বলিয়া অন্যান্য স্থান হইতে তূলা ও সূতা আমদানী করিয়া এখানকার কার্পাস-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং

উন্নতিলাভ করিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে ভারতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজ্যের পরই পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

চা-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে চা প্রস্তুত করিবার বহু কারখানা আছে। চা-শিল্পে ভারতের মধ্যে আসামের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। এখানকার চা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—এতদিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর চারিটি কারখানার মধ্যে দু'টিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে—দু'টিই বর্ধমান জেলায়, একটি কুলটি আর একটি বার্ণপুর নামক সহরে। সম্প্রতি দুর্গাপুরে তৈয়ারী হইয়াছে আর একটি প্রকাণ্ড কারখানা।

কাগজ-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলাতে কাগজের কয়েকটি কল আছে। ইহাদের মধ্যে বেঙ্গল পেপার মিল ও টিটাগড় পেপার মিলের কাগজ উৎকৃষ্ট। কাগজ তৈয়ারীতে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম।

অন্যান্য শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে চিনি, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, কাচ, রবার, রং প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কয়েকটি বৃহৎ কারখানা আছে। কলিকাতার বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটি-ক্যাল ওয়ার্কস্ ইহাদের অন্যতম। ইহা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পাখা প্রভৃতি তৈয়ারী করিবারও অনেক কারখানা আছে। বর্ধমান জেলাতে মিহিজামের নিকট চিত্তরঞ্জনে রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়। হুগলী জেলায় উত্তরপাড়ার নিকট মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ একত্র করিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। কলিকাতার নিকট খিদিরপুরে জাহাজ মেরামত করিবার কারখানা আছে।

বাণিজ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা ও শিল্পদ্রব্যের মধ্যে 'চা' প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এখানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব বলিয়া ধান, গম প্রভৃতি আমদানী করা হয়। তা'ছাড়া এখানকার নানাপ্রকার শিল্পের জন্য পাট, তূলা, লৌহ প্রভৃতিও আমদানী করা হয়। এরূপ আমদানী-রপ্তানী প্রধানতঃ **ভারতের মধ্যে** সীমাবদ্ধ।

ইহা ভিন্ন পাট পাকিস্তান হইতে আমদানী করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ভারতের বাহিরের বহু দেশ হইতে নানাপ্রকার কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, গাড়ী, বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র (পশমী, রেশমী, সূতী) এদেশে আমদানী করা হয়। অনেক সময় পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্য দিয়া আমদানী করা হয়। আবার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জিনিসপত্র, যেমন আসামের চা, বিহারের লোহা ও ইস্পাতের জিনিসপত্র চিনি প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া রপ্তানী করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত এবং এসকল জিনিস পরিবহনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। পূর্বকালের গো-যান, নৌকা প্রভৃতির পরিবর্তে বর্তমান সময়ে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, স্টীমার, বিমানপোত প্রভৃতি অতি দ্রুত এবং আধুনিক যান-বাহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এরূপ উন্নতির ফলে অল্প সময়ে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা হইয়াছে। তবে এখনও গ্রামাঞ্চলে যান-বাহনের ব্যবস্থা ভাল হয় নাই।

এখানকার **রেলপথসমূহের** কেন্দ্র কলিকাতা। প্রকৃতপক্ষে যেসকল রেলপথ উত্তর ও পূর্ব দিকে গিয়াছে সেগুলি কলিকাতার

পূর্বদিকে শিয়ালদহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যেগুলি পশ্চিমদিকে গিয়াছে সেগুলি গঙ্গার অপর তীরে হাওড়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে।
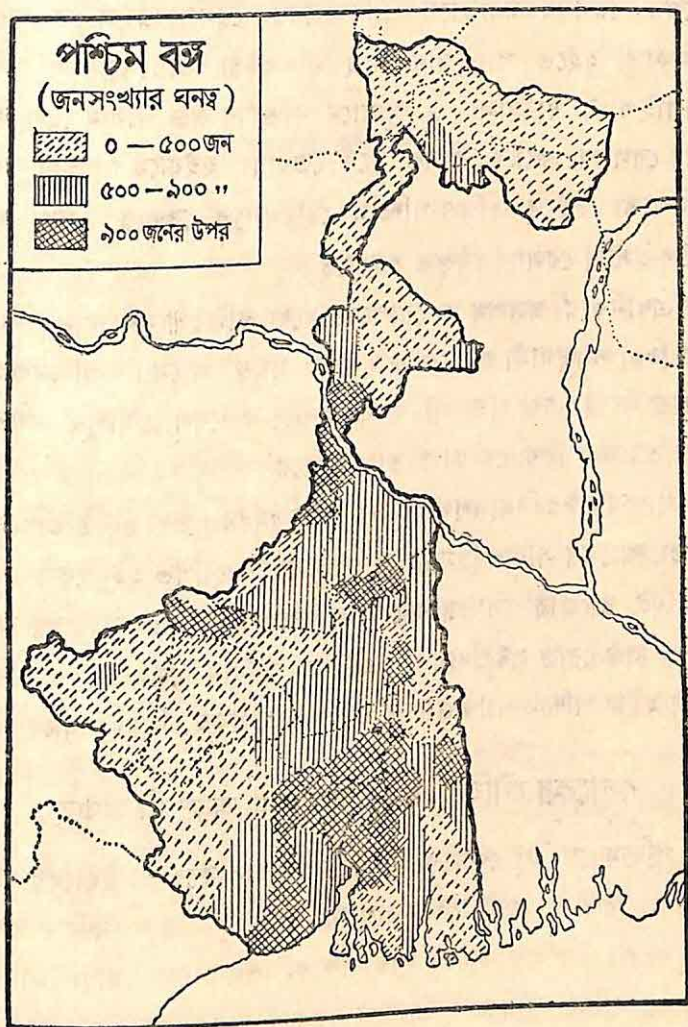
কলিকাতা হইতে ইস্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ী ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ

প্রভৃতি জেলাতে গিয়াছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা হইয়া নর্থ-ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রেলপথ আসামে গিয়াছে। এই দুই অংশের রেলপথ মধ্যভাগে পাকিস্তানের রেলপথের সহিত যুক্ত। কলিকাতা হইতে পাকিস্তান পার না হইয়া ভারতের মধ্য দিয়া জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও আসামে যাওয়ার জন্য আসাম রেল লিঙ্ক নামে রেলপথ কয়েক বৎসর পূর্বে তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়া সাউথ-ইস্টার্ণ রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে।

এখানকার **জলপথ** বা নৌপথের মধ্যে ভাগীরথী সর্বপ্রধান। এই নদী দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ কলিকাতা পর্যন্ত আসে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নদী এবং হিজলী খাল, ইস্টার্ণ ক্যানেল, দুর্গাপুর ক্যানেল প্রভৃতির মধ্য দিয়া নৌকা যাতায়াত করে।

পশ্চিমবঙ্গের **বিমানপথসমূহের** কেন্দ্র দমদম। তথা হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশের সহিত বিমানপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু **স্থলপথ** আছে। ইহাদের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সর্বপ্রধান। এই পথ বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়া দিল্লী হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

লোকের জীবিকা ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গে ৩$\frac{১}{২}$ কোটির অধিক লোক বাস করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বা মোট লোকসংখ্যার প্রায় $\frac{১}{১২}$ অংশ কলিকাতাতে বাস করে। কলিকাতাতে নানাপ্রকার শিল্পবাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুবিধা অধিক। এখানে সরকারী, বেসরকারী ও সওদাগরী অফিস প্রভৃতিতে চাকুরীর সুযোগ বেশী। এই সমস্ত কারণে এখানকার

লোকসংখ্যা এত বেশী। ইহার পরই হাওড়া জেলার স্থান। তথায়ও কলিকাতার মত নানাভাবে জীবিকা অর্জনের সুবিধা বেশী বলিয়া অধিক লোক বাস করে। অপর দিকে দার্জিলিং জেলাতে পাহাড় অঞ্চলের জন্য লোকবসতি সর্বাপেক্ষা কম।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ১৪টি জেলা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। তখন কোচবিহার ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ১৯৫০ সনের জানুয়ারী হইতে উহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। বর্তমানে উহা একটি পৃথক্ জেলা। ইহার পর ১৯৫৬ সনে পুরুলিয়া জেলা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেই কারণে এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ১৬টি জেলা লইয়া গঠিত। এই জেলাগুলি দুইটি বিভাগের অন্তর্গত। এই রাজ্যের পশ্চিম অংশে অবস্থিত বা মোটামুটি হিসাবে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম —এই সাতটি জেলা লইয়া বর্ধমান বিভাগ গঠিত, এবং এই রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত অবশিষ্ট নয়টি জেলা লইয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগ গঠিত। এই বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির নাম যথাক্রমে ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং।

এই রাজ্যের শাসনকর্তা বা রাজ্যপাল একজন। সুশাসনের জন্য তাঁহার অধীনে দুই বিভাগের জন্য দুইজন কমিশনার আছেন। তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। আবার প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মহকুমা হাকিম আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সহরগুলির বিবরণ

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রধান সহরগুলির বিবরণ লিখিত হইল।

বর্ধমান বিভাগ—মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা লইয়া বর্ধমান বিভাগ গঠিত।

মেদিনীপুর—এই জেলা পাঁচটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **মেদিনীপুর**—জেলার সদর মহকুমার এবং সমগ্র জেলার প্রধান সহর। **ঝাড়গ্রাম**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর এবং একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। **তমলুক**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। উহা পূর্বে বিখ্যাত বন্দর ছিল। **ঘাঁটাল**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর এবং একটি শিল্পকেন্দ্র। **কাঁথি**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। ইহা পূর্বে সমুদ্রবন্দর ছিল। **খড়গপুর**—বড় রেলওয়ে জংশন। এখানে একটি বড় রেলওয়ে কারখানা আছে। **চন্দ্রকোণা**—তাঁত-শিল্পের কেন্দ্র। **দীঘা**—সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যকর স্থান।

হাওড়া—এই জেলা দুইটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **হাওড়া**—জেলার সদর মহকুমার এবং সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহা
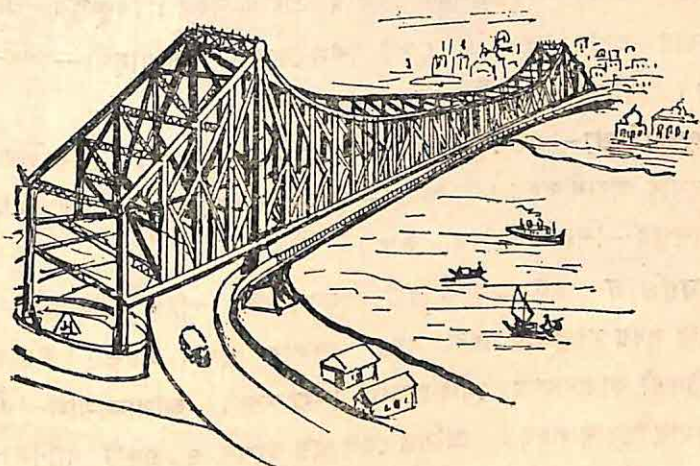
হাওড়া পুল

কলিকাতার বিপরীত দিকে হুগলী বা গঙ্গানদীর উপর অবস্থিত এবং একটি ঝুলান সেতু দ্বারা কলিকাতার সহিত যুক্ত। ইহা বহু শিল্পের এবং রেলপথের কেন্দ্র। উলুবেড়িয়া—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। শিবপুর—বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখানে অবস্থিত। লিলুয়া—এখানে একটি রেলওয়ে কারখানা অবস্থিত। বালি—শিল্প-কেন্দ্র।

হুগলী—এই জেলা চারিটি মহকুমা লইয়া গঠিত। চুঁচুড়া—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহা এবং পার্শ্ববর্তী হুগলী একটি যুক্তসহর। শ্রীরামপুর—ঐ মহকুমার প্রধান সহর এবং একটি শিল্প-কেন্দ্র। আরামবাগ—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা—তাঁত-শিল্পের কেন্দ্র। চন্দননগর—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। ইহা পূর্বে ফরাসীদের অধীন ছিল।

বাঁকুড়া—এই জেলা দুইটি মহকুমা লইয়া গঠিত। বাঁকুড়া—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর। বিষ্ণুপুর—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও একটি শিল্প-কেন্দ্র। সোণামুখী—শিল্প-কেন্দ্র। পাত্রসায়র, রাণীবাঁধ—বাণিজ্য-কেন্দ্র।

পুরুলিয়া—এই জেলার কোন পৃথক্ মহকুমা নাই। পুরুলিয়া—জেলার প্রধান সহর। আদ্রা—বৃহৎ রেলওয়ে জংশন। ঝালদা, রঘুনাথপুর—শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র।

বর্ধমান—এই জেলা চারিটি মহকুমা লইয়া গঠিত। বর্ধমান—জেলার সদর মহকুমার এবং সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহার নিকটবর্তী কাঞ্চননগর লৌহদ্রব্যের শিল্পকেন্দ্র। আসানসোল—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন ও একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। ইহার নিকট অনেক কয়লাখনি আছে। কালনা—ঐ

মহকুমার প্রধান সহর। **কাটোয়া**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও তসর শিল্পের কেন্দ্র। **রাণীগঞ্জ**—ইহার নিকট বহু কয়লার খনি রহিয়াছে। ইহা বিভিন্ন শিল্পের কেন্দ্র। **বার্ণপুর, কুলটি**—লৌহ-শিল্পের কেন্দ্র। **চিত্তরঞ্জন**—মিহিজামের নিকট অবস্থিত এবং রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানার জন্য বিখ্যাত। **মেমারী**—বাণিজ্য-কেন্দ্র। **তুর্গাপুর**—লৌহ-শিল্পের কেন্দ্র।

বীরভূম—এই জেলা তুইটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **সিউড়ি**—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর এবং রেশম-শিল্পের কেন্দ্র। **রামপুরহাট**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও একটি শিল্প-কেন্দ্র। **বোলপুর**—ইহার নিকট বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্যালয়,

শ্রীনিকেতনের কুটীর-শিল্প

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন অবস্থিত। **সাঁইথিয়া** রেলওয়ে জংশন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

এই বিভাগ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম-দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং —এই নয়টি জেলা লইয়া গঠিত।

কলিকাতা—এই মহানগরী একটি জেলা। ইহার পৃথক্ মহকুমা নাই। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের বৃহত্তম নগর। পূর্বে ইহা ভারতের রাজধানী ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে
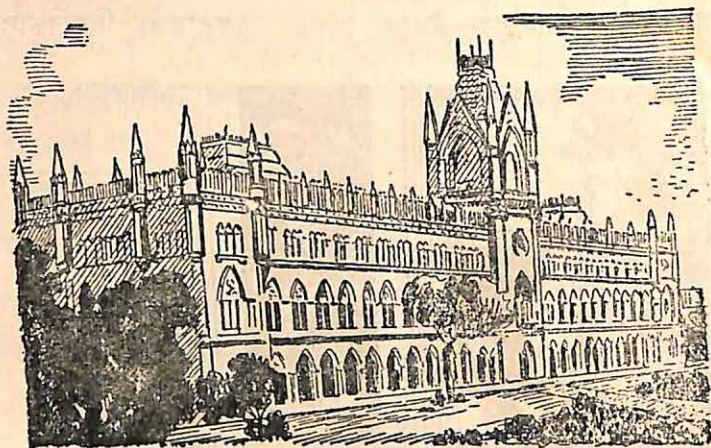
কলিকাতা হাইকোর্ট

রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহা ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র। এখানে বহু সুন্দর সুন্দর ইমারত আছে। এখানকার রাজভবন, ভিক্টোরিয়া, মেমোরিয়াল হাইকোর্ট, সরকারী দপ্তরখানা

মিউজিয়ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি বিখ্যাত।

২৪ পরগণা—এই জেলা ছয়টি মহকুমা লইয়া গঠিত। **আলীপুর**—জেলার সদর মহকুমার এবং সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহা কলিকাতারই অংশ ; এখানে কলিকাতার কতকগুলি অফিস অবস্থিত।
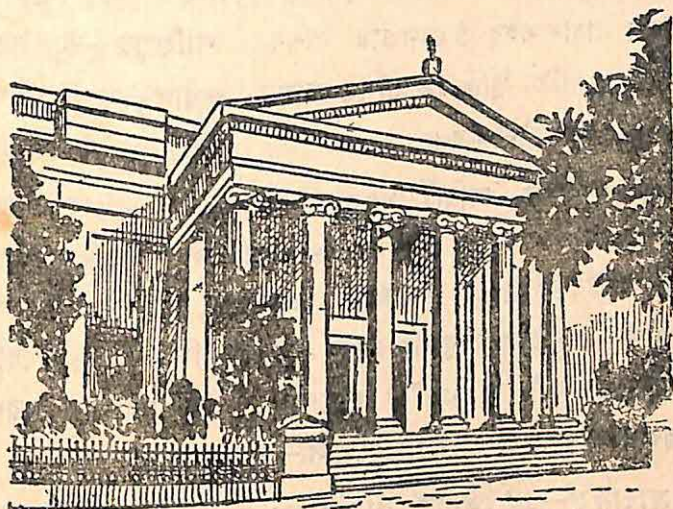
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউস

এখানকার হাওয়া অফিস, এণ্ডার্সন হাউস (সরকারী অফিস), চিড়িয়াখানা, বেলভেডিয়ার (পূর্বে বড়লাটের বাসভবন ছিল, বর্তমানে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী) প্রভৃতি বিখ্যাত। **ডায়মণ্ড হারবার**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর, একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও জাহাজের বিশ্রামস্থল। **বারাকপুর**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। **বসিরহাট**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। **বনগাঁ**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। **বারাসত**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। **দমদম**—রেলওয়ে জংশন, বৃহৎ বিমানঘাঁটি

এবং একটি শিল্পকেন্দ্র। **টিটাগড়, কাশীপুর, বরাহনগর, যাদবপুর** বিভিন্ন শিল্পের কেন্দ্র। **খিদিরপুর**—জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র।

নদীয়া—এই জেলা দুইটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **কৃষ্ণনগর**—জেলার সদর মহকুমার এবং সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহা একটি প্রাচীন সহর। এখানকার মৃৎশিল্প বিখ্যাত। **রাণাঘাট**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও রেলওয়ে জংশন। **শান্তিপুর**—তাঁতশিল্পের কেন্দ্র। **পলাশী**—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। **নবদ্বীপ**—সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ও একটি তীর্থক্ষেত্র।

মুর্শিদাবাদ—চারিটি মহকুমা লইয়া এই জেলা গঠিত। **বহরমপুর**—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর। ইহার নিকটবর্তী খাগড়া শিল্পকেন্দ্র। **লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দি**—প্রত্যেকটি ঐ নামের মহকুমার প্রধান সহর। **মুর্শিদাবাদ**—বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ও একটি শিল্পকেন্দ্র। **কাশিমবাজার**—রেশম-শিল্পের প্রাচীন কেন্দ্র। **ভগবানগোলা**—বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র।

মালদহ—এই জেলার কোন পৃথক্ মহকুমা নাই। **ইংরেজ-বাজার** প্রধান সহর ও রেশম-শিল্পের কেন্দ্র। **গৌড় ও পাণ্ডুয়া**—প্রাচীন বাংলার রাজধানী।

পশ্চিম দিনাজপুর—এই জেলা তিনটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **রায়গঞ্জ**—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর। **বালুরঘাট**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। **ইসলামপুর**—ঐ মহকুমার প্রধান সহর।

কোচবিহার—এই জেলা পাঁচটি মহকুমা লইয়া গঠিত। **কোচবিহার**—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর।

মাথাভাঙ্গা, মেকলিগঞ্জ, দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ—নিজ নিজ মহকুমার প্রধান সহর।

জলপাইগুড়ি—এই জেলা দুইটি মহকুমা লইয়া গঠিত। জলপাইগুড়ি—জেলার সদর মহকুমার ও সমগ্র জেলার প্রধান সহর। আলীপুর-দুয়ার—ঐ মহকুমার প্রধান সহর। মাদারীহাট—বাণিজ্যকেন্দ্র।

দার্জিলিং—এই জেলা চারিটি মহকুমা লইয়া গঠিত। দার্জিলিং—জেলার সদর মহকুমার ও জেলার প্রধান সহর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস। কালিম্পং—ঐ মহকুমার প্রধান সহর, একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যনিবাস। কার্শিয়ং—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও একটি স্বাস্থ্যনিবাস। শিলিগুড়ি—ঐ মহকুমার প্রধান সহর ও রেলওয়ে জংশন।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। এই রাজ্যের প্রধান নদী কোন্‌টি ? উহার বিভিন্ন অংশের নাম বল।

৩। এই রাজ্যের জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৪। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিদ্রব্য কি কি ? দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে কোন্ কোন্ জিনিস বেশী জন্মে ?

৫। পশ্চিমবঙ্গ কয়টি জেলা লইয়া গঠিত ?

৬। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান শিল্পের বিবরণ লিখ।

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কেন বিখ্যাত বল—

দমদম, কালিম্পং, আলীপুর-দুয়ার, ভগবানগোলা, শান্তিপুর, ঘাঁটাল, আসানসোল, বিষ্ণুপুর, বোলপুর, শ্রীরামপুর।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ইউনিয়ন

সীমা

প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতে বলা হইয়াছে যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার পশ্চিম ও পূর্ব দিকের দুইটি অংশ লইয়া পাকিস্তান নামে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং মধ্যভাগের অবশিষ্ট অংশের নাম হইয়াছে ভারতীয় ইউনিয়ন। এই ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমদিকে পশ্চিম-পাকিস্তান ও আরবসাগর, উত্তরদিকে হিমালয় পর্বত, পূর্বদিকে পূর্ব-পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত-মহাসাগর অবস্থিত।

আয়তন

ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকের সর্বাধিক দূরত্ব প্রায় ২,০০০ মাইল এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকের সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ২,০০০ মাইলের কিছু কম। এই দেশটির আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মত এবং আয়তন ১২ লক্ষ বর্গমাইলের কিছু বেশী।

উপকূল ও দ্বীপ

এই দেশের আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের তীরে প্রায় ৩,০০০ মাইল উপকূল বিস্তৃত। এই উপকূলের পশ্চিম অংশে গুজরাট উপদ্বীপ

অবস্থিত। এই দেশের দক্ষিণদিকের সমুদয় অংশও একটি উপদ্বীপ। এই দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তে **কুমারিকা অন্তরীপ** অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূল একেবারেই ভগ্ন নহে; উহা খুব সঙ্কীর্ণ এবং স্থানে স্থানে বেশ খাড়া। ঐ উপকূলের উত্তর অংশকে **কঙ্কণ উপকূল** এবং দক্ষিণ অংশকে **মালাবার উপকূল** বলে। পূর্বদিকের উপকূল একটু বেশী ভগ্ন এবং অধিক চওড়া। ইহার দক্ষিণ অংশের নাম করমণ্ডল উপকূল।

এই দেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ** অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলের নিকট লাক্ষা ও আমিনি দ্বীপ অবস্থিত। কুমারিকা অন্তরীপের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিংহল দ্বীপ একটি পৃথক্ দেশ।

প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশের ভূপ্রকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী এই দেশকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) **পার্বত্য অঞ্চল,**

(খ) **সমভূমি অঞ্চল,**

(গ) **মালভূমি অঞ্চল।**

(ক) ***পার্বত্য অঞ্চল***—ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর অংশে বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। তথায় **হিমালয়** নামক পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বিস্তৃত। হিমালয় অঞ্চলে কতকগুলি পর্বত পরস্পরের প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। উহাদের মধ্যভাগে বহু সুন্দর উপত্যকা আছে। এই সকল উপত্যকার

মধ্য দিয়া অনেক নদনদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহাদের পার্শ্বদেশ নানাপ্রকার বৃক্ষদ্বারা সুশোভিত। পর্বতশ্রেণীর উচ্চশৃঙ্গসমূহ তুষার

দ্বারা আবৃত। এখানে বহু অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে। ইহাদের মধ্যে হিমালয়ের এভারেস্ট (২৯,১৪২ ফুট) পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং কাশ্মীরের কারাকোরম পর্বতের গড্‌উইন অস্‌টিন (২৮,২৫০ ফুট)

পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। দার্জিলিংয়ের নিকটবর্তী কাঞ্চনজঙ্ঘাও (২৮,১০০ ফুট) পৃথিবীর একটি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ। হিমালয়ের ভিতর
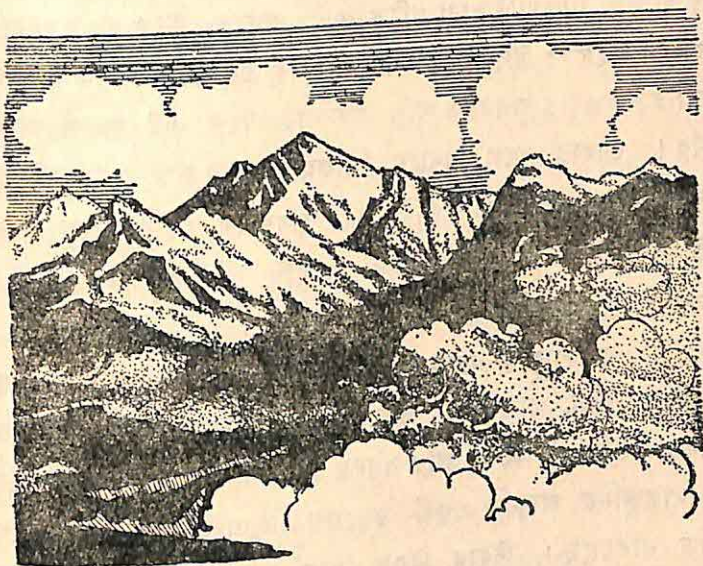
হিমালয়

কৈলাস পর্বত অবস্থিত। এই পার্বত্য অঞ্চল এই দেশকে চীন, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

উত্তরদিকের পার্বত্য অঞ্চল আসামের পূর্ব সীমান্তে পৌঁছিয়া তথা হইতে **পাটকই**, **নাগা**, **লুসাই** দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। আর **গারো**, **খাসিয়া**, **জয়ন্তিয়া** পাহাড় পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বিস্তৃত হইয়া পূর্বদিকের এইসকল পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে।

(খ) ***সমভূমি অঞ্চল***—ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তরদিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষিণ দিকে এক বিস্তীর্ণ সমভূমি অবস্থিত। ইহা এই দেশের পূর্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার

দক্ষিণ সীমান্তে বিন্ধ্য পর্বত অবস্থিত। এই বিশাল সমভূমির মধ্যে কেবলমাত্র **আরাবল্লী** পর্বত ভিন্ন অন্য কোন পাহাড়-পর্বত নাই। এই সমভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং অত্যন্ত উর্বর। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উহাদের উপনদী ও শাখানদী সহ এই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় অনবরত পলি জমিবার ফলে এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। তাহার ফলে এখানে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে এবং এখানে ভারতীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ লোক বাস করে। এই সমভূমিকে **উত্তর ভারতের সমভূমি** বা **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার সমভূমি** বলা হয়।

(গ) ***মালভূমি অঞ্চল***—ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য অংশে অবস্থিত **বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাদেও, মহাকাল** প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী সমেত এগুলির দক্ষিণের প্রায় সমুদয় উপদ্বীপ অংশ একটি মালভূমি। ঐ মালভূমির আকৃতি একটি ত্রিভুজের মত এবং তাহার তিনদিকেই পর্বত রহিয়াছে। উহার উত্তর দিকে সাতপুরা, মহাদেও প্রভৃতি পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। মালভূমির পশ্চিমদিকে **পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী** এবং পূর্বদিকে **পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী** অবস্থিত। এই দুই পর্বতশ্রেণী দক্ষিণদিকে মিলিত হইয়াছে। তথায় **নীলগিরি** পর্বত অবস্থিত। মালভূমির ঐ দক্ষিণ অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ।

বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর উত্তরদিকেও একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও নিম্ন মালভূমি অবস্থিত। তাহাই প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারতের সমভূমির দক্ষিণ সীমা। এই মালভূমির পশ্চিম অংশকে **মালব** এবং পূর্ব অংশকে ছোটনাগপুর মালভূমি বলা হয়।

উপকূলের সমভূমি—ভারতীয় ইউনিয়নের উপকূল অংশেও সমভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য উপকূলের পূর্ব ও পশ্চিম দিক

দিয়া এই সমভূমি বিস্তৃত। উভয় উপকূলের সমভূমি উত্তরদিকে মধ্যভারতের সমভূমির সহিত যুক্ত এবং দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে ঠিক দক্ষিণ সীমান্তে মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি পূর্ব উপকূলের সমভূমি হইতে সঙ্কীর্ণ। পূর্ব উপকূলের সমভূমির মধ্য দিয়া বহু নদী প্রবাহিত হইয়াছে এবং তথায় বহু নদীর ব-দ্বীপ অবস্থিত। সুতরাং ইহাও প্রায় উত্তর ভারতের সমভূমির মত উর্বর এবং এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় ও বহু লোক বাস করে।

ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র মালভূমি অংশ যাতায়াত ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধাজনক। কেবল দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশ কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। তথায় প্রচুর কার্পাস জন্মে। অপর দিকে ছোটনাগপুর মালভূমিতে এই দেশের অধিকাংশ খনিজ সম্পদ্ বর্তমান। অবশ্য মালভূমির যে-কোন অংশেরই নদী উপত্যকা কৃষি, যাতায়াত, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধাজনক।

নদ-নদী

গঙ্গা—এই নদীটি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ অংশে গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ (বরফের নদী) হইতে নির্গত হইয়া হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে নামিয়াছে। তথা হইতে গঙ্গা নদী উত্তর ভারতের সমভূমির উপর দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গার দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে বহু উপনদী আসিয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল উপনদীর মধ্যে যমুনা গঙ্গোত্রীর নিকটবর্তী যমুনোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এলাহাবাদের নিকট প্রয়াগে গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

ইহাই গঙ্গার সর্বপ্রধান উপনদী। ইহা ভিন্ন **গোমতী, গণ্ডক, কোশী** প্রভৃতি উপনদী বাম দিক হইতে এবং **চম্বল, বেত্রোয়া, শোন** প্রভৃতি উপনদী দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমার নিকট পৌঁছিয়া গঙ্গা নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গা হইতে ভাগীরথী নামে শাখানদী দক্ষিণদিকে নির্গত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তি-স্থলের পর হইতে গঙ্গা নদী পদ্মা নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার কিছু পর পদ্মা হইতে আরও বহু শাখানদী নির্গত হইয়াছে। অপর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ (যমুনা) উত্তরদিক হইতে আসিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া মেঘনা নদী ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। অবশেষে এই সম্মিলিত নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানাতে প্রকাণ্ড ব-দ্বীপ অবস্থিত। উহারই দক্ষিণ অংশে সুন্দরবন অবস্থিত। বর্তমান সময়ে এই ব-দ্বীপের ও সুন্দরবনের পশ্চিম অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত এবং পূর্বদিকের অংশ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত।

ব্রহ্মপুত্র—এই নদটি হিমালয়ের মানস-সরোবর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে ইহা তিব্বতের দক্ষিণ অংশ দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং একটু বাঁকিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সমভূমিতে নামিয়াছে। সেখান হইতে ইহা আসামের মধ্য দিয়া বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে; এই অংশে **মানস, লোহিত, ডিহিং** প্রভৃতি উপনদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। আসামের পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছিয়া এই নদীটি দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

এখানে ইহা যমুনা নদী নামে পরিচিত। আরও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া ইহা গোয়ালন্দের নিকট পদ্মা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

সিন্ধু—ইহা হিমালয় পর্বতে মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্মপুত্রের বিপরীত দিকে (পশ্চিম দিকে) প্রবাহিত হইয়াছে। কাশ্মীরের নাঙ্গা পর্বতের নিকট ইহা দক্ষিণদিকে বাঁকিয়াছে। তারপর ইহা কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদের বহু উপনদী আছে। তাহাদের মধ্যে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা প্রধান। সিন্ধু ও ইহাদের কতক অংশ মাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং অবশিষ্ট অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। পশ্চিম দিক হইতেও বহু উপনদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ইহার মোহানাতে বিস্তৃত ব-দ্বীপ অবস্থিত।

উত্তর ভারতের এই তিনটি নদীর প্রত্যেকটি ১,৫০০ মাইলের অধিক দীর্ঘ। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রচুর জল প্রবাহিত হয় এবং ইহারা যাতায়াত, জলসেচ প্রভৃতি কার্যে বিশেষ সহায়ক। ইহাদের তীরে বহু বৃহৎ নগর ও বন্দর অবস্থিত।

নর্মদা—এই নদীটি মধ্যভারতের মহাকাল পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানাতে ব-দ্বীপ নাই।

তাপ্তী—এই নদীটি মধ্যভারতের মহাদেও পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা ও মহাদেও পর্বতের দক্ষিণ দিকের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার

মধ্য দিয়া বরাবর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা নর্মদার মোহানার দক্ষিণ দিকে আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহারও মোহানাতে কোন ব-দ্বীপ নাই।

মহানদী—এই নদীটিও মধ্যভারতের মহাকাল পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে ইহা ছোটনাগপুর মালভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং পরে পূর্ব উপকূলের সমভূমির উপর দিয়া পূর্বদিকে বহিয়া গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানাতে বিস্তৃত ব-দ্বীপ অবস্থিত। এই নদীর বহু উপনদী আছে। তাহাদের মধ্যে **বৈতরণী** প্রধান।

গোদাবরী—এই নদীটি পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্য মালভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পরে পূর্বঘাট পর্বত অতিক্রম করিয়া পূর্ব-উপকূলের সমভূমির উপর দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানাতে বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ অবস্থিত। ইহার বিভিন্ন অংশে বহু উপনদী পতিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে **ওয়ার্ধা, ইন্দ্রাবতী, মঞ্জিরা, বেনগঙ্গা** প্রভৃতি প্রধান।

কৃষ্ণা—এই নদীটিও পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্য মালভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং পরে পূর্বঘাট পর্বত ও পূর্ব-উপকূলের সমভূমির উপর দিয়া বহিয়া গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানাতেও বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ অবস্থিত। এই নদীর উপনদীর মধ্যে **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** প্রধান।

কাবেরী—এই নদীটিও পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া

দাক্ষিণাত্য মালভূমি এবং পূর্বঘাট পর্বতের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের এই সকল নদী উত্তর ভারতের নদীসমূহের তুলনায় ক্ষুদ্র। ইহাদের মধ্যে গোদাবরী বৃহত্তম। এই সকল নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে জল কমিয়া যায়। সে-কারণে ইহারা যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নহে।

জলবায়ু

ভারতীয় ইউনিয়নের প্রায় মধ্য অংশে কল্পিত কর্কটক্রান্তি ($২৩\frac{১}{২}^\circ$ উঃ অঃ) বিস্তৃত। জানুয়ারী মাসে সূর্যের কিরণ দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির ($২৩\frac{১}{২}^\circ$ দঃ অঃ) নিকট খাড়াভাবে পতিত হয়। কাজেই তখন ভারতীয় ইউনিয়নে সূর্যের কিরণ অত্যন্ত হেলানভাবে পতিত হয়। ইহার ফলে ভারতে তখন উত্তাপ বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম থাকে, অর্থাৎ তখনই এই দেশের পক্ষে শীতকাল। ঐ সময় এই দেশের উপর দিয়া শুষ্ক **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ু** প্রবাহিত হয়। সেইজন্য তখন এই দেশে বৃষ্টি হয় না।

ইহার পর মার্চ মাসে সূর্যের কিরণ **নিরক্ষরেখার** নিকট লম্বভাবে পতিত হয়। সুতরাং ভারতে তখন উত্তাপ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অতএব ভারতের পক্ষে ঐ সময় **বসন্তকাল**।

তখন উত্তাপ বা শীত কোনটিই অধিক নহে। তখন মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়।

ইহার পর জুন মাসে সূর্যের কিরণ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যভাগে কর্কটক্রান্তির নিকট খাড়াভাবে পতিত হয়। সুতরাং ঐ সময় এই দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ পাওয়া যায়। তাহার ফলে ইহাই এই দেশের পক্ষে **গ্রীষ্মকাল**। তখন পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দক্ষিণদিকে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে তখন উত্তাপ কম থাকে বলিয়া উচ্চ চাপ থাকে। এই প্রকার অবস্থার ফলে তখন দক্ষিণদিকের সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভারতীয় ইউনিয়নের ঐ নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** বলা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করে। ইহার বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে প্রচুর বৃষ্টি হয়। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়। তারপর ঐ বায়ু আসামের উত্তর ও পূর্বদিকের পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। সেই

কারণে আসাম হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আরবসাগরীয় শাখা প্রথমে পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ঢালে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। তথা হইতে ঐ বায়ু পশ্চিমঘাট অতিক্রম করিয়া মালভূমিতে প্রবেশ করে, কিন্তু মালভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম থাকে। এমন কি ঐ বায়ু পূর্বঘাট পর্বতমালাতে পুনরায় বাধা প্রাপ্ত হইলেও আর পূর্বের মত বৃষ্টিপাত হয় না। আরবসাগরীয় শাখার কতক অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তর অংশ হইতে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। উহা পথিমধ্যে আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ অংশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তরদিকে বহিয়া যায়। কাজেই আরাবল্লী পর্বতের একমাত্র দক্ষিণ অংশে বৃষ্টিপাত বেশী হয়; অন্যত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম থাকে। ঐ বায়ু পরে গিয়া হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণদিকের রাজপুতানা ও অন্যান্য অংশ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মোটামুটি হিসাবে, গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু দ্বারাই এই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় সূর্যের কিরণ বিষুবরেখার নিকট লম্বভাবে পতিত হয়। সুতরাং তখন আবার এই দেশে উত্তাপ কমিয়া যায়। বর্ষা ঋতুর পর তখন বৃষ্টিও কমিয়া যায়। সুতরাং ইহাই সুন্দর শরৎকাল। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা প্রভৃতি কতক অংশে তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। এই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার মুখে হেমন্ত ও শীতকালে মান্দ্রাজ অঞ্চলে কিছু বৃষ্টি হয়।

অরণ্য-সম্পদ

ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতমালাতে বিস্তীর্ণ বনভূমি বিদ্যমান। তথায় পর্বতের পাদদেশে শাল, শিশু প্রভৃতি গাছের বন অবস্থিত। পূর্ব অংশে আসাম হইতে নেপাল পর্যন্ত বাঁশ, বেত, ঘাস প্রভৃতি অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া ঐ বন অত্যন্ত ঘন। তথায় বাঘ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীও অধিক সংখ্যায় বাস করে। তথা হইতে হিমালয়ের ক্রমশঃ উপর দিকে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটে। উপর অংশে পাইন, দেবদারু, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ জন্মে। উহাদের কাঠ শাল বা শিশুর কাঠ হইতে অনেক নরম হইলেও নানা কাজে এই সকল কাঠ ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ এ সকল নরম কাঠ দ্বারা কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়।

এই দেশের দক্ষিণদিকের মালভূমিতে এবং পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেও বনভূমি অবস্থিত। ঐ সকল বনে শালগাছ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহা ভিন্ন সমুদ্রের উপকূলেও স্থানে স্থানে বন আছে। তাহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এখানে সুন্দরীগাছ অধিক জন্মে। বিভিন্ন উপকূলে নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে।

ভারতীয় ইউনিয়নে বিস্তৃত তৃণভূমির অভাব। এই দেশের স্থানে স্থানে সামান্যমাত্র তৃণভূমি অবস্থিত। তৃণভূমির অভাববশতঃ এই দেশে গো-মহিষাদি পালনের বিশেষ অসুবিধা বর্তমান।

খনিজ দ্রব্য

ভারতীয় ইউনিয়নের মালভূমি অংশে নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি

অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ; স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং বহু জিনিস বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না।

কয়লা—পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনিসমূহে সর্বাপেক্ষা অধিক কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা সংগ্রহের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের **রাণীগঞ্জ**, বিহারের **ঝরিয়া, বোকারো, করণপুরা, গিরিডি**, উড়িষ্যার **তালচের**, মধ্যপ্রদেশের **উমারিয়া, মোহপানি, বেতুল, চান্দা**, অন্ধ্র প্রদেশের **সিঙ্গারেণী**, এই সব স্থান।

লৌহ—বিহার ও উড়িষ্যার খনিসমূহে এই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ পাওয়া যায়। লৌহ সংগ্রহের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইল বিহারের **সিংভূম**, উড়িষ্যার **ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর ও বোনাই**। তা' ছাড়া **মহীশূর** এবং **মধ্যপ্রদেশেও** প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ—মধ্যপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

অভ্র—বিহার এবং অন্ধ্র প্রদেশের খনিসমূহে সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্র পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়াম—আসামের ডিগবয় ও নাহারকাটিয়া খনিতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বর্তমানে গুজরাট রাজ্যে কাম্বে উপসাগরের নিকটেও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাইতেছে।

তাম্র—বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশে সামান্য পরিমাণ তাম্র পাওয়া যায়।

রৌপ্য—বিহার ও মহীশূরে সামান্য মাত্র রৌপ্য পাওয়া যায়।

স্বর্ণ—মহীশূরে অতি সামান্য স্বর্ণ পাওয়া যায়।

প্রধান প্রধান শস্য

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার অধিকাংশ স্থান কৃষিকার্যের উপযোগী এবং এই দেশের গ্রীষ্মকালের প্রচুর উত্তাপ

ও মৌসুমী বৃষ্টি কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। ভারতের বিভিন্ন অংশের ভূমি ও জলবায়ুর পার্থক্যবশতঃ এই দেশে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে প্রধান শস্যগুলির বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

ধান্য—ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কৃষি-দ্রব্য। আসাম হইতে কাশ্মীর ও কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই ধানের চাষ আছে। সবচেয়ে বেশী ধান হয় মান্দ্রাজে, তারপর পশ্চিমবঙ্গে; এ বিষয়ে

ধানক্ষেত

তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের স্থান।

গম—গম চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশে ইহা শীতকালের ফসল। এখানে সবচেয়ে বেশী গম ফলে উত্তরপ্রদেশে ; তারপরই পাঞ্জাবে। এ বিষয়ে বিহারের স্থান তৃতীয় বটে, কিন্তু সেখানকার উৎপাদন পাঞ্জাবের তিন ভাগের এক ভাগের কিছু বেশী মাত্র। গম উৎপাদনে বিহারের পর মধ্যপ্রদেশ, তারপর মহারাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ নাম মাত্র। দিল্লী এবং রাজস্থানেও সামান্য গম ফলে।

বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি—উত্তর ভারতের সমভূমি এবং দক্ষিণ দিকের মালভূমির অনুর্বর অংশে এসকল শস্য উৎপন্ন হয়। ইহাদের জন্য গম অপেক্ষাও কম বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। জোয়ারের ফলন সবচেয়ে বেশী মহারাষ্ট্র প্রদেশে, তারপর মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারে। বাজরার ফলনেও মহারাষ্ট্র প্রথম, তারপর উত্তরপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ।

ভুট্টা—উত্তর ভারতের সমভূমির বিভিন্ন অংশে ভুট্টা উৎপন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশে ইহার ফলন সবচেয়ে বেশী ; তারপর পাঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে।

ইক্ষু—এই দেশের প্রায় সকল অংশে অনুকূল জলবায়ুতে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ প্রথমস্থানীয় ; বিহার, মান্দ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য।

ডাল—ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমদিকের রাজ্যসমূহে অড়হর, ছোলা প্রভৃতি; পূর্বদিকে মসুর, মুগ প্রভৃতি; দক্ষিণদিকে মুগ, কলাই প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজ—এই দেশের বিভিন্ন অংশে তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে চীনাবাদাম প্রধানতঃ মালভূমিতে এবং সরিষা, তিল প্রভৃতি উত্তরদিকের সমভূমিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উপকূল অঞ্চলে নারিকেল হইতে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়।

তামাক—এই দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। বিহার, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভাল তামাক জন্মে।

চা—এই দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়।
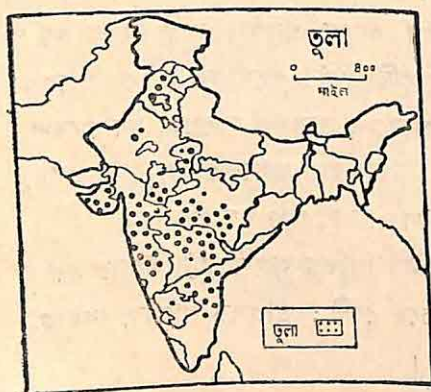
রবার—আসামে এবং মালভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মালাবার উপকূলে রবারের চাষ হইতেছে।

কার্পাস (তূলা)—ভারতীয় ইউনিয়নে দুই প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিম অংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ক্ষুদ্র আঁস-যুক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস জন্মে। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে জলসেচের সুব্যবস্থার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দীর্ঘ আঁস-যুক্ত কার্পাস উৎপন্ন হয়।

পাট—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে পাটের চাষ হইতেছে। গত কয়েক বৎসরে এই দেশে পাট চাষের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জলসেচ

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে কেবলমাত্র মালাবার উপকূল এবং আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা কৃষিকার্যের পক্ষে অনেক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য। এই দেশের অন্যান্য অংশে বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। সে কারণে এই দেশের অধিকাংশ স্থানে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে এই দেশের বিভিন্ন অংশে জলসেচনের ব্যবস্থা হইতেছে।

খাল—এই দেশের অনেক স্থানে নদীতে বন্যার সময় খালের সাহায্যে ঐ জলদ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। ইহাদিগকে প্লাবন খাল বলে। কতক স্থানে নদীতে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় এবং তাহাদ্বারাপ্রয়োজন মত ক্ষেত্রে কৃষিকার্য করা হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে এই জাতীয় খালের সাহায্যে অধিক জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে।
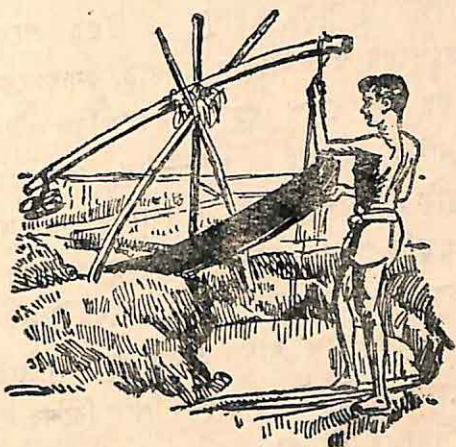
ডোঙ্গার সাহায্যে জলসেচ

কূপ—উত্তরভারতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। আজকাল অনেক স্থানে বাঁধান কূপ, নলকূপ প্রভৃতির সাহায্যে কৃষিকার্য করা হয়।

জলাশয় ও পুকুর—দাক্ষিণাত্য মালভূমির মান্দ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে বিভিন্ন জলাশয় হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। কতক স্থানে সাধারণ ডোঙ্গার সাহায্যে ছোট ছোট খাল, বিল হইতে জলসেচ করা হয়।

শিল্পজাত দ্রব্য

ভারতীয় ইউনিয়নে দুই প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই দেশে প্রাচীনকাল হইতে নানাপ্রকার **কুটীর-শিল্প** প্রচলিত ছিল এবং বর্তমান সময়েও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উন্নত। যথা—কাশ্মীরের শাল, মহীশূর ও উত্তর প্রদেশের রেশম ও পশম বস্ত্র, জয়পুরের স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন এই দেশে বহু সাধারণ জিনিস কুটীর-শিল্প হিসাবে প্রতিনিয়ত নির্মিত হইতেছে। যথা—বাঁশ, বেত প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকার ঝুড়ি, মাটির দ্বারা হাঁড়ি, কলসী; লৌহ দ্বারা দা, কুড়াল, কোদালি প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস এই দেশের প্রায় সর্বত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের মধ্যেও কতক জিনিস যথেষ্ট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

এই দেশে নানা প্রকার বৃহৎ শিল্পও আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই এই দুই রাজ্য বৃহৎ শিল্পে বিশেষ উন্নত। এই দেশের বৃহৎ শিল্পসমূহ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। নিম্নে কয়েকটি বৃহৎ শিল্পের বিষয় লিখিত হইল।

কার্পাস-শিল্প—ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে প্রায় ৪০০টি

কাপড়ের কল অবস্থিত। তাহার মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যেই আছে ২০০-টির উপরে। মহারাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র **বোম্বাই** আর গুজরাটের প্রধান কেন্দ্র **আহম্মদাবাদ**। এই শিল্প সম্পর্কে মান্দ্রাজের স্থান দ্বিতীয়; তারপর পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশের স্থান। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, দিল্লী ও বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে লৌহ শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র বিহারের **জামসেদপুরে** অবস্থিত। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লা এবং বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ এই স্থানে লৌহ শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূল কারণ। এতদিন এদেশে আরও তিনটি কারখানা ছিল; তাহার মধ্যেও দু'টিই এই অঞ্চলে অবস্থিত,—সে দু'টি হইল পশ্চিমবঙ্গের **কুলটি** ও **বার্ণপুরের** লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। চতুর্থটির অবস্থান মহীশূর রাজ্যের **ভদ্রাবতী** নামক স্থানে। ইহার খুব কাছেই লৌহখনি আর চুনাপাথরের খনি আছে, কিন্তু কয়লা নাই। কয়লার অভাব কাঠ ও জলবিদ্যুৎ দিয়া মিটানো হইতেছে। সম্প্রতি আরও তিনটি কারখানা এদেশে তৈয়ারী হইয়াছে। তাহাদের একটি পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে**, অপর দু'টির একটি উড়িষ্যার **রৌরকেল্লাতে** এবং একটি মধ্যপ্রদেশের **ভিলাইতে**। শীঘ্রই বিহারের বোকারোতে আর একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

পাট শিল্প—ইহা এই দেশের অপর প্রধান শিল্প। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রায় সমুদয় পাটের কল অবস্থিত। পূর্ববঙ্গ হইতে পাট পাওয়ার পক্ষে নানাপ্রকার বিঘ্নসৃষ্টির ফলে এই শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইতেছিল, তবে এখন এদেশেই প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় পাট জন্মে।

চা-শিল্প—ইহাও ভারতীয় ইউনিয়নের একটি প্রধান শিল্প। এই দেশের মধ্যে আসামে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা-বাগান আছে।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও প্রচুর চা-বাগান আছে। চা-গাছের পাতা হইতে কলে চা প্রস্তুত হয়। বহু বাগানেরই নিজস্ব কল আছে। ভারতে চা-এর আর একটি কেন্দ্র হইতেছে নীলগিরি।

চিনি শিল্প—ভারতীয় ইউনিয়নের ইহাও একটি প্রধান শিল্প। উত্তর ভারতের সমভূমিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইতেছে। এই সকল স্থানের ইক্ষু দ্বারা প্রচুর চিনি প্রস্তুত হয়। উত্তর প্রদেশে এই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চিনির কল অবস্থিত।

রেশম ও পশম শিল্প—ভারতে এখনও কুটীর-শিল্প হিসাবেই রেশম ও পশমের কাজ বেশী হয়। রেশম বস্ত্র তৈয়ারীর একটি কেন্দ্র হইল পশ্চিমবঙ্গ ; এখানকার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী, মুর্শিদাবাদের **ইসলামপুর** ও **মির্জাপুর**, বর্ধমানের **দাঁইহাট**, মেদিনীপুরের **আনন্দপুর**, এই সব স্থান এজন্য বিশেষ বিখ্যাত।

রেশম শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হইল মহীশূর, কাশ্মীর, মান্দ্রাজ, আসাম ও পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের **অমৃতসর** ও **লুধিয়ানা** এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তবে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্রের জন্য উত্তর প্রদেশের বারাণসী (কাশী) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

বর্তমানে এদেশে রেশমের কয়েকটি কলও আছে ; যেমন— পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মহীশূরের ব্যাঙ্গালোর, কাশ্মীরের শ্রীনগর আর মহারাষ্ট্রের বোম্বাই সহর প্রভৃতি।

কাশ্মীর হইতে দার্জিলিং অবধি সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে কুটীর-শিল্প হিসাবে পশমের কাজ হয়। কাশ্মীরের শাল ও গালিচা বিশেষ বিখ্যাত। শ্রীনগর, আগ্রা, মির্জাপুর, বিকানীর ও ব্যাঙ্গালোর

পশমী জিনিস তৈয়ারীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। তবে ঐরূপ জিনিস তৈয়ারীর কলও কয়েকটি সহরে আছে; যেমন—উত্তর প্রদেশের কানপুর আর পাঞ্জাবের লুধিয়ানা সহর প্রভৃতি।

চর্ম শিল্প—পূর্বকালে নানারকম চামড়ার জিনিস কুটীর-শিল্প হিসাবেই প্রস্তুত হইত। বর্তমান সময়ে উত্তর প্রদেশের কানপুর, পশ্চিমবঙ্গের বাটানগর প্রভৃতি কেন্দ্রে বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কারখানাতে প্রচুর পরিমাণে জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প—অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপটনমে (ভিজাগাপট্টম্) জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র অবস্থিত।

রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের মিহিজামের নিকট চিত্তরঞ্জনে রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র অবস্থিত।

কাগজ শিল্প—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে কাগজের মণ্ড ও কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্র অবস্থিত।

রাসায়নিক শিল্প—পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহু শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি এই শিল্পের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

বিবিধ শিল্প—উপরিলিখিত বিভিন্ন প্রকার শিল্প ভিন্ন ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে আরও বহু শিল্প অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের কাচ শিল্প, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের দিয়াশলাই শিল্প, উত্তর প্রদেশের তৈল শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য

ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশের মধ্য বহু জিনিস আমদানী রপ্তানী হয়। এ প্রকার বাণিজ্যকে অন্তর্বাণিজ্য বলা হয়। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, বিহারের কয়লা, উত্তর প্রদেশের গম, ডাল, ইক্ষু, চিনি, মহারাষ্ট্রের কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র, মান্দ্রাজের চীনাবাদাম, কার্পাস, শঙ্খ প্রভৃতি এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আমদানী রপ্তানী হয়।

এই দেশের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে বাণিজ্য সম্পন্ন হয় তাহাকে **বহির্বাণিজ্য** বলা হয়। এই দেশ হইতে পাটজাত দ্রব্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয় (মোট রপ্তানীর প্রায় $\frac{২}{৫}$ অংশ)। অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে চা, কার্পাস দ্রব্য, মশলা, চর্ম দ্রব্য, বিবিধ তৈল, কার্পাস, খনিজ দ্রব্য, তামাক প্রভৃতি প্রধান। অপর দিকে এই দেশের আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, কার্পাস, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি প্রধান। আমদানীর পরিমাণ কয়েক বৎসর যাবৎ রপ্তানীর তুলনায় অধিক।

এই সকল আমদানী-রপ্তানী প্রধানতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত সম্পন্ন হয়। নানা কারণে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য সম্পর্ক ভাল নহে।

যানবাহন ব্যবস্থা

ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত এবং বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ এবং স্থলপথ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পথের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

রেলপথ—এই দেশের প্রধান নগর ও বন্দরসমূহ রেলপথদ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত। দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। সে কারণে রেলপথসমূহের দৈর্ঘ্য দেশের আয়তনের তুলনায় বেশী নহে। বর্তমান সময়ে এই দেশের রেলপথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য
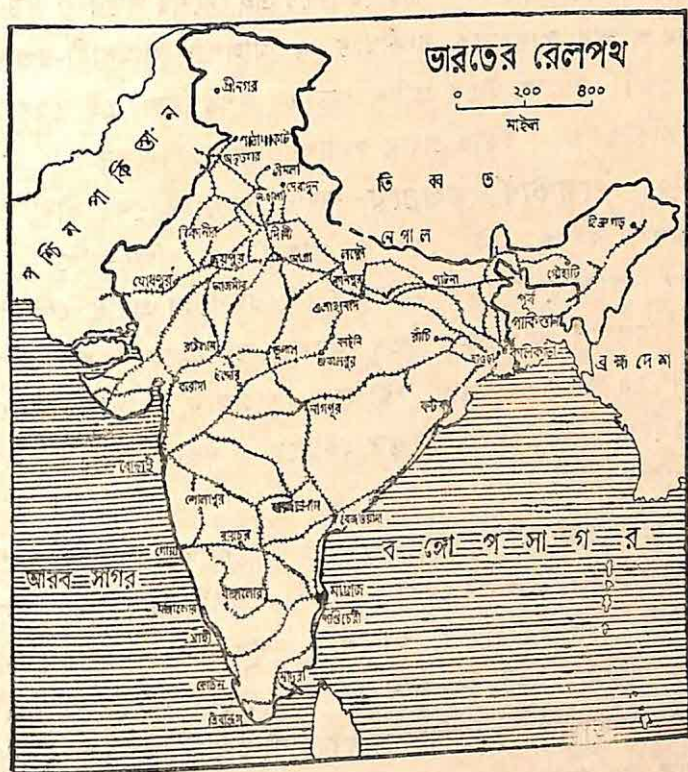
৩৪,০০০ মাইল। এই সকল রেলপথ পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ, আসাম রেলপথ, বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ, বোম্বে বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলপথ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। কাজের সুবিধার

উদ্দেশ্যে এই সকল রেলপথকে কিছুদিন যাবৎ আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—

(১) *নর্দার্ণ রেলওয়ে*—এই রেলপথ কানপুর হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। দিল্লী, অমৃতসর, ফাজিলকা প্রভৃতি এই রেলওয়ের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে এই দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের স্থানসমূহে যাতায়াত ও মালপত্র আমদানী-রপ্তানী করা হয়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতির উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত।

(২) *ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে*—নর্দার্ণ রেলওয়ের শেষ সীমাস্থিত ফাজিলকা হইতে এই রেলপথ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। আজমীঢ়, পোরবন্দর প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে ভারতের পশ্চিম অংশের স্থানসমূহে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী করা হয়। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত।

(৩) *সেণ্ট্রাল রেলওয়ে*—নর্দার্ণ রেলওয়ের মধ্য অংশে অবস্থিত দিল্লী হইতে এই রেলপথ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য অংশে বিস্তৃত। বোম্বাই, রায়চুর, কাটনি, নাগপুর প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে আমাদের দেশের মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী করা হয়। মধ্য-প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত।

(৪) *নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে*—নর্দার্ণ রেলওয়ের পূর্ব সীমাস্থিত কানপুর হইতে এই রেলপথ পূর্বদিকে বিস্তৃত। কাটিহার, বারাণসী

প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর-পূর্ব অংশের স্থানসমূহে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী হয়। উত্তর প্রদেশ, বিহারের উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুরে অবস্থিত।

(৫) *নর্থ-ইস্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রেলওয়ে*—নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ের পূর্ব সীমা হইতে এই রেলপথ পূর্বদিকে বিস্তৃত। শিলিগুড়ি, গৌহাটি প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশ ও আসামের বিভিন্নস্থানে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী করা হয়। ইহার প্রধান কার্যালয় আসামের পাণ্ডুতে অবস্থিত।

(৬) *সাউথ-ইস্টার্ণ রেলওয়ে*—নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ের পাটনা এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ের কাটনি ও নাগপুর হইতে এই রেলপথ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। ভূশোয়াল, বিশাখাপটনম বা ভিজাগাপট্টম, বিজয়ওয়াদা প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও মালপত্র সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।

(৭) *ইস্টার্ণ রেলওয়ে*—নর্থ-ইস্টার্ণ রেলওয়ের এলাহাবাদ হইতে এই রেলপথ পূর্বদিকে বিস্তৃত। পাটনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে ভারতের পূর্ব অংশে যাতায়াত ও মালপত্র সরবরাহের সুবিধা হইয়াছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত। ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতা।

(৮) ***সাদার্ণ রেলওয়ে***—সাউথ-ইস্টার্ণ রেলওয়ের শেষ সীমাস্থিত বিজয়ওয়াদা হইতে এই রেলপথ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। পুণা, ত্রিবেন্দ্রাম, বাঙ্গালোর প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান স্টেশন। এই রেলপথে ভারতের দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী হয়। মান্দ্রাজ, মহীশূর, কেরালা প্রভৃতির উপর দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্যালয় মান্দ্রাজে অবস্থিত।

জলপথ—রেলপথে জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানী ও যাতায়াত সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা হয়, কিন্তু জলপথে তাহা সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। আমাদের এই দেশে ২৫,০০০ মাইল জলপথ আছে। ভারতীয় ইউনিয়নের জলপথসমূহের মধ্যে গঙ্গা নদী সর্বপ্রধান। এই নদীর মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ) পর্যন্ত নৌকা যাতায়াত করে। পদ্মা (গঙ্গা) ও ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) নিম্ন দিকে কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫০-৩০০ মাইল পর্যন্ত স্টীমারও যাতায়াত করে। অবশ্য এই উভয় নদীর নিম্ন দিকের কতক অংশ পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ঐ সকল অংশে যাতায়াতের সুবিধা খুব বেশী। দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহে যাতায়াতের সুযোগ নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বাকিংহাম ক্যানেল, উড়িষ্যার কোস্ট ক্যানেল প্রভৃতি তথায় যাতায়াতের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর খাল, ইস্টার্ণ ক্যানেল ও হিজলী ক্যানেলের মধ্য দিয়া যাতায়াত সম্ভবপর। উত্তর প্রদেশেও গ্যাঞ্জেস ক্যানেলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা হয়। দেশের মধ্যভাগে এরূপ যাতায়াতের ব্যবস্থা ভিন্ন আরবসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া এই দেশের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত এবং বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

স্থলপথ—ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে যাতায়াতের জন্য প্রায় তিন লক্ষ মাইল স্থলপথ আছে। এই সকল পথের মধ্যে খুব সামান্যই বাঁধান। অবশিষ্ট পথগুলি কাঁচা। বাঁধান পথগুলি বৃহৎ সহর ও বন্দরসমূহের নিকটবর্তী অংশে সীমাবদ্ধ। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, দিল্লী ও নাগপুর—এই পাঁচটি বৃহৎ নগরকে যুক্ত করিবার জন্য **ন্যাশন্যাল হাইওয়েজ** তৈয়ারী হইতেছে। কাঁচা এবং সরু পথগুলি এই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে এবং যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা করিয়াছে। অধিকাংশ স্থানে বিভিন্ন স্থলপথ আসিয়া রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দেশের প্রধান স্থলপথের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের স্থান সর্বপ্রথম। এই পথে কলিকাতা হইতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া দিল্লী হইয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা আছে। গ্রেট ডেকান রোড এই দেশের অপর একটি প্রধান স্থলপথ। এই পথে উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর হইতে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাস্থিত কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত যাতায়াতের সুযোগ আছে।

বিমানপথ—আধুনিক কালে বিমানপথে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে যাতায়াত সম্ভবপর। তবে ইহাতে ব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতীয় ইউনিয়নে বর্তমান সময়ে প্রায় ৩০,০০০ মাইল বিমানপথ আছে। এই দেশের বিমানপোতসমূহ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশনের (I.A.C.) অধীনে ভারতের কয়েকটি বৃহৎ সহর ও বন্দরের মধ্যে প্রতিদিন বা কয়েকদিন অন্তর নির্দিষ্ট সময় মত যাতায়াত করে। আবার প্রয়োজন হইলে বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করিয়াও যাতায়াত সম্ভবপর। এদেশের বিমানপোত বর্তমানে বিদেশেও যাতায়াত করে। অপর দিকে 'প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ', 'ব্রিটিশ ওভারসীজ

এয়ারওয়েজ করপোরেশন', 'ডাচ্ এয়ারওয়েজ', 'এয়ার ফ্রান্স' প্রভৃতি বিদেশীয় কোম্পানীর বিমানপোতসমূহও এই দেশের কয়েকটি প্রধান সহর ও বন্দরের উপর দিয়া বিদেশে যাতায়াত করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই দেশে বিমানপথের যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে আরও বেশী উন্নতি হইবে বলিয়া আশা হয়।

লোকবসতি

ভারতীয় ইউনিয়নে ১৯৬১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী প্রায় ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক বাস করে। এই দেশের আয়তনের সহিত এই বিরাট লোকসংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যায় যে গড়ে প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৫০ জন বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই দেশের উত্তরদিকের সমভূমিতে প্রতি বর্গ-মাইলে গড়ে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক লোক বাস করে। অপর দিকে দক্ষিণদিকের মালভূমি এবং রাজপুতানার মরুভূমিতে লোকসংখ্যা অনেক কম।

এই দেশের শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক কৃষিকার্য করে। সুতরাং এই দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। স্বভাবতঃ যে সকল স্থানে কৃষিকার্যের সুবিধা বেশী সে সকল স্থানেই অধিকাংশ লোক বাস করে। এই দেশের লোকেরা প্রাচীন প্রণালীতে কৃষিকার্য করে এবং কৃষির অবস্থাও ভাল নহে। সে কারণে ইহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। ভবিষ্যতে কৃষির উন্নতি হইলে এবং অধিক জমি কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া গেলে ইহাদের সুবিধা হইবে।

এই দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রসার একান্ত দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার উপযুক্ত বিস্তার সম্ভবপর হইবে না, কারণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ছেলেমেয়েরাও তাহাদের পিতামাতাকে কৃষিকার্যে সাহায্য করে। তাহা ভিন্ন অর্থাভাবও শিক্ষার একটি প্রধান বাধা।

গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসী সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে কৃষিকার্যের প্রসার, শিল্পের বিস্তার এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির উপর দেশের মঙ্গল বিশেষভাবে নির্ভর করে।

ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় বিবরণ

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় ইউনিয়ন ইংরেজের নিকট হইতে তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়। অবশ্য ঐ দিনই ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগ ভারতীয় ইউনিয়ন, অপর ভাগ পাকিস্তান। ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যে অংশে মুসলমানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক ঐ দুই অংশ লইয়া এক নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। তাহার নাম পাকিস্তান। এই দেশের অবশিষ্ট সমুদয় অংশ লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত।

এই দেশ প্রথমে একটি ডোমিনিয়ন ছিল। তারপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই দেশের বিভিন্ন অংশ এক-একটি রাজ্য। ইহাদিগকে আর পূর্বের মত প্রদেশ বলা হয় না। এই সকল রাজ্য "ক", "খ" ও "গ" এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; ১৯৫৬ সনের ১লা নবেম্বর ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে নিম্নলিখিত ১৪টি গভর্ণর-শাসিত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। তাহার পর আরও কয়েকটি অংশ কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হইয়াছে এবং দুইটি নূতন প্রদেশও গভর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

গভর্ণর-শাসিত রাজ্য

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
আসাম	শিলং	মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা	পাঞ্জাব	চণ্ডীগড়
বিহার	পাটনা	মহারাষ্ট্র	বোম্বাই
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর	মান্দ্রাজ	মান্দ্রাজ
উত্তরপ্রদেশ	লক্ষ্ণৌ	অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দরাবাদ
রাজস্থান	জয়পুর	মহীশূর	ব্যাঙ্গালোর
জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর	কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্
গুজরাট	আহমদাবাদ	নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
দিল্লী	দিল্লী	মণিপুর	ইম্ফল
লাক্ষা ও আমিনি দ্বীপপুঞ্জ	কোজিকোদ	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ (নেফা)	ইয়াবনি	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্টব্লেয়ার
গোয়া, দমন, দিউ	গোয়া	ত্রিপুরা	আগরতলা

প্রধান রাজনৈতিক বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ

ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের একটি প্রধান রাজ্য। ইহার বিষয় পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বদিকে ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার অধিকাংশ স্থান অনুচ্চ পাহাড় ও মালভূমিতে পূর্ণ। এই রাজ্যের জলবায়ু অনেক পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায়। এখানে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। এখানে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন অবস্থিত। বাঁশ ও বেতের ঘন ঝোপ ভিন্ন শাল, গরাণ প্রভৃতি গাছ এখানকার বনে অধিক দেখা যায়। এখানকার সমভূমিতে ধান, পাট, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের রাজধানী আগরতলা। কৈলাসহর, বিলনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থান উল্লেখযোগ্য।

আসাম

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বদিকে ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তর সীমান্তে হিমালয় পর্বত বিস্তৃত। তাহার পূর্ব সীমা হইতে এই রাজ্যের পূর্ব অংশ দিয়া পাটকোই, নাগা, লুসাই প্রভৃতি পাহাড় দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এই রাজ্যের মধ্য অংশে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং আসামের উত্তর সীমার হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণদিকের কতক অংশ ও মধ্যভাগের মালভূমির দক্ষিণ অংশ নিম্নভূমি। উত্তরদিকের নিম্নভূমির মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে। উহাকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলা হয়। আর দক্ষিণদিকের নিম্নভূমির মধ্য দিয়া সুর্মানদী প্রবাহিত হইয়াছে। উহাকে সুর্মা উপত্যকা বলে। সুর্মা উপত্যকার কতক অংশ দক্ষিণদিকে শ্রীহট্ট জেলাতে অবস্থিত। তাহা পাকিস্তানের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা আসামে প্রবেশ করিয়া এখানকার পর্বতসমূহে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তখন এখানে

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়। এখানকার পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মৌসুমী বায়ু পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। এই রাজ্যের পাহাড়ের ঢালে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চা উৎপন্ন হয়। এখানকার সমভূমি ও নদীসমূহের উপত্যকাতে প্রচুর ধান, পাট, ইক্ষু, ডাল প্রভৃতি জন্মে। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশে ডিগবয়ের খনিতে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়।

শিলং—আসামের রাজধানী এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। গৌহাটি—এখানকার সর্বপ্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, শিবসাগর প্রভৃতি এখানকার কয়েকটি বৃহৎ সহর। চেরাপুঞ্জি—খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সম্প্রতি শিলং সহরের নিকট মোসিনরামে আরও অধিক বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিহার

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকে বিহার অবস্থিত। এই রাজ্যেরও উত্তর-দিকে হিমালয় পর্বত। তাহার দক্ষিণদিকে সমভূমি অবস্থিত। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের দক্ষিণে ছোটনাগপুর মালভূমি অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টি হয়, তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা কম। এখানে সমভূমি অংশে প্রচুর গম, ইক্ষু, ধান, ডাল, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের দক্ষিণদিকের মালভূমিতে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা ও অভ্র পাওয়া যায়। এখানে কিছু লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই রাজ্যের

দক্ষিণদিকে উড়িষ্যাতে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। এরূপ সুবিধার জন্য এই রাজ্যের দক্ষিণ অংশে জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর মালভূমিতে প্রচুর লাক্ষা পাওয়া যায়।

পাটনা—এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান সহর। **জামসেদপুর**—ছোটনাগপুরে অবস্থিত। ইহা লৌহশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। **রাঁচি**—ছোটনাগপুরে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। **হাজারিবাগ**—মালভূমিতে অবস্থিত একটি বৃহৎ সহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। **মুঙ্গের ও ভাগলপুর**—উত্তরদিকের সমভূমিতে অবস্থিত। দুইটিই বৃহৎ সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **গয়া**—হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ইহার অল্প দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। তাহা বৌদ্ধগণের একটি তীর্থক্ষেত্র। **দ্বারভাঙ্গা**—এখানকার আম ও লিচু বিখ্যাত। **সিন্ধ্রি**—এখানে প্রচুর সার তৈয়ারী হয়।

উড়িষ্যা

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ও বিহারের দক্ষিণদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। উড়িষ্যার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সমভূমি অবস্থিত। তাহা পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমভূমির উত্তর ও পশ্চিমদিকে মালভূমি বিস্তৃত। ইহা বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির অংশস্বরূপ। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কয়েকটি উচ্চ পর্বত আছে। তাহা পূর্বঘাট পর্বতমালার উত্তর অংশ। মধ্য-ভারতের মালভূমি হইতে

উৎপন্ন হইয়া মহানদী এই রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখানকার মালভূমিতে বন আছে। সমভূমিতে ধান, পাট, আখ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উপকূলের কতক স্থানে বন আছে। এখানকার খনিজসমূহে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ এবং প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার নূতন রাজধানী এবং হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। কটক—উড়িষ্যার সর্বপ্রধান সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পুরী—হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ময়ূরভঞ্জ—প্রাচীন সহর। বালেশ্বর, সম্বলপুর প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য সহর।

উত্তর প্রদেশ

বিহারের পশ্চিমদিকে উত্তর প্রদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তর দিকের কতক অংশ উচ্চভূমি। তথায় হিমালয়ের কতকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ অবস্থিত। তাহাদের মধ্যে নন্দাদেবী, বদরীনাথ শৃঙ্গ উল্লেখযোগ্য। আবার এই রাজ্যের দক্ষিণ অংশেও কতক উচ্চভূমি আছে। তাহা মধ্যভারতের মালভূমি অংশ। এই রাজ্যের মধ্যভাগের অবশিষ্ট অংশ সমভূমি। গঙ্গা এখানকার সর্বপ্রধান নদী। উহা এই রাজ্যের পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার উপনদীসমূহের মধ্যে যমুনা, গোমতী, রামগঙ্গা, চম্বল প্রভৃতি এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু

দ্বারা এই রাজ্যের কতক অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমদিকের অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া সেখানে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই রাজ্যে গম, ইক্ষু, কার্পাস, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশ নানা প্রকার শিল্পের জন্যও প্রসিদ্ধ। কার্পাস, কম্বল, কাচ, তৈল প্রভৃতি এখানকার বিভিন্ন কলকারখানাতে তৈয়ারী হয়।

লক্ষ্ণৌ—উত্তর প্রদেশের রাজধানী। **এলাহাবাদ**—রেলপথের কেন্দ্র এবং পূর্বতন রাজধানী। ইহার নিকট প্রয়াগ অবস্থিত। কাণপুর—কার্পাস, তৈল, চিনি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কেন্দ্র এবং সর্বপ্রধান সহর। কাশী—হিন্দুদিগের তীর্থক্ষেত্র এবং শিল্পকেন্দ্র। আগ্রা—এখানে তাজমহল অবস্থিত। মীর্জাপুর—শিল্পকেন্দ্র। মীরাট, বেরিলি, আলীগড়—উল্লেখযোগ্য সহর। নৈনিতাল—স্বাস্থ্যকর স্থান। দেরাডুন—স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে সামরিক বিদ্যালয় অবস্থিত।

দিল্লী

উত্তর প্রদেশের পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র দিল্লী রাজ্য অবস্থিত। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কারণ, এখানেই ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানী অবস্থিত। দিল্লীর দুইটি অংশ আছে। একটিকে প্রাচীন দিল্লী বলে এবং অপরটিকে নূতন দিল্লী বলা হয়। প্রাচীন দিল্লীতে বহু প্রাচীন কীর্তি বর্তমান। তাহাদের মধ্যে দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম,

জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি বিখ্যাত। আবার উহারই পাশে নূতন দিল্লীতে
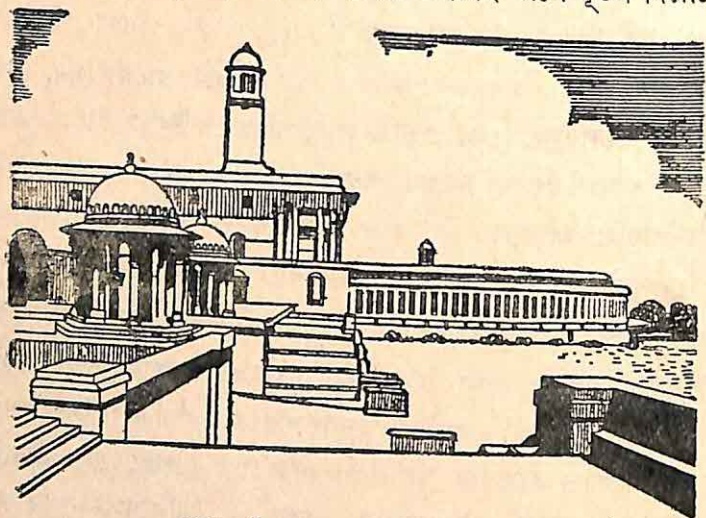
পার্লামেণ্ট-ভবন ও নিকটবর্তী অঞ্চল

ভারতের নূতন রাজধানী অবস্থিত। নূতন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্টের বাসভবন, পার্লামেণ্ট-ভবন প্রভৃতি অবস্থিত।

পাঞ্জাব

উত্তর প্রদেশের পশ্চিমদিকে পাঞ্জাব অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরদিকের কতক অংশ উচ্চভূমি এবং অবশিষ্ট অংশ সমভূমি। উত্তর-দিকের উচ্চভূমি হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তথায় বিস্তৃত বন অবস্থিত। এই রাজ্যের উপর দিয়া **শতদ্রু, বিপাশা** ও **ইরাবতী** নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারা পরে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়া **সিন্ধু নদের** সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে বৎসরের কোন সময়েই বৃষ্টি বেশী হয় না। সেজন্য জলসেচের ব্যবস্থা ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভবপর নহে। প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাবের মত জলসেচের সুব্যবস্থা খুব কম জায়গাতেই

দেখা যায়। জলসেচের ফলে এখানে প্রচুর গম, কার্পাস, ইক্ষু, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানে চর্ম, পশম প্রভৃতি শিল্পও খুব উন্নত।

চণ্ডীগড়—রাজধানী ; ইহা একটি নূতন সহর। **অমৃতসর**—এখানে শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির অবস্থিত। **জলন্ধর ও লুধিয়ানা**—এখানকার উল্লেখযোগ্য নগর। **কসৌলি**—স্বাস্থ্যকর স্থান।

হিমাচল প্রদেশ

পাঞ্জাবের পূর্বদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। হিমালয়ের পার্বত্য অংশের কতকগুলি দেশীয় রাজ্য লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এই রাজ্যের অধিকাংশই উচ্চভূমি এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তথাকার উপত্যকা অংশে এবং দক্ষিণদিকে কতক সমভূমি অবস্থিত। সিন্ধুনদের উপনদী শতদ্রু ও বিপাশা এই রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে পার্বত্য অঞ্চলে বন অবস্থিত। উপত্যকাতে ও সমভূমি অংশে গম, যব প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সিমলা—এই রাজ্যের রাজধানী। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে ইহা সুপরিচিত। **চম্বা,** মাণ্ডি এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থান।

জম্মু ও কাশ্মীর

এই রাজ্য ভারতের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখানে হিমালয় পর্বতমালা বিরাজমান। তাহার উত্তর দিকে সুউচ্চ 'কারাকোরাম' পর্বত এবং তাহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'গডউইন অস্টিন' অবস্থিত। উহাই পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই সকল পর্বতমালার মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর উপত্যকা আছে। তাহাদের মধ্য দিয়া সিন্ধু ও বিতস্তা

নদী প্রবাহিত হইয়াছে। বিতস্তা-উপত্যকা সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরের জলবায়ু অতি চমৎকার। তখন বহু ভ্রমণকারী তথায় বেড়াইতে যায়। কাশ্মীরে বহু সুন্দর সুন্দর বন, ফুলের বাগান
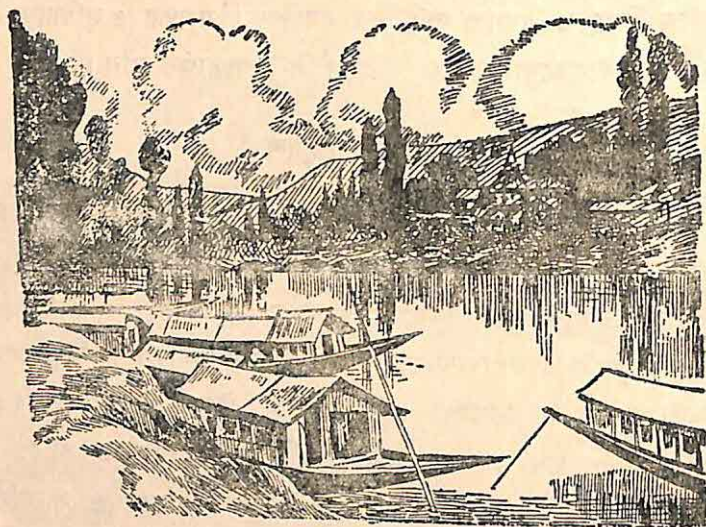
কাশ্মীর

প্রভৃতি অবস্থিত। এখানকার উপত্যকাতে নানাপ্রকার ফল, ধান, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। **শ্রীনগর**—এই রাজ্যের রাজধানী। জম্মু—এই রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী।

রাজস্থান

পাঞ্জাবের দক্ষিণদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। রাজপুতানার জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর প্রভৃতি পূর্বতন দেশীয় রাজ্য লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এখানকার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আরাবল্লী পর্বত এবং মাঝে

মাঝে ছোট ছোট পাহাড় অবস্থিত। এখানে কোন সময়েই অধিক
বৃষ্টি হয় না, এবং শীত-গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য খুব বেশী। এখানে
থর মরুভূমির কতক অংশ অবস্থিত। এই রাজ্যের কতক অংশে
তৃণভূমি আছে এবং কতক অংশে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি
উৎপন্ন হয়। এখানকার বহু স্থান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। **জয়পুর**—
রাজস্থানের রাজধানী। **উদয়পুর**, **যোধপুর** প্রভৃতি এখানকার
বৃহৎ নগর। **চিতোর**, **হলদিঘাট** প্রভৃতি স্থানের স্মৃতি ভারতের
ইতিহাসের সহিত বিজড়িত।

মধ্যপ্রদেশ

রাজস্থানের দক্ষিণপূর্ব দিকে মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত। এখানে
বিন্ধ্যপর্বত, সাতপুরা ও মহাদেও পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এখানকার
অধিকাংশ স্থান মালভূমি। এই রাজ্যের উপর দিয়া মহানদী ও
গোদাবরী নদী তাহাদের শাখা-প্রশাখা লইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত
হইয়াছে এবং তাপ্তী ও নর্মদা নদী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।
এখানে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার
কতক অংশে কৃষ্ণমৃত্তিকা বর্তমান। এই রাজ্যে কার্পাস, তৈলবীজ,
ধান প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে কতকগুলি
কাপড়ের কলও আছে।

ভূপাল—এই রাজ্যের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান সহর।
জব্বলপুর—এখানকার একটি প্রধান সহর। ইহার নিকট
জলপ্রপাত আছে। **রায়পুর**, **ওয়ার্ধা**, **গোয়ালিয়র**, **ইন্দোর** ও
অমরাবতী—এখানকার উল্লেখযোগ্য সহর।

মহারাষ্ট্র

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণদিকে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশে মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে বিস্তৃত ও পশ্চিমভাগে সঙ্কীর্ণ সমভূমি অবস্থিত এবং অবশিষ্ট অংশ মালভূমি। মালভূমির পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া নাসিকের নিকট থলঘাট গিরিপথ অবস্থিত। উহার মধ্য দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীতে পুণার নিকট আর একটি গিরিপথ আছে। তাহার নাম ভোরঘাট। তাহা অধিকতর উচ্চ। তাহার মধ্য দিয়া কোন রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। এই রাজ্যের উত্তর অংশ দিয়া **নর্মদা** ও **তাপ্তী** নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। এখানকার পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **গোদাবরী, কৃষ্ণা** প্রভৃতি নদী পূর্বদিকের মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের পশ্চিমদিকের সমভূমিতে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ঢালে গ্রীষ্মকালের মৌসুমী বায়ু দ্বারা খুব বেশী বৃষ্টি হয়। পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে মালভূমি অংশে অনেক কম পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এই রাজ্যের উত্তরদিকের সমভূমি অংশে কার্পাস, গম, মধ্যভাগের মালভূমিতে জোয়ার-বাজরা, পশ্চিমদিকের সমভূমিতে ধান, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার কার্পাস শিল্প ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত।

বোম্বাই—এই রাজ্যের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান সহর। ইহা কার্পাসশিল্পের কেন্দ্র এবং ভারতের একটি প্রধান বন্দর। **নাগপুর**—একটি বৃহৎ সহর। এখানে অনেক কাপড়ের কল আছে। **শোলাপুর, বেলগাঁও**—এই রাজ্যের বৃহৎ নগর। **মহাবালেশ্বর**—স্বাস্থ্যকর স্থান।

পুণা—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। অজন্তা—এখানে পর্বতগুহাতে পাথরের গায়ে বহু সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে।

গুজরাট

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। ইহার বেশীর ভাগ সমভূমি এবং কতক অংশ নিম্নভূমি (কচ্ছের রণ)। নর্মদা ও তাপ্তী নদী এই রাজ্যের কতক অংশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের পশ্চিম অংশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং উত্তর অংশের জলবায়ু চরম প্রকৃতির। এখানে প্রচুর গম, কার্পাস, ধান, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

আহমদাবাদ—এই রাজ্যের সাময়িক রাজধানী। ইহা ভারতের কার্পাস শিল্পের অপর প্রধান কেন্দ্র। বরোদা—এই রাজ্যের দ্বিতীয় নগর। কান্দলা, ওখা—বৃহৎ বন্দর। সুরাট—প্রাচীন বন্দর।

মহীশূর

বোম্বাইর দক্ষিণদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। ইহা একটি মালভূমি। তবে পশ্চিম উপকূলে কতক সমভূমি আছে। এখানে পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট এবং নীলগিরি পর্বত অবস্থিত। এখানকার দক্ষিণ অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। এই রাজ্যের উপর দিয়া কৃষ্ণা, কাবেরী ও পেন্নার নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে পর্বত অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার পাহাড়ের গায়ে চা, কফি প্রভৃতি জন্মে। এই রাষ্ট্রের উপত্যকা অংশে ইক্ষু, ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনে সেগুন, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মে। এই রাজ্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ব্যাঙ্গালোর—এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। মহীশূর—প্রাচীন রাজধানী। শ্রীরঙ্গপত্তন—এখানকার ইতিহাস-

প্রসিদ্ধ স্থান। কোলার—এখানে স্বর্ণখনি অবস্থিত। ম্যাঙ্গালোর বৃহৎ বন্দর।

মান্দ্রাজ

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব অংশে মান্দ্রাজ অবস্থিত। এই রাজ্যের পূর্ব-দিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমভূমি বিস্তৃত। এই রাজ্যের অবশিষ্ট সমুদয় অংশ মালভূমি। মালভূমির পূর্বসীমাতে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। অবশ্য তাহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। এই রাজ্যের উপর দিয়া **কাবেরী** ও **দক্ষিণ পেন্নার** নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই রাজ্যে উপকূল অংশে গ্রীষ্মকালে কম এবং হেমন্ত ও শীতকালে অধিক বৃষ্টি হয়। মধ্যভাগের মালভূমি অংশে বৃষ্টিপাত কম হয়। এখানকার উপকূল অংশে ধান, ইক্ষু, কার্পাস, মসলা, এবং মধ্যভাগে রাগি, বাজরা, চীনাবাদাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্য নানাপ্রকার শিল্পেও উন্নত।

মান্দ্রাজ—এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর। ইহা ভারতের একটি প্রধান বন্দর। তিরুচিরাপল্লী বা ত্রিচিনপল্লী—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। তাঞ্জোর—বৃহৎ সহর। উৎকামণ্ড— স্বাস্থ্যকর স্থান।

অন্ধ্র প্রদেশ

মহীশূরের পূর্বদিকে এই রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিম অংশ মালভূমি। তাহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। তাহার পূর্বে উপকূলের সমভূমি। এই রাজ্যের উপর দিয়া **গোদাবরী** ও **কৃষ্ণা** নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। কেবল দক্ষিণ অংশে

হেমন্ত ও শীতকালে কিছু বৃষ্টি হয়। ধান ও চীনাবাদাম এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইক্ষু, তামাক, কার্পাস প্রভৃতিও এখানে জন্মে। এই রাজ্যে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্র পাওয়া যায়। এখানকার শিল্পের মধ্যেঃকার্পাস উন্নত। এখানকার লোকসংখ্যা ২½ কোটি।

হায়দরাবাদ—এই রাজ্যের রাজধানী। **বিশাখাপটনম্** বা **ভিজাগাপট্টম**—এই রাজ্যের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সর্বপ্রধান বন্দর। এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা অবস্থিত। **ওয়ালটেয়ার**—স্বাস্থ্যকর স্থান।

কেরালা

ভারতীয় ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশে পশ্চিম উপকূলে এই রাজ্য অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ স্থান সমভূমি। ইহার পূর্বদিকে কতক স্থান উচ্চভূমি। এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং ধান, নারিকেল, রবার, মসলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের রাজধানী **ত্রিবান্দ্রম্**। **কোচিন, কুইলন** —বৃহৎ বন্দর।

নাগা রাজ্য

আসামের উত্তরপূর্ব অংশের কতক স্থান লইয়া ১৯৬৩ সনে এই রাজ্যটি গঠিত হইয়াছে। আসামের গভর্ণর এই রাজ্যেরও গভর্ণর। এখানে বিস্তীর্ণ বন আছে। এখানকার রাজধানী কোহিমা।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানকার মধ্যভাগ উচ্চভূমি। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই স্থান বনে পরিপূর্ণ। এখানকার স্থানে স্থানে ধান, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পোর্ট ব্লেয়ার—এই রাজ্যখণ্ডের রাজধানী।

অনুশীলনী

১। ভারতীয় ইউনিয়নের ভূ-প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান নদীসমূহের গতি বর্ণনা কর।

৩। এই দেশের গ্রীষ্মকালের জলবায়ুর অবস্থা বর্ণনা কর।

৪। ভারতীয় ইউনিয়নে কি কি প্রধান খাদ্যশস্য জন্মে ?

৫। নিম্নলিখিত শস্যগুলি এই দেশের কোন্ কোন্ অংশে অধিক জন্মে—গম, পাট, ইক্ষু, চা ?

৬। ভারতীয় ইউনিয়নের কোন্ কোন্ অংশে কার্পাস, পাট ও লৌহ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ?

৭। এই দেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কি কি ?

৮। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এই দেশের কোন্ অংশে বিস্তৃত ?

৯। ভারতীয় ইউনিয়নের গভর্ণর-শাসিত রাজ্যসমূহের নাম লিখ।

১০। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত বল :—

পাটনা, ভুবনেশ্বর, জামসেদপুর, রায়পুর, সিমলা, বিশাখাপটনম্ (ভিজাগাপট্টম), মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম্, কোচিন, জয়পুর।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূগোলক (*পৃথিবী পরিচয়*)

সাধারণ বিবরণ

আমাদের পৃথিবী ছয়টি মহাদেশ ও পাঁচটি মহাসাগর লইয়া গঠিত। মহাদেশগুলি অন্যান্য স্থলভাগের (দ্বীপসমূহ ও মেরুর নিকটবর্তী স্থলভাগ-সহ) আয়তন ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। অপরদিকে মহাসাগরসমূহ এবং অন্যান্য জলভাগের (সাগর, উপসাগর প্রভৃতি সহ) আয়তন ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় ৩

উত্তর মহাসাগর
গ্রীণল্যাণ্ড
আলাস্কা
কানাডা
যুক্তরাষ্ট্র
নিউইয়র্ক
প্রশান্ত
হাওয়াই দ্বীঃ পুঃ
মহাসাগর
আইসল্যাণ্ড
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ
আটলাণ্টিক মহাসাগর
ব্রাজিল
দক্ষিণ আমেরিকা
দক্ষিণ মহাসাগর
উরোপ
মস্কো
সাইবেরিয়া
এশিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
কায়রো
মিশর
সাহারা
আরব
আফ্রিকা
মাদাগাস্কার
উত্তমাশা অঃ
দিল্লী
ভারত
ভারত মহাসাগর
সুমাত্রা
জাভা
পিকিং
চীন
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
ফিলিপাইন দ্বীঃ পুঃ
নিউগিনি
অষ্ট্রেলিয়া
নিউ জিল্যাণ্ড

পৃথিবীর মানচিত্র

অংশ। আয়তন অনুসারে মহাদেশসমূহের মধ্যে এশিয়া সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, আফ্রিকা দ্বিতীয়, উত্তর আমেরিকা তৃতীয়, দক্ষিণ আমেরিকা চতুর্থ, ইউরোপ পঞ্চম এবং অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ স্থানীয়। অপর দিকে মহাসাগরসমূহের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, আটলান্টিক মহাসাগর দ্বিতীয় ও ভারত মহাসাগর তৃতীয় স্থানীয়। সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর এবং কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন প্রায় সমান। ইহাদের প্রত্যেকের আয়তন ভারত মহাসাগরের আয়তন অপেক্ষা ছোট। উপরিলিখিত মহাদেশ-সমূহ ভিন্ন কুমেরুর নিকট একটি স্থলভাগ আছে। কিন্তু অত্যন্ত শীতের জন্য তথায় কোন প্রকার প্রাণী বাস করিতে পারে না। অতএব ঐ স্থলভাগের আয়তন ইউরোপ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও তাহাকে মহাদেশ বলা হয় না। তাহার নাম 'এণ্টার্কটিকা'। প্রশান্ত মহাসাগর কেবলমাত্র বৃহত্তম মহাসাগর নহে, উহা গভীরতম মহাসাগরও বটে। তথাকার কোন কোন অংশ ৩০,০০০ হাজার ফুটের অধিক গভীর।

মহাদেশসমূহের অবস্থান

এশিয়া মহাদেশের উত্তরদিকে সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর, পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণদিকে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিম-দিকে লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। ***আফ্রিকা*** মহাদেশের উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগর, পূর্বদিকে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণদিকে কুমেরু সাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর এবং পশ্চিমদিকে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত।

উত্তর আমেরিকার উত্তরদিকে সুমেরু মহাসাগর, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণদিকে মেক্সিকো উপসাগর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। ***দক্ষিণ***

আমেরিকার উত্তরদিকে আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর আমেরিকা, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণদিকে কুমেরু মহাসাগর এবং পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। ***ইউরোপ*** মহাদেশের উত্তরদিকে সুমেরু মহাসাগর, পূর্বদিকে এশিয়া, কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণদিকে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমদিকে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। ***অস্ট্রেলিয়ার*** উত্তর-পূর্বদিকে এবং পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণদিকে কুমেরু মহাসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

মহাসাগরসমূহের অবস্থান

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমদিকে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে সুমেরু মহাসাগর এবং দক্ষিণদিকে কুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। **আটলান্টিক মহাসাগরের** পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিমদিকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের মত ইহারও উত্তরদিকে সুমেরু মহাসাগর এবং দক্ষিণদিকে কুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। **ভারত মহাসাগরের** উত্তরদিকে এশিয়া, পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমদিকে আফ্রিকা অবস্থিত। প্রশান্তমহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মত ইহারও দক্ষিণদিকে কুমেরু মহাসাগর অবস্থিত। সুমেরু বা উত্তর মেরুর চারিদিকে **সুমেরু মহাসাগর** এবং কুমেরুর চারিদিকে **কুমেরু মহাসাগর** অবস্থিত।

এশিয়া

পর্বতসমূহ

এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাদেশ। সেজন্য ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায় অন্য কোন মহাদেশে

সেরূপ দেখা যায় না। এশিয়ার মধ্যভাগ সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ঐ উচ্চ-ভূমি বহু পর্বত ও মালভূমি দ্বারা গঠিত এবং এশিয়ার প্রায় ১/৩ অংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এই উচ্চভূমির দক্ষিণ অংশে **হিমালয় পর্বতশ্রেণী** পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। তথা হইতে পশ্চিমদিকে **হিন্দুকুশ** পর্বত এবং আরও পশ্চিমে **এলবার্জ** ও **জাগ্রস** পর্বত অবস্থিত। ক্রমশঃ আরও পশ্চিমদিকে **ককেশাস্** পর্বত এবং **পণ্টিক** ও **টরাস** পর্বত অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরদিকে তিব্বত মালভূমি অবস্থিত;
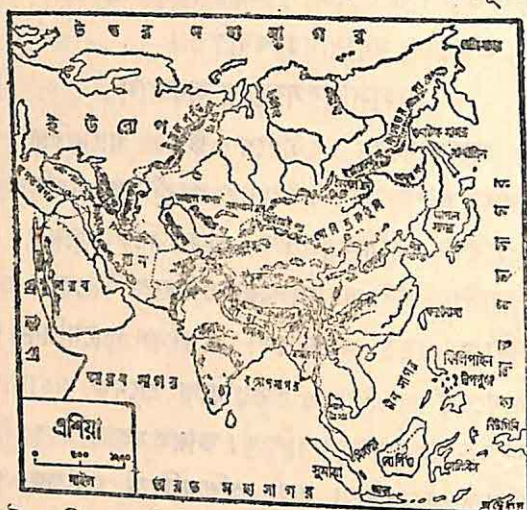
তাহার উত্তরদিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে **আলতাই**, **আণ্টিনট্যাগ**, **টিয়েনশান্** প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীও পূর্ব-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। ইহাদের উত্তর-পূর্বদিকে মঙ্গোলিয়ার মালভূমি অবস্থিত। তাহার উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে **ইয়াব্লোনয়** ও **স্ট্যানোভয়** পর্বত অবস্থিত। এশিয়ার মধ্যভাগের এই পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ সমভূমি ও নিম্ন মালভূমি অবস্থিত। এই অংশও এশিয়ার প্রায় ১/৩ অংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমির পূর্বদিকেও একটি সমভূমি অঞ্চল

অবস্থিত। মধ্য-এশিয়ার উচ্চভূমির দক্ষিণদিকেও কিছুদূর সমভূমি বিস্তৃত। ঐ সমভূমির দক্ষিণদিকে আবার কতক মালভূমি অবস্থিত। এই সকল মালভূমির মধ্যে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ-ভারতের মালভূমি প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিমদিকে আরব দেশও একটি মালভূমি। তবে তাহা বিশেষ উচ্চ নহে। এশিয়ার পশ্চিম অংশেও কতক মালভূমি আছে। হিন্দুকুশের পশ্চিমদিকে এলবার্জ ও জাগ্রস পর্বতের মধ্যে ইরান মালভূমি এবং সর্বপশ্চিমে পন্টিক ও টরাস পর্বতের মধ্যে আনাটোলিয়া মালভূমি অবস্থিত।

নদ-নদী

এশিয়া মহাদেশের প্রধান নদীগুলি মধ্যভাগের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ওবি, ইয়েনিসি ও লেনা—এই তিনটি নদী উত্তর দিকের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুমেরু মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীই দীর্ঘ এবং ইহারা বহুদূর সমভূমির উপর দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এই মহাদেশের উত্তর অংশে শীতকাল বহুদিন স্থায়ী হয় এবং তখন জল জমিয়া থাকে। বরফ গলিবার সময় নদীগুলির নিম্ন অংশে প্রবল বন্যা হয়। সে কারণে এই সকল নদী মানুষের বিশেষ উপকারে লাগে না। আমুর, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং—এই তিনটি নদী পূর্বদিকের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হোয়াংহো নদীতে মাঝে মাঝে এমন ভীষণ বন্যা হয় যে চারিদিকের বহু ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, বহু লোকের মৃত্যুও ঘটে। সে কারণে ইহাকে "চীনের দুঃখ" বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হোয়াংহো শব্দের অর্থ চীনের দুঃখ।

ইয়াংসিকিয়াং নদীটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার প্রথম অংশ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত হইলেও তাহা দ্বারা চীনের লোকদের সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য হয়। অবশ্য উহারই ঠিক দক্ষিণদিক দিয়া সিকিয়াং নামে একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে এবং তাহা দ্বারা চীনের খুবই উপকার হয়। **ক্যাণ্টন** সহর উহার মোহানায় অবস্থিত বলিয়া সিকিয়াং-এর অন্য নাম ক্যাণ্টন নদী। **গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, ইরাবতী, মেকং** প্রভৃতি বহু নদী দক্ষিণদিকের সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে পতিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে সিন্ধু আরব সাগরে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে এবং মেকং শ্যাম উপসাগরে পতিত হইয়াছে। তবে উহারা ভারত মহাসাগরেরই অংশ রূপে গণ্য। দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নদীগুলি পূর্ব বা উত্তর দিকে প্রবাহিত নদীসমূহের তুলনায় দৈর্ঘ্যে ছোট হইলেও উহারা লোকের পক্ষে অধিক উপকারী। গঙ্গার ন্যায় উপকারী নদী পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আরব ও ইরান দেশের মধ্যবর্তী ইরাকের উপর দিয়া **সাত-এল-আরব** নামে একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। উহার জন্যই ঐ দেশে ধান, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এশিয়ার পশ্চিম অংশে নদী খুব কম। ঐ দিকে **সিরদরিয়া** ও **আমুদরিয়া** নামে দুইটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া আরল সাগর নামক বৃহৎ হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই কয়েকটি প্রধান নদী ভিন্ন এশিয়ার বিভিন্ন অংশে আরও বহু ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে।

মরুভূমি

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নদ-নদী সর্বাপেক্ষা কম এবং সেখানে বৃষ্টিপাতও অত্যন্ত অল্প। কতক স্থানে বৃষ্টি প্রায় কখনও

হয় না, বা বৃষ্টি হইলেও তাহা না হওয়ারই মত। সুতরাং ঐ অংশে বহু মরুভূমি অবস্থিত। এশিয়ার সর্বপ্রধান মরুভূমি আরব এই মহাদেশের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আরবের মরুভূমি অত্যন্ত উষ্ণ। তাহার পূর্বদিকে **ইরান** এবং আফগানিস্তানেও কতক মরুভূমি আছে। কিন্তু এই সকল স্থান অনেকটা উচ্চ পর্বতময়। সেজন্য ইরান ও আফগানিস্তানের মরুভূমি সেরূপ উত্তপ্ত নহে। আফগানিস্তানের পূর্বদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের এবং ভারতের রাজপুতানার কতক অংশ লইয়া থর নামে একটি মরুভূমি আছে। এই মরুভূমি ইরান বা আফগানিস্তানের মত উচ্চ নহে। ইহাও একটি উষ্ণ মরুভূমি। হিমালয়ের উত্তর দিকে **'টাকলামাকান'** নামে একটি মরুভূমি আছে। তাহা তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই মরুভূমিও পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া অধিক উত্তপ্ত নহে। ইহার উত্তর-পূর্বদিকে অর্থাৎ চীনের উত্তরদিকে মঙ্গোলিয়াতে গোবি নামে একটি মরুভূমি আছে। উহাও উচ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া উষ্ণ নহে।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান বন্দর

ভারতীয় ইউনিয়ন—এই দেশ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

পাকিস্তান—এই দেশ দুই অংশে বিভক্ত। ইহার একভাগ পশ্চিম-পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিমদিকে এবং অন্যভাগ পূর্ব-পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্বদিকে অবস্থিত। সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী রাওলপিণ্ডি। তাহা পশ্চিম-পাকিস্তানে অবস্থিত। করাচি পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর এবং বিমানকেন্দ্র ও বন্দর। লাহোর পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রধান নগর। ঢাকা পূর্ব-

পাকিস্তানের রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। পূর্ব-পাকিস্তানে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহর। পশ্চিম-পাকিস্তানে কোয়েটা, পেশোয়ার, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), মূলতান, ডেরা গাজি খাঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান।

সিংহল—ভারতীয় ইউনিয়নের দক্ষিণ দিকে এই দ্বীপ অবস্থিত। ইহার রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর কলম্বো। ঐ দ্বীপের প্রাচীন রাজধানী কান্দি। ত্রিঙ্কোমালী, জাফনা তথাকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান।

নেপাল—ভারতের উত্তরদিকে এই দেশ। ইহার রাজধানী কাঠমণ্ডু। কপিলাবস্তু—বুদ্ধদেবের জন্মস্থান।

ব্রহ্মদেশ—ভারতীয় ইউনিয়ন ও পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্বদিকে এই দেশ অবস্থিত। রেঙ্গুন এই দেশের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর। মান্দালয় এই দেশের প্রাচীন রাজধানী। মৌলমেন ও আকিয়াব বৃহৎ বন্দর। বেসিন, ভামো প্রভৃতি তথাকার উল্লেখযোগ্য স্থান।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)—ব্রহ্মদেশের পূর্বদিকে এই দেশ অবস্থিত। এই দেশের রাজধানী ও সর্বপ্রধান নগর ব্যাঙ্কক। আয়ুথিয়া বা ক্রুঙকাও প্রাচীন রাজধানী ও একটি বৃহৎ নগর।

ইন্দোচীন—এখানে কাম্বোডিয়া, লেওস ও ভিয়েৎনাম নামক ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত। এই অংশের প্রধান নগর ও বন্দরসমূহের মধ্যে সাইগন অন্যতম। উহা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর।

মালয় উপদ্বীপ—এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রদেশ আছে। এখানকার প্রধান নগর ও বন্দর সমূহের মধ্যে সিঙ্গাপুর

প্রধান। ইহা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত কিন্তু পৃথিবীর একটি প্রধান বন্দর। ইহা মালয়েশিয়া রাজ্যের রাজধানী। কুয়ালালামপুর—এখানকার একটি প্রধান শহর। জর্জ টাউন এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

ইন্দোনেশিয়া—এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে এই রাষ্ট্র অবস্থিত। এখানকার বালি, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপ বিখ্যাত। জাকার্তা বা বাটাভিয়া জাভা দ্বীপে অবস্থিত। ইহা রাষ্ট্রের রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর ও নগর।

ফিলিপাইন—ইন্দোনেশিয়ার উত্তর দিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী ম্যানিলা একটি বৃহৎ বন্দর ও বিমানঘাঁটি।

চীন—ভারতীয় ইউনিয়নের উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে চীনদেশ অবস্থিত। তিববত, সিনকিয়াং, মাঞ্চুকুও এবং দক্ষিণ মঙ্গোলিয়া ইহার
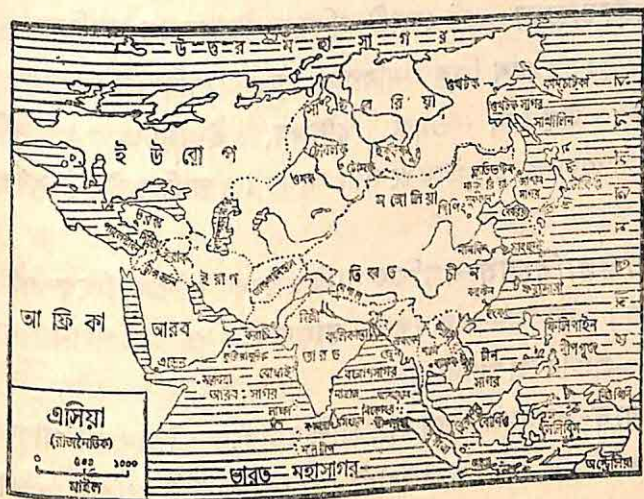
অন্তর্ভুক্ত। এই দেশের রাজধানী পিকিং, কিন্তু এই দেশের সর্বাপেক্ষা

বৃহৎ নগর ও বন্দর **সাংহাই**। **ক্যাণ্টন**—চীনদেশের একটি প্রধান বন্দর ও নগর। **চুংকিং, হ্যাংকৌ** প্রভৃতি এই দেশের মধ্য অংশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান।

লাসা—এই দেশের দক্ষিণ অংশের (তিব্বতের) সর্বপ্রধান নগর।

বহির্মঙ্গোলিয়া—চীনদেশের উত্তর দিকে বহির্মঙ্গোলিয়া অবস্থিত। **উর্গা** বা **উলানবাটোর** এদেশের রাজধানী।

জাপান—এশিয়ার পূর্বদিকে জাপান দেশ অবস্থিত। এখানকার হোক্কাইডু, হনসু, সিকোকু ও কিউসিউ দ্বীপ প্রধান। **টোকিও**—এই দেশের রাজধানী এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। **ওসাকা**—সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। **ইওকোহামা**—সর্বপ্রধান বন্দর। **কোবে**—একটি প্রধান বন্দর। **নাগাসাকি, কাগোসিমা, হিরোসিমা** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান।

সাইবেরিয়া—এই দেশটি এশিয়ার উত্তরভাগে অবস্থিত। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কিন্তু জনবিরল। ইহা সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। **ইর্খুটস্ক, ওমস্ক, টোমস্ক, ইয়াখুটস্ক, নবসিবিরস্ক** প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য নগর। **ব্লাডিভস্টক**—সর্বপ্রধান বন্দর।

আফগানিস্তান—পশ্চিম-পাকিস্তানের পশ্চিম দিকে এই দেশ অবস্থিত। **কাবুল**—এখানকার রাজধানী ও সর্বপ্রধান নগর। **গজনী**—প্রাচীন রাজধানী।

ইরান—আফগানিস্তানের পশ্চিম দিকে ইরান বা পারস্যদেশ অবস্থিত। এই দেশের রাজধানী **তেহেরান**। **ইস্পাহান** ও **তাব্রিজ** উল্লেখযোগ্য নগর। **বন্দর আব্বাস** একটি বৃহৎ বন্দর।

ইরাক—ইরানের পশ্চিম দিকে এই দেশ অবস্থিত। পূর্বে ইহার নাম ছিল মেসোপোটেমিয়া। এখানকার রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর **বাগদাদ**। **বসরা**—বৃহৎ বন্দর।

আরব—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আরবদেশ অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ মরুভূমি। **রিয়াধ, জিদ্দা** প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থান। **মক্কা** ও **মদিনা** মুসলমানদিগের তীর্থস্থান।

তুরস্ক—এশিয়ার পশ্চিম দিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী **আঙ্কারা** বা **এঙ্গোরা**। এখানকার প্রধান বন্দর **ইজমির** বা **স্মার্ণা**।

ইউরোপ

পর্বতসমূহ

এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন আর কোন মহাদেশ ইহার মত ক্ষুদ্র নহে। ইহার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা সম্ভবপর। এই মহাদেশের দক্ষিণ অংশ পর্বত অঞ্চল এবং মধ্য ও উত্তর দিকের অবশিষ্ট প্রায় সমুদয় অংশ সমভূমি। কেবল এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে কতক স্থান উচ্চভূমি। ইউরোপের দক্ষিণ দিকের পর্বত অঞ্চলকে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়। তথাকার **আল্পস্** পর্বত সর্বপ্রধান। ইহা পূর্ব-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **মঁ ব্লাঁ**। ফরাসী দেশে অবস্থিত। ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহার আরও কতকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। আবার ঐ সকল দেশে আল্পসের

পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া অনেক উচ্চ গিরিপথ আছে এবং তাহাদের
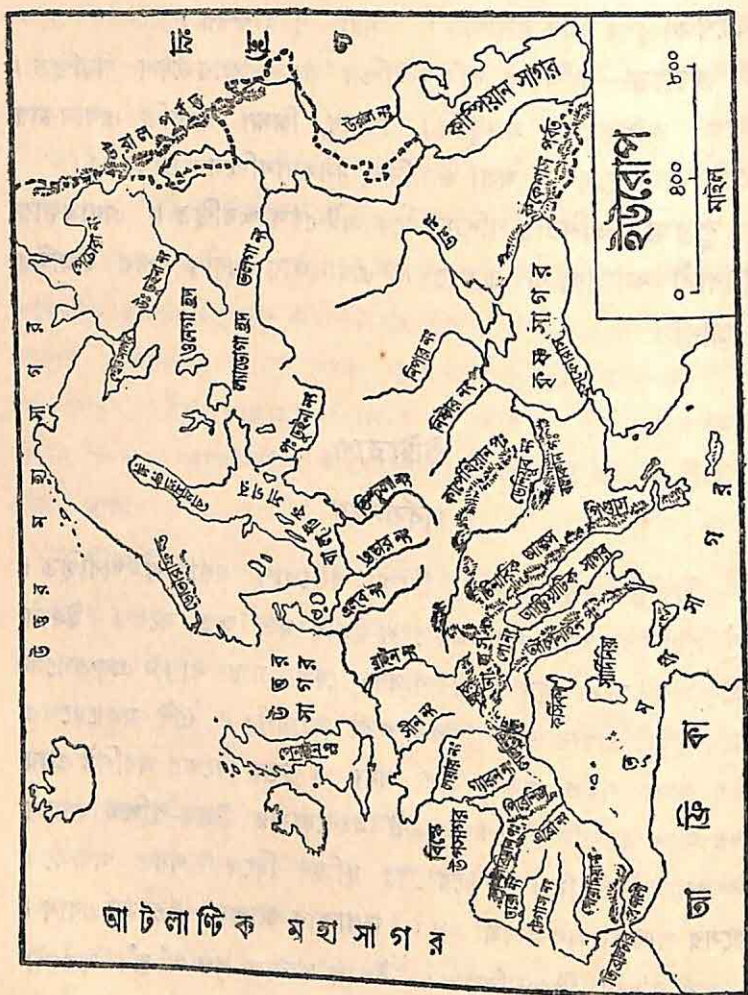
মধ্য দিয়া রেলপথও গিয়াছে ; ব্রেনার, সেণ্ট গটহার্ড প্রভৃতি গিরিপথ বিখ্যাত। ইউরোপের দক্ষিণ অংশের পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিম

সীমাতে **'ক্যাণ্টাব্রিয়ান'** ও **'পিরেনিজ'** এবং একটু দক্ষিণে **'সিয়েরা নেভেদা'** পর্বত অবস্থিত। ঐ অংশে স্পেনের **মেসেটা** বা **মালভূমি** অবস্থিত। এই সকল পর্বতের পূর্বদিকে **আল্পস্ পর্বতমালা** অবস্থিত। আল্পসের উত্তরদিকে জুরা পর্বত এবং কয়েকটি অনুচ্চ মালভূমি অবস্থিত। আল্পসের দক্ষিণদিকে **আপেনাইন** পর্বত বিস্তৃত। আল্পসের পূর্ব সীমা হইতে বহু শাখা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে **ডিনারিক** পর্বত বা ডিনারিক আল্পস্ কিছুদূর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; উহার এক অংশ **পিণ্ডাস** ও অপর অংশ **রুডোপ**। অপর এক শ্রেণীতে **কার্পেথিয়ান** পর্বত বা কার্পেথিয়ান আল্পস্ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; উহার একদিকে **ট্রান্সিল-ভেনিয়ান** পর্বত ও অন্যদিকে **বল্কান পর্বত** বিস্তৃত হইয়াছে। এই বল্কান পর্বত দক্ষিণ-পূর্বদিকে গিয়া ককেশাস পর্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইউরোপের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ সমভূমি অবস্থিত। উহার পূর্ব সীমান্তে **ইউরাল** পর্বত দণ্ডায়মান। উহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উহাই এই মহাদেশ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগের সীমারেখা। ইউরোপের সমভূমি উত্তরদিকে এই মহাদেশের উত্তর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে একমাত্র **ভল্ডাই পাহাড়** ব্যতীত অপর কোন উচ্চভূমি নাই। বরং উত্তরভাগে অনেক নিম্নভূমি ও হ্রদ আছে। এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের উচ্চভূমিতে **কিওলেন** পর্বত অবস্থিত। ইহার অল্প দূরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে **পেনাইন পর্বতশ্রেণী** অবস্থিত।

নদ-নদী

ইউরোপের কতকগুলি নদী ভল্ডাই পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কতকগুলি নদী দক্ষিণদিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পরে ভূমির ঢাল অনুসারে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহারা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ভল্ডাই পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া **পেচোরা** ও **ডিনা** নদী উত্তরদিকে গিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া **নমেন** নদী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া বল্টিক সাগরে পতিত হইয়াছে। এইসকল নদী স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র, কারণ ইহারা অল্পদূর গিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া **ভল্‌গা** নদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। **ডন, নিপার, নিস্টার** প্রভৃতি আরও কয়েকটি নদী উত্তরদিক হইতে আসিয়া দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারাও যথেষ্ট দীর্ঘ, কিন্তু ইউরোপের বহু ক্ষুদ্র নদী ইহাদের তুলনায় অধিক উপকারী। আল্পস্ পার্বত্য অঞ্চল হইতে **রোণ** ও **পে** নদী দক্ষিণদিকে গিয়া ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। **ডেনিয়ুব** নদী এই অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাই ইউরোপের সর্বপ্রধান নদী। ইহা ইউরোপের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেশের মধ্যভাগ বা সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আল্পস্ অঞ্চল হইতে বহু নদী উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া বল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল ও আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **ভিশ্চুলা, ওয়েজার, এলবা, রাইন, মিউজ, সীন** প্রভৃতি প্রধান। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও কয়েকটি নদী

আছে। উহাদের মধ্যে **টেমস্** নদী সর্বপ্রধান। ইউরোপের এই সকল ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে টেমস্, রাইন প্রভৃতি যাতায়াত ও বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মরুভূমি

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ইউরোপ মহাদেশে কোন মরুভূমি নাই। বরং এই মহাদেশের সকল অংশেই জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং অনেক স্থানেই তাহা আরামদায়ক।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ—ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড্ কিংডমের অন্তর্গত এবং আয়র্ল্যাণ্ডের দক্ষিণ অংশ একটি স্বাধীন রাজ্য। তাহার নাম আয়ার। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ক্ষুদ্র; কিন্তু আয়তন অনুপাতে লোকসংখ্যা কম নহে। এই দেশ নানা বিষয়ে বিশেষ উন্নত। এই দেশের রাজধানী **লণ্ডন**। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বন্দর। **গ্লাসগো** একটি বৃহৎ নগর ও শিল্প-কেন্দ্র। **লিভারপুল, হাল, সাউদামটন** প্রভৃতি বৃহৎ বন্দর। **শেফিল্ড, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার** প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র। **অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ**—প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীতে সুপরিচিত।

ফ্রান্স—এই দেশটি ইউরোপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। অবশ্য এই দেশের দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশের রাজধানী **প্যারিস** খুব সুন্দর সহর। উহা ফ্রান্সের সর্বপ্রধান নগর ও শিল্পকেন্দ্র। **লিল, রুয়েন্স, লিয়ন্স, বর্দো** প্রভৃতি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। **মার্সেলিজ্, হাভার** প্রভৃতি প্রধান বন্দর।

বেলজিয়াম—ফ্রান্সের উত্তরদিকে এই দেশটি অবস্থিত। এখানকার রাজধানী ও প্রধান নগর **ব্রুসেলস্**। এই দেশের প্রধান বন্দর এণ্টোয়ার্প।

নেদারল্যাণ্ডস্ বা ***হল্যাণ্ড***—এই দেশটি বেলজিয়ামের উত্তরদিকে অবস্থিত। এখানকার রাজধানী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র **আমস্টার্ডম্**। প্রধান বন্দর হেগ (দি হেগ)।

ডেনমার্ক—নেদারল্যাণ্ডস্-এর উত্তরদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর কোপেনহেগেন।

নরওয়ে—ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর অস্লো। হেমারফেস্ট, নার্ভিক প্রভৃতি বন্দর এদেশে অবস্থিত।

সুইডেন—নরওয়ের পূর্বদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর স্টকহোল্ম।

রুষদেশ বা রাষিয়া—ইহা ইউরোপের বৃহত্তম দেশ এবং ঐ মহাদেশের মধ্যভাগ হইতে পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। মস্কো—সমগ্র সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। লেনিনগ্রাড—বৃহৎ বন্দর ও প্রাচীন রাজধানী। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে উহা পেট্রোগ্রাড ও সেণ্টপিটার্স বার্গ নামে পরিচিত ছিল। ওডেসা, বাটুম প্রভৃতি বৃহৎ বন্দর। কীভ, গর্কি, খারকভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগর ও শিল্পকেন্দ্র। এই দেশের পশ্চিমদিকে বল্টিক রাজ্যসমূহ অবস্থিত। সেখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর হেলসিঙ্কি ফিন্ল্যাণ্ডের রাজধানী।

পোল্যাণ্ড—রাষিয়ার পশ্চিমদিকে পোল্যাণ্ড অবস্থিত।

এখানকার রাজধানী ওয়ারশ। এই দেশের উত্তরদিকে স্বাধীন ডানজিগ বন্দর অবস্থিত।
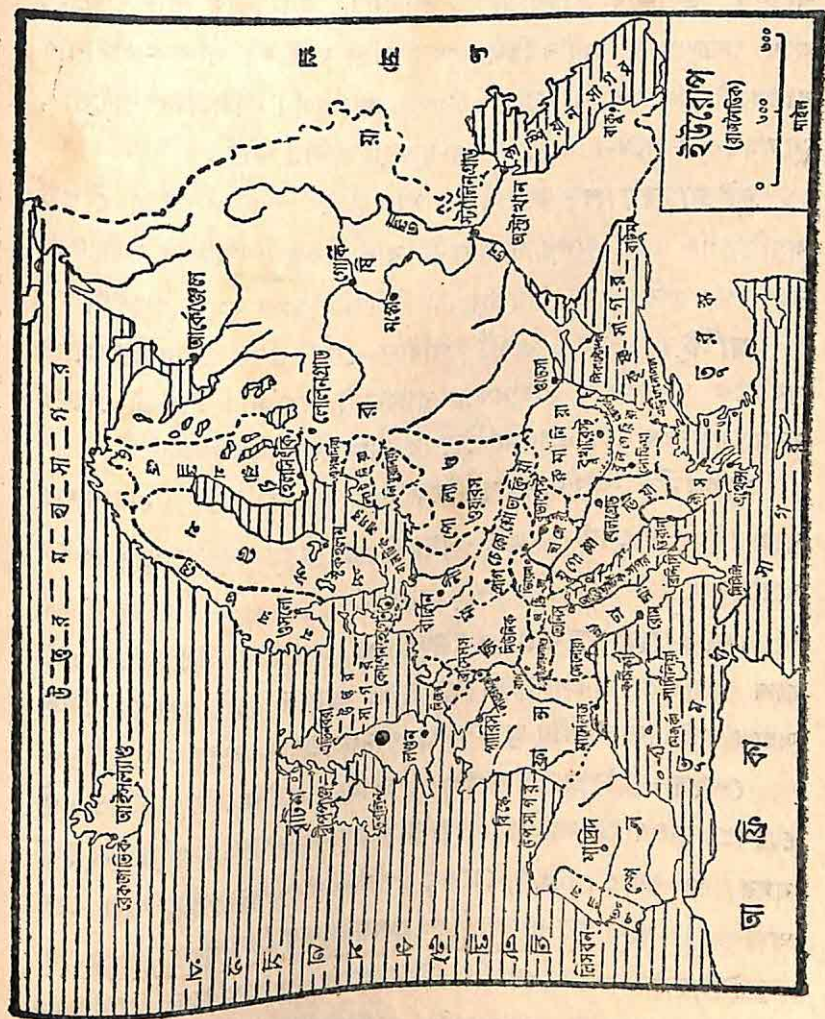
জার্মানী—পোল্যাণ্ডের পশ্চিমদিকে জার্মানী অবস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পূর্বদিকের অংশ বা পূর্ব-জার্মানী সোভিয়েটের অধীন। তথাকার রাজধানী পূর্ব **বার্লিন**। জার্মানীর পশ্চিমদিকের অংশ মিত্রশক্তির অধীন ছিল, এখন তাহা স্বাধীন। পশ্চিম-জার্মানীর রাজধানী বণ সহর। বৃহত্তম বন্দর হ্যামবুর্গ। মিউনিক, কলোন, ডুসেলডর্ফ পশ্চিম-জার্মানীতে অবস্থিত বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র।

সুইজারল্যাণ্ড—জার্মানীর দক্ষিণদিকে এই পার্বত্য দেশটি অবস্থিত। এই দেশের রাজধানী **বার্ণ**, কিন্তু এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর জুরিক। এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য নগর জেনেভা।

অস্ট্রিয়া—ইহা একটি পার্বত্য দেশ এবং সুইজারল্যাণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানকার রাজধানী ভিয়েনা। ইহা ঐ দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর এবং বহু দেশের রেলপথের মিলনস্থল।

হাঙ্গারী—অস্ট্রিয়ার পূর্বদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী বুডাপেস্ট। এই নগরটি ডেনিয়ুব নদীর দুই তীরে অবস্থিত।

চেকোশ্লোভাকিয়া—অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীর উত্তরদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী প্রাগ। এই দেশের লিজ সহরে বাটা কোম্পানীর জুতার কারখানার প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত।

স্পেন—ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে স্পেন দেশ অবস্থিত। ঐ দেশের রাজধানী **মাদ্রিদ**, কিন্তু বার্সিলোনা তথাকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বন্দর। এই দেশের পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র **পর্তুগাল** দেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর **লিসবন**।

ইটালী—এই দেশটি ইউরোপের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানকার রাজধানী রোম অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। উহা

ঐ দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। জেনোয়া সর্বপ্রধান বন্দর। ইটালীর ভেনিস বন্দরও প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। মিলান বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্র।

গ্রীস—ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী **এথেন্স** নগরও প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। এই দেশের উত্তরদিকে বল্কান রাষ্ট্রসমূহ অবস্থিত। তথাকার সর্বপ্রধান নগর বুখারেস্ট। উহা রুমানিয়ার রাজধানী। গ্রীসের দক্ষিণ-পূর্বদিকে তুরস্ক দেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী আঙ্কারা ও প্রধান বন্দর ইস্তাম্বুল।

আফ্রিকা

পর্বত

আয়তন হিসাবে আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার উত্তর-পশ্চিমভাগে **আটলাস** পর্বতশ্রেণী। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগের পশ্চিম অংশেও কয়েকটি পর্বত আছে। তাহাদের মধ্যে **টিবেস্টি, ক্যামারুন** ও কঙ পর্বত উল্লেখযোগ্য। ঐ মধ্যভাগের পূর্ব অংশেও কয়েকটি পর্বত আছে। ঐ পূর্ব অংশের পর্বতসমূহ আফ্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। তথাকার কিলিমাঞ্জারো আফ্রিকার উচ্চতম পর্বত। ঐ অংশে আবিসিনিয়া, রুয়েঞ্জেরি প্রভৃতি পর্বত অবস্থিত। আফ্রিকার দক্ষিণ অংশেও কয়েকটি পর্বত অবস্থিত। তথাকার ড্রেকেন্সবার্গ সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। উহা ধাপে ধাপে নীচু হইয়া গিয়াছে। এক উত্তরের আটলাস বাদে আফ্রিকার অন্যান্য পর্বত প্রকৃতপক্ষে মালভূমিরই বিভিন্ন উচ্চতর অংশ মাত্র। প্রায় সমগ্র

মহাদেশটিই মালভূমি, কেবলমাত্র উপকূল ভাগ এবং নদ-নদীর উপত্যকাতে সমভূমি আছে। এখানকার সমভূমি কোন অংশেই অধিক বিস্তৃত নহে।

নদ-নদী

আফ্রিকার নদ-নদীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) যাহারা ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে বা উত্তর-বাহিনী; (খ) যাহারা ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে বা পূর্ব-বাহিনী; এবং (গ) যাহারা আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে বা পশ্চিম-বাহিনী।

উত্তরবাহিনী নদ-নদী

নীল নদ পৃথিবীর বড় বড় নদ-নদীর মধ্যে একটি। দু'টি মূল জলস্রোত একত্র হইয়া ইহার সৃষ্টি করিয়াছে; সে দু'টির একটির নাম হোয়াইট নাইল বা শ্বেত নীল, অপরটির নাম ব্লু নাইল বা নীল নীল। পূর্ব আফ্রিকার উঁচু মালভূমিতে ভিক্টোরিয়া নামে একটি হ্রদ আছে; সেই ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকট হইতে শ্বেত নীল বাহির হইয়াছে। আর নীল নীল বাহির হইয়াছে আবিসিনিয়া দেশের উঁচু মালভূমির একটি হ্রদ হইতে। শ্বেত নীলের জল অনেকটা আমাদের গঙ্গানদীর জলের মতন, নীল নীলের জল যমুনার জলের মত নীল রঙের। আফ্রিকার সুদান দেশের খার্তুম শহরের কাছে আসিয়া শ্বেত নীল ও নীল নীল একত্র মিশিয়া নীল নদ নামে মিশর দেশের মধ্য দিয়া উত্তরদিকে বহিতে বহিতে ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার দুই তীরে উর্বর শস্যক্ষেত্র।

পশ্চিমবাহিনী নদী

কঙ্গো নদী আফ্রিকার মধ্যভাগে নিয়াসা হ্রদের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীতে কয়েকটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। ইহার তীরে অত্যন্ত ঘন বন অবস্থিত। ইহাও পৃথিবীর বড় বড় নদনদীর মধ্যে একটি। নাইজার নদী মধ্যভাগের পশ্চিম অংশে কঙ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পূর্বে কিছুদূর বহিয়া গিয়া পরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই মহাদেশের অন্যান্য পশ্চিমবাহিনী নদীর মধ্যে অরেঞ্জ, গেম্বিয়া, সেনিগাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববাহিনী নদী

জাম্বেজি নদী আফ্রিকার মধ্যভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীতে অনেক জলপ্রপাত আছে। তাহাদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ। অন্যান্য যে সকল নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে লিমপপোর নাম উল্লেখযোগ্য।

মরুভূমি

আফ্রিকা মহাদেশে যেরূপ বৃহৎ মরুভূমি আছে পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশে সেরূপ মরুভূমি নাই। উহার উত্তর অংশের প্রায় সমস্তটাই মরুভূমি। উহার নাম সাহারা। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি। উহার আয়তন পাক-ভারতের দ্বিগুণের মতো। উহা একটি উষ্ণ মরুভূমি। ইহারই মধ্যে মরূদ্যানগুলিতে মানুষের বাস আছে, চাষ-আবাদও হয়। এখানকার প্রধান আবাদী ফসল খেজুর। আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেও একটি মরুভূমি আছে। উহার নাম কালাহারি। উহা সাহারার তুলনায় অনেক ছোট।

দেশসমূহ ও প্রধান নগর

মিশর—আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অংশে মিশর দেশ। দেশটি প্রকৃতপক্ষে সাহারারই একটি অংশ মাত্র; আয়তনে আমাদের

দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমান। তবে সাধারণতঃ মিশর দেশ বলিতে নীলনদের উত্তর উপত্যকাটুকুকেই বুঝায়। ঐ অংশ আয়তনে সিংহল দ্বীপের মতন হইবে। প্রত্যেক বৎসর বর্ষায় নীল নদে প্রবল বান হয়। তাহাতে দুই কূল ভাসিয়া যায় ; তারপর জল সরিয়া গেলে পলিমাটি-সঞ্চিত উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ হয়। এইভাবে নীলের জলের সাহায্যেই মিশর দেশ বাঁচিয়া আছে। তাই মিশর দেশকে বলে
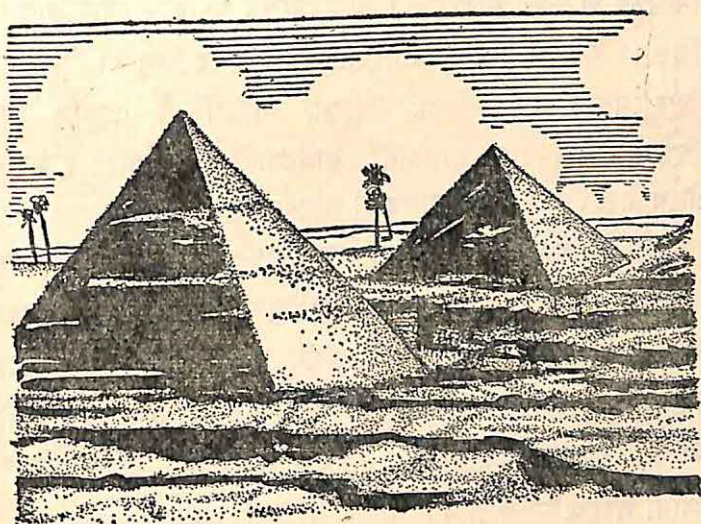
পিরামিড

'নীলের দান'। মিশরের রাজধানী কায়রো। তাহার নিকট পিরামিড-সমূহ অবস্থিত। প্রধান বন্দর আলেকজেন্দ্রিয়া। উহার পূর্বদিকে সুয়েজ খাল। উহার দক্ষিণদিকে সুয়েজ বন্দর, উত্তরদিকে সৈয়দ বন্দর। মিশরের পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কো দেশ। লিবিয়ার রাজধানী

ত্রিপোলি, টিউনিসিয়ার রাজধানী **টিউনিস,** আলজিরিয়ার রাজধানী **আলজিয়ার্স** এবং মরক্কোর রাজধানী **রাবাট।**

সুদান—মিশরের দক্ষিণে সুদান দেশ। তথাকার রাজধানী ও সর্বপ্রধান নগর খার্টুম। সুদান ঐ দেশের একটি বন্দর।

ইথিওপিয়া-ইরিট্রিয়া—এই দেশটি সুদানের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানকার রাজধানী **আদ্দিস্ আবাবা।** ইরিট্রিয়ার সর্ব-প্রধান নগর ও বন্দর **মাসাওয়া।** এই দেশের পূর্বদিকে সোমালিল্যাণ্ড অবস্থিত। ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের প্রধান নগর জিবুটি।

সুদানের দক্ষিণে কেনিয়া, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকা প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবী, উগাণ্ডার রাজধানী এণ্টেবে এবং ট্যাঙ্গানিকার রাজধানী ডার-এস-সালাম।

ট্যাঙ্গানিকার দক্ষিণদিকে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নিয়াসাল্যাণ্ড, রোডেসিয়া ও মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। নিয়াসাল্যাণ্ডের রাজধানী জোম্বা, কিন্তু প্রধান নগর ব্লাণ্টায়ার। উত্তর রোডেসিয়ার রাজধানী লুকাসা। **লিভিংস্টোন** তথাকার প্রাচীন রাজধানী। দক্ষিণ-রোডেসিয়ার রাজধানী সেলিসবুরি এবং মোজাম্বিকের রাজধানী লরেন্স মার্কুয়েস।

আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে **সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন।** ইহা নেটাল, ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট্ ও কেপ্ প্রভিন্স বা অন্তরীপ প্রদেশ এই চারিটি উপরাষ্ট্র বা প্রদেশ লইয়া গঠিত। তা'ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার কতকগুলি দেশীয় রাজ্যও ইহার অধীন। ইউনিয়নের রাজধানী প্রিটোরিয়া, কিন্তু এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর জোহানেসবার্গ—ইহার নিকট পৃথিবীর বৃহত্তম স্বর্ণখনি অবস্থিত।

নেটালের রাজধানী *পিটারমরিসবার্গ* এবং সর্বপ্রধান বন্দর ডারবান। কেপ প্রভিন্সের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর কেপটাউন। কিম্বার্লি—হীরকখনির জন্য প্রসিদ্ধ।
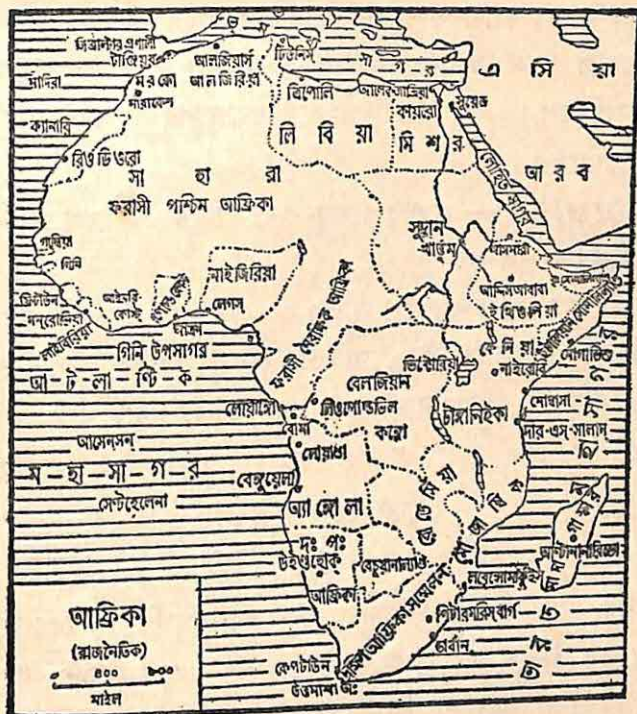
দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম অংশে সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়নের পশ্চিম দিকে **সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা** অবস্থিত। তথাকার রাজধানী **উইণ্ডহুক**।

এঙ্গোলা—সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকার উত্তর দিকে এই দেশটি

অবস্থিত। এখানকার প্রধান বন্দর ও রাজধানী লোয়াণ্ডা। বেঙ্গুয়েলা এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর।

কঙ্গো—এঙ্গোলার উত্তরদিকে অর্থাৎ আফ্রিকার মধ্যভাগের পশ্চিম অংশে দুইটি **কঙ্গো দেশ** অবস্থিত। পূর্বের **ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটরিয়েল আফ্রিকা** বা কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের রাজধানী **ব্রীজভিল** এবং পূর্বের **বেলজিয়ান কঙ্গোর** বা কঙ্গো গণতন্ত্রের রাজধানী **লিওপোল্ডভিল**। গত কয়েক বৎসরে এখানকার বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

নাইজেরিয়া—কঙ্গোর উত্তর-পশ্চিম দিকে এই দেশ অবস্থিত। ইহার রাজধানী লেগজ।

আফ্রিকার পশ্চিম অংশে আরও বহু ক্ষুদ্র দেশ আছে। উহাদের মধ্যে ঘানা (গোল্ড কোস্ট), আইভরি কোস্ট, সিয়েরা লিওন, সেনিগাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই অংশের সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর ডাকার। ফ্রি টাউন, ডুয়ালা প্রভৃতিএখানকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান।

উত্তর আমেরিকা

পর্বত

উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিকে অনেকখানি পার্বত্য-অঞ্চল। এখানে বহু উচ্চ পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েকটি উচ্চ মালভূমি বর্তমান। এখানকার পর্বত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া **সেণ্ট ইলিয়স আল্পস** এবং **কোস্ট রেঞ্জ** পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাদের পূর্বদিক দিয়া **আলাস্কা রেঞ্জ, কাস্কেড রেঞ্জ, সিয়েরা নেভেদা** এবং **সিয়েরা মাদ্রে** পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাদের পূর্বদিকে **এণ্ডিকট, রকি** এবং **সিয়েরা মাদ্রে**

পর্বত উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এসকল পর্বতের মধ্যে রকি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এমন কি কেহ কেহ সমুদয় অঞ্চলকেও রকি অঞ্চল বলেন। এই মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আলাস্কা
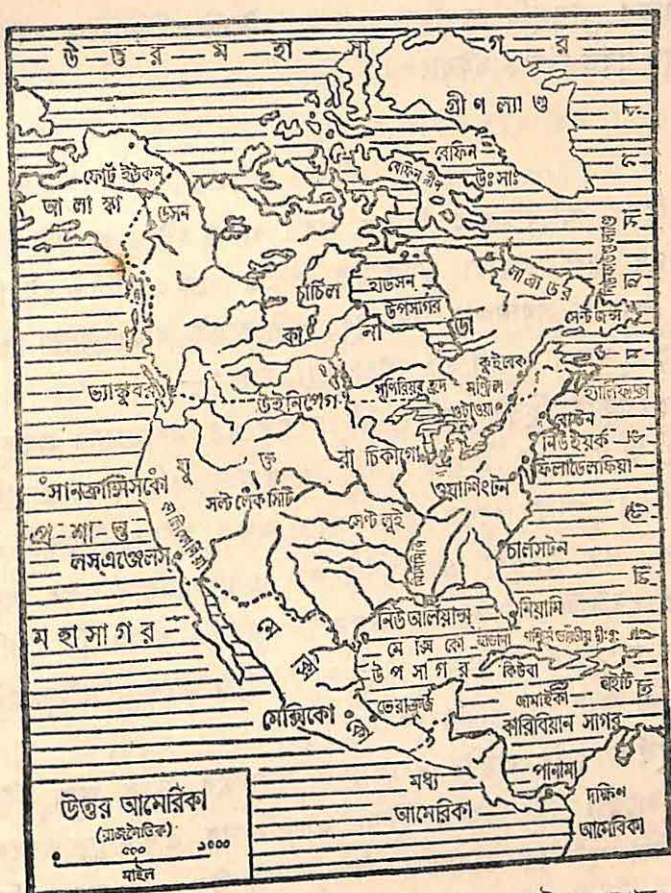
রেঞ্জে অবস্থিত। উহার নাম ম্যাককিন্‌লি। এই অংশের পর্বত দ্বারা বেষ্টিত মালভূমিসমূহের মধ্যে ইউকন, কলম্বিয়া, আইডাহো, গ্রেট বেসিন, কলোরেডো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই

মহাদেশের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ সমভূমি অবস্থিত। তাহাও মহাদেশের উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশে কতকগুলি পর্বত অবস্থিত। তথাকার উত্তর-পূর্ব অংশে লাব্রাডর মালভূমি অবস্থিত। তথা হইতে দক্ষিণদিকে এপালেচিয়ান পর্বত বিস্তৃত হইয়াছে।

নদী

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পর্বত অঞ্চল হইতে বহু নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা সুবিধামত বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সেই কারণে এখানকার নদীসমূহ চারিদিকেই বহিয়া গিয়া বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। যথা:—

দক্ষিণবাহিনী নদী—এই মহাদেশের মধ্যভাগের সমভূমির উত্তর অংশ হইতে মিসিসিপি নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের রকি পর্বত অঞ্চল হইতে মিসৌরী এবং অন্যান্য বহু উপনদী এবং পূর্বদিকের এপালেচিয়ান পর্বত অঞ্চল হইতে টেনিসি প্রভৃতি বহু উপনদী প্রবাহিত হইয়া মিসিসিপির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই নদীটি দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পূর্ববাহিনী নদী—মধ্যভাগের সমভূমির উত্তর অংশ হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী উৎপন্ন হইয়া আমেরিকার প্রধান হ্রদ অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর জন্য সুপিরিয়র হ্রদ পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ যাতায়াত করিয়া থাকে। এই নদীতেই ইরি এবং অণ্টেরিও হ্রদের মধ্যভাগে বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত।

পশ্চিমবাহিনী নদী—পশ্চিমদিকের পর্বত অঞ্চল হইতে বহু নদী উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে পতিত হইয়াছে। এসকল নদীর মধ্যে **কলোরেডো, ইউকন, কলম্বিয়া** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবাহিনী নদী—মধ্যভাগের সমভূমির উত্তর অংশ হইতে কয়েকটি নদী উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিকেও প্রবাহিত হইয়াছে এবং উত্তর মহাসাগর ও হাডসন উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এসকল নদীর মধ্যে **ম্যাকেঞ্জি, নেলসন** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মরুভূমি

এই মহাদেশে আফ্রিকার সাহারা বা এশিয়ার আরবের মত বৃহৎ মরুভূমি নাই। এখানকার পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলে বহু পর্বতবেষ্টিত মালভূমি আছে। ঐ সকল পর্বতবেষ্টিত মালভূমির বিভিন্ন অংশ বৃষ্টিপাতের অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এরিজোনা ও উটার মরুভূমিই উল্লেখযোগ্য।

দেশসমূহ ও প্রধান নগর

ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশটি উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে অবস্থিত। এই দেশটি কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই পৃথিবী-বিখ্যাত। এই দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বন্দর **নিউইয়র্ক**। *চিকাগো*—এই দেশের একটি প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র ও রেলপথকেন্দ্র। *পিটসবার্গ*—পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহশিল্পের কেন্দ্র। **হলিউড**—সিনেমা শিল্পের কেন্দ্র। **বোস্টন, নিউ অর্লিন্স, সান-**

ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি প্রধান বন্দর। সেণ্ট লুই, লস এঞ্জেলস্ প্রভৃতি এই দেশের উল্লেখযোগ্য নগর।

ক্যানাডা—এই দেশটি ইউনাইটেড স্টেটসের উত্তরদিকে অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী অটোয়া, কিন্তু মণ্ট্রিল এই দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। হেলিফক্স, কুইবেক, টরোণ্টো,

উইনিপেগ প্রভৃতি এই দেশের বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্র ; ভেঙ্কুবার, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ বন্দর।

মেক্সিকো—ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী মেক্সিকো। ভেরাক্রুজ এখানকার একটি বৃহৎ বন্দর।

মধ্য আমেরিকা—মেক্সিকোর দক্ষিণদিকে মধ্য আমেরিকা অবস্থিত। এখানে গুয়াটেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, সালভেডর, পানামা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ অবস্থিত। পানামা, সান জোসি প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থান।

দক্ষিণ আমেরিকা

পর্বত

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশে আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। এখানে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চিমদিকস্থ পর্বতশ্রেণীর নাম অক্সিডেণ্টাল পর্বত। তাহার পূর্বদিকে অর্থাৎ এই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া সেণ্ট্রাল কর্ডিলেরা পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। ইহার পূর্বদিক দিয়া ওরিয়েণ্টাল পর্বতশ্রেণী, রিয়েল ও লস এণ্ডিজ পর্বতশ্রেণী পর পর দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম একোঙ্কাগুয়া। এই পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি আছে। পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলের ঠিক পূর্বদিকে অর্থাৎ এই মহাদেশের মধ্যভাগে সমভূমি অবস্থিত। ঐ সমভূমির উত্তরদিকে একটি মালভূমি

অবস্থিত। উহা এই মহাদেশের পূর্ব হইতে প্রায় পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর অংশে মেরিডা পর্বত অবস্থিত। মধ্যভাগের সমভূমির
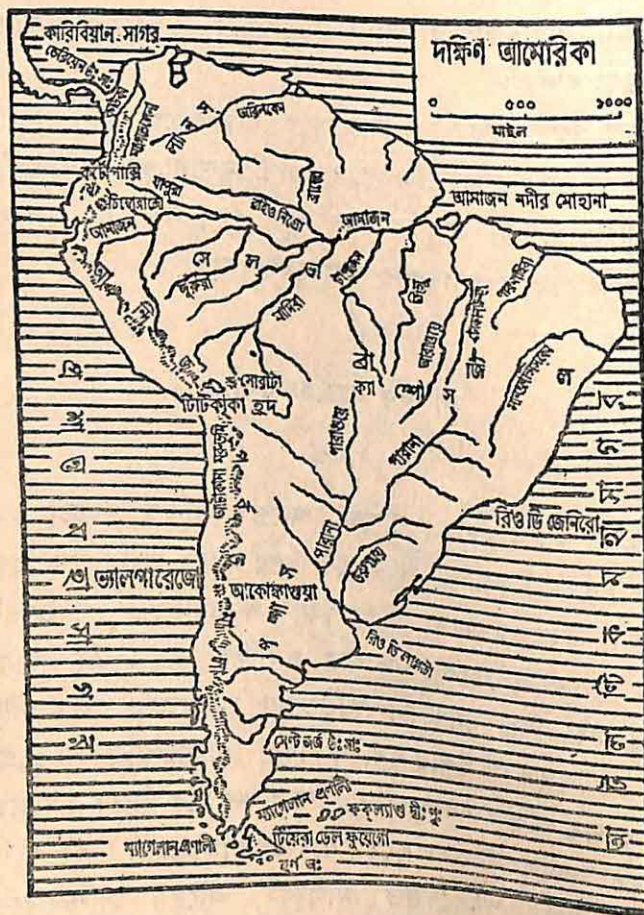
পূর্বদিকে ব্রেজিল মালভূমি অবস্থিত। মধ্যভাগেও একটি ছোট মালভূমি আছে।

নদী

এই মহাদেশের নদীসমূহ প্রধানতঃ পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান নদী-সমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে **আমাজন** নদী সর্বপ্রধান। ঐ নদীটি আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। উহার উপনদী অসংখ্য। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মালভূমি এবং পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া বহু উপনদী আমাজনের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। মধ্যভাগের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া **প্যারাগুয়ে** নদী দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ব্রেজিল মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া **প্যারানা** এবং **উরুগুয়ে** নদীও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত নদীটির নাম **লা প্লাটা**। উত্তরদিকের মালভূমি হইতে **ওরিনকো** নদী উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। এই মহাদেশের অন্যান্য নদীগুলি ক্ষুদ্র।

মরুভূমি

এই মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতবেষ্টিত মালভূমি থাকায় বৃষ্টির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই অংশে **আটাকামা** মরুভূমি অবস্থিত। মহাদেশের দক্ষিণদিকেও কতক স্থান মরুভূমি। তাহার নাম **পাটাগনিয়া**।

দেশসমূহ ও প্রধান নগর

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশে **ভেনিজুয়েলা** দেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী **কারাকাস**। উহার পূর্বদিকে **গিয়ানা** দেশ

অবস্থিত। তথাকার জর্জ টাউন, কেয়েন প্রভৃতি নগর উল্লেখযোগ্য।
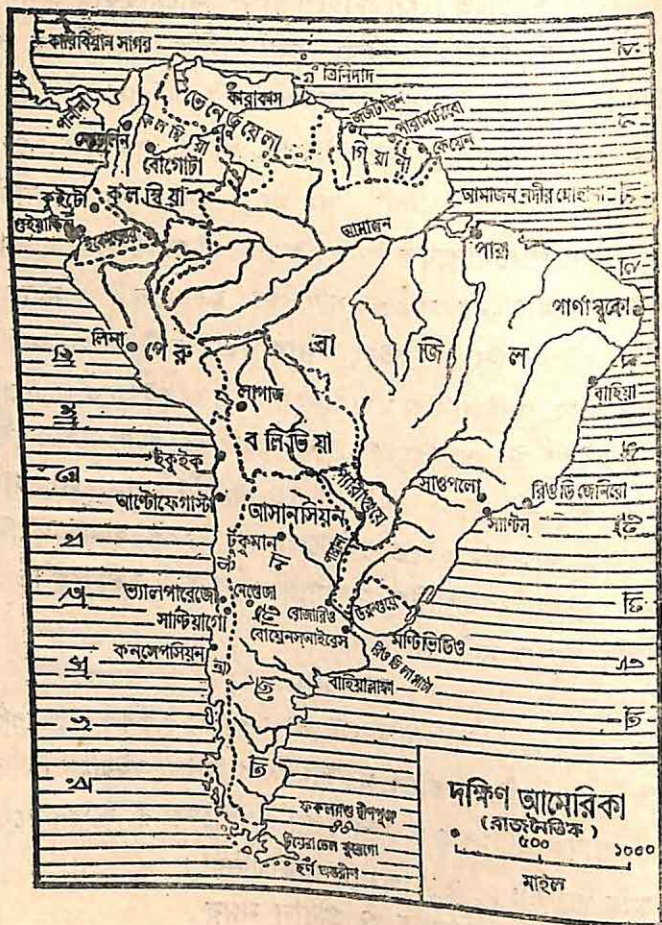
কলম্বিয়া—ভেনিজুয়েলার পশ্চিমদিকে এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী বগোটা। ইকোয়েডর—কলম্বিয়ার দক্ষিণদিকে

এই দেশ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী **কুইটো**। এই সহরটি ঠিক বিষুবরেখার উপর ৯০০০ ফুটের অধিক উচ্চভূমিতে অবস্থিত।

পেরু—ইকোয়েডরের দক্ষিণদিকে **পেরু** ও **বলিভিয়া** দেশ অবস্থিত। পেরুর রাজধানী **লিমা** এবং প্রধান বন্দর **কালাও**। বলিভিয়ার রাজধানী **লাপাজ**।

চিলি—দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম অংশের অবশিষ্ট স্থান চিলি দেশের অন্তর্গত। ইহার রাজধানী **সেণ্টিয়াগো** এবং প্রধান বন্দর **ভেলপারিসো**।

ব্রেজিল—ইহা দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। ইহা ঐ মহাদেশের পূর্ব অংশে অবস্থিত। **রিও ডি জেনিরো** এখানকার রাজধানী ও বৃহত্তম বন্দর। **পারা, বাহিয়া, সাওপলো** প্রভৃতি এখানকার বৃহৎ বন্দর ও নগর।

ব্রেজিলের দক্ষিণদিকে ক্ষুদ্র **উরুগুয়ে** ও **প্যারাগুয়ে** দেশ অবস্থিত। এখানকার প্রধান নগর ও বন্দর **মণ্টিভিডিও**।

আর্জেণ্টাইনা—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশে এই দেশটি অবস্থিত। এখানকার রাজধানী ও সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর **বুয়েনস এয়ারস**। **লা প্লাটা, বাহিয়া ব্লাঙ্কা** প্রভৃতি এখানকার বৃহৎ বন্দর।

অস্ট্রেলিয়া

বিষুবরেখার দক্ষিণে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ অস্ট্রেলিয়া ইহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ সহ একটি মহাদেশ রূপে গণ্য হয়। পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড **মরুময় মালভূমি** ইহার তিনভাগের প্রায় দুইভাগ জুড়িয়া আছে। পূর্বদিকে **গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ** নামে এক পর্বতশ্রেণী—প্রকৃতপক্ষে ইহা মালভূমিরই উচ্চতর অংশ। মাঝখানে নিম্নভূমি।

বড় নদ-নদী অস্ট্রেলিয়ায় একটিও নাই ; শুধু দক্ষিণ-পূর্বের মারে-ডার্লিং নদীর নামই উল্লেখযোগ্য—মারে ও ডার্লিং নামে দুইটি উপনদী পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। ভারতের দক্ষিণে যেমন সিংহল, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে তেমনই তাসমানিয়া দ্বীপ।

অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশই মরুভূমি। মানুষের বাসের উপযোগী স্থান সেখানে খুব বেশী নাই।

দেশসমূহ ও প্রধান নগর

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমদিকের প্রায় অর্ধেক অংশে **ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া** প্রদেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী **পার্থ** ; তথায় **ফ্রিম্যাণ্টল**, **অগস্টা** প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত।

নর্দার্ন টেরিটরি—এই প্রদেশটি মধ্যভাগের উত্তর অংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। তথাকার রাজধানী **ডারউইন**। **স্টুয়ার্ট** এই অংশের একটি বৃহৎ নগর।

সাউথ অস্ট্রেলিয়া—মধ্যভাগের দক্ষিণ অংশে সাউথ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী ও বন্দর **এডিলেড**।

ভিক্টোরিয়া—অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকের অংশের দক্ষিণ সীমাতে এই প্রদেশ অবস্থিত। তথাকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর **মেলবোর্ন**। তথায় **পোর্টল্যাণ্ড** বন্দর অবস্থিত।

নিউ সাউথ ওয়েলস্—পূর্বদিকের মধ্য অংশে এই প্রদেশ অবস্থিত। এখানে অবস্থিত **ক্যানবেরা** সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। **সিডনি**—নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর।

কুইন্সল্যাণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকের উত্তর অংশে এই প্রদেশ

অবস্থিত। তথাকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর **ব্রিসবেন**। **টাউন্সভিল, কুক টাউন** প্রভৃতি তথাকার উল্লেখযোগ্য বন্দর।

নিউজীল্যাণ্ড

বিষুবরেখার দক্ষিণে আর একটি দ্বীপময় দেশ নিউজীল্যাণ্ড। ইহা প্রধানতঃ দু'টি বড় বড় দ্বীপ লইয়া গঠিত। দ্বীপ দু'টির মাঝখানে মেরুদণ্ডের মতো একটি পর্বতশ্রেণী আছে।

ইহা একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। ইহার রাজধানী **ওয়েলিংটন** উত্তর দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। সর্বপ্রধান সহর **অকল্যাণ্ড**—ইহারও অবস্থান উত্তর দ্বীপে। দক্ষিণ দ্বীপের প্রধান সহর ও বন্দর হইতেছে **নেলসন, ওয়েস্টপোর্ট, ক্রাইস্টচার্চ** এই সব।

অনুশীলনী

১। এশিয়ার পূর্ববাহিনী নদীসমূহের বিবরণ লিখ।

২। ইউরোপের প্রধান পার্বত্য অঞ্চল কোন্ অংশে অবস্থিত? তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৩। নীলনদের উৎপত্তিস্থল ও গতিপথ বর্ণনা কর।

৪। উত্তর আমেরিকার প্রধান পর্বতসমূহের নাম লিখ এবং তাহারা কোথায় অবস্থিত বল।

৫। আমাজন নদী কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? তাহার গতিপথ বর্ণনা কর।

৬। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রধান পর্বতসমূহ কোন্ অংশে অবস্থিত? অপর কোন মহাদেশের পর্বত এইরূপ ভাবে অবস্থিত কি?

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত বল—

ডারউইন, ক্যানবেরা, কেপটাউন, কায়রো, ডারবান, চিকাগো, নিউইয়র্ক, মেক্সিকো, উইনিপেগ, প্রাগ, বুখারেস্ট, লিভারপুল, হেলসিঙ্কি, পারা, কুইটো, বুয়েনস এয়ার্স, তেহেরান, বুডাপেস্ট, ওসাকা, ওয়েলিংটন।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিযান ও আবিষ্কার

প্রাচীন ভারতের অভিযান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উপনিবেশের কথা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের সহিত প্রতিবেশী দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বহু ভারতীয় অন্যান্য দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিত, ভারতীয় রাজগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে রাজ্য বিস্তার করিতেন।

মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত **খোটান** অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সেখানে যে এককালে বহু সমৃদ্ধ ভারতীয় উপনিবেশ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে ভারতের সেই প্রাচীন কীর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার উপলক্ষ্যে বহু ভারতবাসী তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী ভাবে ঐ সকল দেশে বসবাস করিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চলে এবং মধ্যভাগে ভারতীয় হিন্দুরা বহু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদেশের সভ্যতা ভারত

হইতে প্রাপ্ত। ক্রমান্বয়ে হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের একাধিক রাজবংশের সহিত পূর্ব-ভারতীয় রাজবংশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল এবং কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশ ঐ দেশে রাজত্ব করিয়াছিল।

থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশে বহু হিন্দু উপনিবেশ ছিল। ভাষায়, আচার-ব্যবহারে এবং ধর্মে থাইজাতি ভারতীয়-ভাবাপন্ন ছিল। মালয় দেশে এবং জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলি প্রভৃতি দ্বীপে বহু ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে শৈলেন্দ্র বংশ কর্তৃক একটি বিশাল ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার পাল বংশীয় রাজগণের সহিত শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বে কুমারঘোষ নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু ছিলেন।

বর্তমানে যে দেশ **ভিয়েৎনাম** নামে পরিচিত তাহার কতক অংশ প্রাচীনকালে চম্পা নামক হিন্দুরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এখানকার সমাজ ভারতীয় হিন্দু সমাজের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। কাম্বোডিয়া এবং লেওস দেশেও হিন্দু উপনিবেশ এবং হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অঙ্কোর ভাটের বিষ্ণু মন্দির ভারতের বাহিরে হিন্দু সভ্যতার প্রধান কীর্তিস্তম্ভ।

সিংহল দ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড় ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। সিংহলের ভাষাও আর্যভাষা। প্রবাদ আছে, বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া উহার নাম 'সিংহল' রাখিয়াছিলেন।

অশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজগণ সিংহল জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভাস্কো-ডা-গামা

সভ্য মানুষের জীবনযাত্রায় যে সব জিনিসের একান্ত প্রয়োজন তাহার অনেক কিছুরই জন্য ইউরোপকে চিরকাল অন্যান্য দেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। ইউরোপে কার্পাসগাছ জন্মে না, আখ হয় না, মশলাপাতির একান্ত অভাব, পূর্বে সেখানে কেহ রেশম কীট পালন করিতে জানিত না। তাই কার্পাস আর রেশমের কাপড়-চোপড়, মশলাপাতি, চিনি এবং এইরূপ আরও অনেক কিছুরই চাহিদা ইউরোপকে প্রাচ্য জগৎ হইতে মিটাইতে হইত। এশিয়ার পূর্বদিকের দেশগুলির প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র চীন আর ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজে করিয়া মালপত্র প্রথমে গিয়া পৌঁছিত মধ্যপ্রাচ্যে, অর্থাৎ পারস্য, আরব, মিশর এই সব দেশে, তারপর কতক স্থলপথে আর কতক জলপথে তাহা গিয়া পৌঁছিত দক্ষিণ ইউরোপে—ইতালী দেশের ভেনিস, জেনোয়া এই সব বন্দরে। দক্ষিণ ইউরোপ হইতে সে সব জিনিস আবার চালান যাইত

ভাস্কো-ডা-গামা

পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে। বার বার হাত বদলাবদলির জন্য পশ্চিম ইউরোপে ভারতীয় পণ্যের দর ভয়ানক চড়িয়া যাইত।

তাই সেখানকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা সোজাসুজি ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ের পথ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু স্থলপথে ছিল নানা জাতির অধিকার। তাই সমস্যা হইল, কি করিয়া বরাবর জলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছানো যায়। পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় নাবিকেরা বহু ক্ষেত্রেই সরকারী সাহায্য পাইয়া ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রপথ আবিষ্কারে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা ছিলেন এইরূপ একজন নাবিক।

পর্তুগালের রাজার উৎসাহ ও নির্দেশ অনুসারে তিনি ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন হইতে সমুদ্র-পথে ভারতে আসিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। বহু দূর যাইতে হইবে। তাহার উপর পথ অপরিচিত এবং কত সময় লাগিবে তাহার কিছুই জানা নাই। কাজেই ভাস্কো-ডা-গামা বহু লোকজন, অনেক খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি লইলেন এবং বাণিজ্য করিবার জন্যও অনেক জিনিস আনিলেন। পর্তুগাল হইতে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত আসিবার পথ পূর্বেই আর একজন পর্তুগীজ নাবিক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন। সেই পথে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ছয় মাসের মধ্যে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমাস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপে পৌছিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হইয়া মেলিন্দি বন্দরে পৌছিলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়া তিনি আরব সাগরের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে রওয়ানা হইলেন এবং ১৪৯৮

খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে পৌঁছিলেন। উহার বর্তমান নাম কোজিকোদে। এভাবে প্রায় দশমাস কাল সমুদ্রপথে নানা বিপদের মধ্য দিয়া চলিয়া তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতে পৌঁছিবার গৌরব অর্জন করিলেন। তিনি কেবল ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি কালিকটের শাসনকর্তার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিলেন যাহাতে ইহার পর হইতে ঐ বন্দরের মধ্য দিয়া ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য সহজেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। প্রায় ছয়মাস ভারতে অবস্থান করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগালের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। ইহার পর তিনি আবার ভারতে আগমন করেন এবং এদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মার্কো পোলো

ভাস্কো-ডা-গামার পূর্বে অবশ্য সময় সময় ইউরোপীয় বণিকদের নানা কাজে প্রাচ্যদেশে আসিতে হইত। এইরূপ একজন পর্যটক ছিলেন ইতালী দেশের মার্কো পোলো। ভাস্কো-ডা-গামার বহুকাল পূর্বে তিনি ইউরোপ হইতে চীনদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

তাঁহার পিতা নিকোলা পোলো ছিলেন ইতালীর ভেনিস সহরের একজন বড় ব্যবসাদার। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তিনি থাকিতেন বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত ইস্তাম্বুল সহরে। একবার তিনি ও তাঁহার ভাই মাফেয়ো পোলো বিশেষ প্রয়োজনে ইস্তাম্বুল হইতে মধ্য এশিয়ার বোখারা সহরে যান। সেখানে চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁর জনকয়েক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁহাদের দু'জনের দেখা হয়, এবং তাঁহাদের পরামর্শে

দুই ভাই চীনের দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। চীন-সম্রাট ইউরোপের ধর্মগুরু পোপের কাছে তাঁহাদের মারফৎ এক চিঠি দিয়া পাঠান। তাঁহারাও দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং বৎসর দুই পরে জনদু'য়েক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া মার্কো পোলো আবার চীনের দিকে রওয়ানা হন। মার্কো পোলো তখন ১৭।১৮ বৎসর বয়সের ছেলে। এই মার্কো পোলোই

মার্কো পোলো

তাঁহাদের সকলের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহারা স্থলপথে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম এশিয়ার লাজাজো বন্দরে পৌছিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ইরাক ও ইরান দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে চলিয়া পারস্য উপসাগরের তীরে পৌছিলেন। তারপর উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে চলিয়া হিমালয় পর্বত অঞ্চলের উত্তরদিক দিয়া পূর্বদিকে গিয়া চীনে পৌছিলেন। মার্কো পোলো নিজে চীনের রাজধানী পিকিং (তখন তাহার নাম ছিল কাম্বালু) হইয়া ঐ দেশের বহু স্থানে গেলেন এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত আসেন। সেখান হইতে তিনি চীনে ফিরিয়া গিয়া সমুদ্রপথে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রপথে ভারতেও আসিলেন এবং আরব সাগরের উত্তর উপকূল হইতে স্থলপথে দেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি এশিয়ার দেশসমূহ সম্পর্কে অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

ইব্‌ন্-বতুতা

মধ্যযুগের ভূপর্যটকগণের মধ্যে ইব্‌ন্-বতুতার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত টাঞ্জিয়ারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি পৃথিবী পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল নানা দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃদ্ধ বয়সে ইব্‌ন্-বতুতা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থে নিজের ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। ইহার নাম 'সফরনামা'। মূল বইখানি আর পাওয়া যায় না, কিন্তু উহার একখানি সংক্ষিপ্তসার আছে। বিভিন্ন ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার লিখিত বিবরণে বহু কাল্পনিক গল্প স্থান পাইয়াছে। তথাপি ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, মক্কা, দামস্কাস্, বোখারা, কাবুল প্রভৃতি মুসলমান জগতের প্রধান নগরগুলি দর্শন করিয়া ইব্‌ন্-বতুতা ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। তখন মহম্মদ বিন তুঘলক ভারতের সুলতান। ইব্‌ন্-বতুতা সিন্ধুদেশ হইতে দিল্লীতে যাইয়া সুলতানের অনুগ্রহে একটি জায়গীর লাভ করেন। পরে তিনি দিল্লীর কাজী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সুলতানের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সুলতান তাঁহাকে চীনদেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন। চীনের পথে তিনি দক্ষিণ ভারতে, বাঙ্গালায়, এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বহুদিন কাটাইয়াছিলেন। সেকালের বাঙ্গালীদের জীবনযাত্রা, দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। চীনদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের

পর তিনি দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দর হইতে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কলম্বাস

ভাস্কো-ডা-গামার সমুদ্রপথে ভারতের দিকে রওয়ানা হওয়ার ছয় বৎসর পূর্বে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস নামক একজন ইতালীয় স্পেনের রাজা ও রাণীর উৎসাহ ও সাহায্যে ভারতবর্ষের অভিমুখে সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে বাহির হন। তিনি বিশ্বাস করিতেন পৃথিবীর আকৃতি গোল। তাই তিনি স্থির করিলেন যে ইউরোপ হইতে বরাবর পশ্চিমদিকে গেলেই ভারতে পৌঁছিতে পারিবেন।

এরূপ স্থির করিয়া ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি স্পেনের **প্যাল** বন্দর হইতে রওয়ানা হইলেন। অজানা পথে যাওয়ার জন্য তিনি বহু জিনিস, খাদ্য, পোষাক প্রভৃতি লইলেন। বরাবর পশ্চিম-দিকে চলিয়া তিনি কয়েকদিনের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে এমন স্থানে পৌঁছিলেন যেখানে তাঁহার জাহাজ প্রায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জাহাজের বেগ কমিয়া গিয়াছে। তার উপর কয়েক দিনের মধ্যেও কোথাও কোনপ্রকার স্থলের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। এ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য নাবিকগণ বিদ্রোহ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এমনই সময় তিনি একদিন রাত্রিতে আলো দেখিতে পাইলেন এবং সেদিকে জাহাজ লইয়া পরদিন স্থলভাগে পৌঁছিলেন। উহা ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর। তিনি যে স্থানে পৌঁছিলেন তাহা একটি দ্বীপ। তিনি তাহার নাম রাখিলেন **সান সালভেডর** (বর্তমান ওয়াটলিং দ্বীপ)। তারপর আরও পশ্চিমদিকে গিয়া তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু স্থান

আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল তিনি ভারতে পৌঁছিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছিয়াছিলেন। এ-অঞ্চলের লোকদের গায়ের রঙ তামাটে বলিয়া ইউরোপীয়েরা এদিককার লোকদের নাম দেয় রেড্ ইণ্ডিয়ান। কয়েকদিন পর তিনি স্পেনে ফিরিয়া আসেন। তিনি ইহার পর আরও তিনবার ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং বহু স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কলম্বাস

তাঁহার তৃতীয়বার ভ্রমণের সমসাময়িক কালে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে পৌঁছিলে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে কলম্বাস ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন নাই। তবে তিনিই সর্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিবার গৌরব লাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকা মহাদেশের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের পরিচয়ের সূত্রপাত করেন। পরে আমেরিগো ভেস্পুচী নামে আর একজন ইতালীয় নাবিক আমেরিকার মহাদেশীয় ভূমিভাগ আবিষ্কার করেন।

কাপ্তান কুক

ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস প্রভৃতির প্রায় ২৫০ বৎসর পরে কাপ্তান কুক ইংলণ্ডের নৌবিভাগে কার্য করিতেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ পরিভ্রমণ এবং তথা হইতে শুক্র

গ্রহের (Venus) গতি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ড হইতে রওয়ানা হইলেন। তিনি পূর্বদিকে গিয়া আফ্রিকা ও এশিয়া ঘুরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিতে চেষ্টা করিলেন না, বরং পশ্চিম দিকে গিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিয়া আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তে উপনীত হইলেন। তারপর পশ্চিম দিকে গিয়া তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিলেন। সেখানে সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের

কুক

নিকট হইতে তিনি শুক্রগ্রহের গতি লক্ষ্য করিয়া পশ্চিম দিকে চলিলেন। নিউজীল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে তথাকার উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের মধ্যে একটি প্রণালী বর্তমান। তাঁহার নাম অনুসারে উহার নাম রাখা হইল কুক প্রণালী। তারপর তিনি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব অংশে গেলেন। তথায় তিনি ক্যাঙ্গারু এবং অন্যান্য বহু জন্তু এবং নানাপ্রকার উদ্ভিদ লক্ষ্য করিলেন। তারপর তিনি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিলেন। তথা হইতে তিনি আবার পশ্চিমদিকে চলিলেন এবং ভারত মহাসাগর পার হইয়া আফ্রিকার দক্ষিণ সীমাতে পৌঁছিলেন। তথা হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়া আফ্রিকার পশ্চিমদিক ধরিয়া তিনি উত্তর দিকে ফিরিলেন। এভাবে বরাবর

পশ্চিমদিকে চলিয়া তিনি ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে বহু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন। ইহার পর তিনি আরও কয়েকবার ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ ও কুমেরু মহাসাগরে ভ্রমণ করেন। সর্বশেষে তিনি চেষ্টা করিলেন যে উত্তরদিকে চলিয়া এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়া গিয়া সুমেরু মহাসাগরে পৌঁছিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। তখন তিনি আবার প্রশান্ত মহাসাগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

পিয়ারী

যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাপ্তান কুক বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়া উত্তরদিকে যাইতে সক্ষম হন নাই, তথাপি তাঁহার অসাফল্য পরবর্তী ভ্রমণকারিগণকে সুমেরু বা উত্তর মেরুর দিকে অভিযানের পক্ষে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। কারণ, তাহার পূর্বেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এশিয়ার দিকে সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণ সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং পরবর্তী ভ্রমণকারিগণের মনে সুমেরু এবং কুমেরু আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রবল ছিল।

এডুইন পিয়ারী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর আমেরিকা হইতে সুমেরু আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার দুইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পর পর আটবার সুমেরুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। সাতবার পর্যন্ত তিনি সফল হন নাই, কিন্তু প্রত্যেক বারেই পূর্ববার হইতে কিছু দূর বেশী অগ্রসর

হইয়াছেন এবং নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। অষ্টম বারে তিনি জাহাজে গ্রীনল্যাণ্ডের নিকটবর্তী ***গ্র্যাণ্টল্যাণ্ড*** দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছিয়া বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে তীব্র শীতে বরফের উপর দিয়া যাতায়াত যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনাতীত। পিয়ারী ঐ অবস্থাতে হাঁটিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল এস্কিমো এবং শ্লেজকুকুর। উহাদের সাহায্য ভিন্ন তথায় যাতায়াত অসম্ভব। যাহা হউক, অতিকষ্টে চলিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তিনি সুমেরুতে উপনীত হইলেন। সেদিন তাঁহার এত বৎসরের শ্রম ও কষ্ট সার্থক হইল। তিনি তথায় আমেরিকার জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পিয়ারী

আমুণ্ডসেন

উত্তরমেরু আবিষ্কার সম্পর্কে এডুইন পিয়ারীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমুণ্ডসেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পিয়ারী যখন উত্তরমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য সুমেরুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সময়ে আমুণ্ডসেনও একই উদ্দেশ্যে নরওয়ে হইতে যাত্রা করিলেন। আমুণ্ডসেন কতদূর অগ্রসর হইয়া সংবাদ পাইলেন যে পিয়ারীর যাত্রা

সফল হইয়াছে, তিনি সুমেরুতে উপনীত হইয়াছেন। তখন আমুণ্ডসেন দুঃখে হতাশ না হইয়া বরং আশায় বুক বাঁধিলেন এবং সেখান হইতেই কুমেরু আবিষ্কারের জন্য দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হইলেন। বিরাট আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর সীমা হইতে তিনি দক্ষিণ সীমায় পৌঁছিলেন। তার পর কুমেরু মহাসাগরের মধ্য দিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে গেলেন। কুমেরুর নিকটবর্তী বরফাবৃত দেশে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গিগণ ও শ্লেজগাড়ী লইয়া বরফের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানকার তুষারঝড় ও ভীষণ শীত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চলিলেন এবং দুই বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত চেষ্টার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তিনি কুমেরুতে উপনীত হইলেন। কুমেরু আবিষ্কারের আনন্দ ও গৌরবে তাঁহার সুমেরুতে পরাজয়ের দুঃখ দূর হইল। তিনি তথায় নরওয়ের জাতীয় পতাকা পুঁতিয়া রাখিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আমুণ্ডসেন

স্কট

যেমন উত্তরমেরু আবিষ্কার সম্পর্কে পিয়ারীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমুণ্ডসেন, তেমনই দক্ষিণমেরু আবিষ্কার সম্পর্কে আমুণ্ডসেনের

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্কট। বাস্তবিক পক্ষে, আমুণ্ডসেন দক্ষিণমেরু আবিষ্কার উপলক্ষে রওয়ানা হইলেন যখন তিনি জানিলেন যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল পিয়ারী উত্তরমেরু আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব হইতেই স্কট দক্ষিণমেরুর দিকে অভিযান করিতেছিলেন। ১৯০২ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দক্ষিণমেরুর খুব কাছেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

ইহার পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কট আবার দক্ষিণমেরু অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সে বৎসর ২৯শে নভেম্বর স্কট নিউজীল্যাণ্ড হইতে তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করেন। কিছুদিন জাহাজে চলিবার পর তিনি জাহাজ ছাড়িয়া বরফের দেশের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি মাত্র চারিজন সঙ্গীসহ দক্ষিণমেরুর দিকে চলিলেন এবং ১৭ই জানুয়ারী তিনি সেখানে পৌঁছিলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাত্র ১ মাস ৭ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর আমুণ্ডসেন দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিয়াছেন।

১৯শে জানুয়ারী স্কট দক্ষিণমেরু হইতে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় একমাস পরে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার সঙ্গী ইভানসের মৃত্যু হয়। তাহার একমাস পরে ১৭ই মার্চ ওয়াটসের মৃত্যু হয়। ইহার পর ২১শে মার্চ রাত্রিতে তুষারঝড়ে তাঁহাদের তাঁবু পড়িয়া যায়। তাহার প্রায় আট মাস পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর দেখা যায় যে ঐ তাঁবুর নীচে স্কট, উইলসন ও বাওয়ার্সের মৃতদেহ রহিয়াছে। এইভাবে এই বীর আবিষ্কারকের জীবন শেষ হয়।

এভারেস্ট অভিযানের কথা

ইউরোপের বহু বীর সন্তান ও ভ্রমণকারী আল্পস্ পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের মত উচ্চ পর্বতের শিখরে

এভারেস্ট শৃঙ্গ

আরোহণের নেশাও তাঁহাদের অনেকের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কাজেই বিভিন্ন সময়ে অনেকেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ

স্থান এভারেস্টে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের গৌরব লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ব্রুস তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীসহ ২৭,৩০০ ফুট উচ্চস্থান পর্যন্ত আরোহণ করিতে সমর্থ হন। সেই বৎসরই নর্টন ২৮,১৩০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহার পর বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বৎসরের জন্য এই অভিযান বন্ধ ছিল। তারপর আবার পূর্ণ উদ্যমে সেই অভিযান আরম্ভ হয়। গত কয়েক বৎসর বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের অভিযানকারী দল হিমালয় অভিযানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। গত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি ইংরেজ অভিযানকারী দল কর্ণেল হাণ্টের নেতৃত্বে অভিযান করেন এবং সেই দলের হিলারী নামক একজন নিউজীল্যাণ্ডবাসী এবং তেনসিং নর্কে নামক ভারতীয় নাগরিক ২৯শে মে তারিখে এভারেস্টে আরোহণ করেন। তেনসিং ঐ দিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে ভারতের জাতীয় পতাকা, নেপালের পতাকা, ব্রিটিশ পতাকা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন। তেনসিং-এর এই বিজয় ভারতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।

তেনসিং

অবশ্য বহু পূর্বেই দীপঙ্কর হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে

গিয়াছিলেন এবং ভারতীয় বহু সন্ন্যাসীই হিমালয় পার হইয়া মানস সরোবরে গিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় অভিযানকারী দল হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কিছু কিছু সমর্থও হইয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা এভারেস্ট জয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই।

অনুশীলনী

১। কলম্বাস কে? তিনি কেন বিখ্যাত? তিনি কি ভাবে ঐ দেশ আবিষ্কার করেন? ২। ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কারের ফলে আমাদের কি সুবিধা হইয়াছে? ৩। ভারতীয়গণ বিদেশে কোথায় অভিযান করিয়াছেন? ঐ সকল অভিযানের বিবরণ লিখ। ৪। উত্তরমেরু কে আবিষ্কার করেন? তাঁহার আবিষ্কারের কাহিনী লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রাম, সহর প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ

ছাত্র ও ছাত্রীগণ পূর্ব হইতেই নিজ নিজ গ্রাম ও সহরের বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অধিকতর নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে। মনে কর, গ্রামে গিয়া তাহারা লক্ষ্য করিবে সেখানকার গাছপালা। তাহারা মনোযোগের সহিত গাছগুলির অবস্থা লক্ষ্য করিবে—কোন্ গাছ সেখানে বেশী জন্মে, সে সকল গাছে কোন্ প্রকার ফল জন্মে, কখন সে ফল পাকে, অথবা সে সকল গাছের কাঠ কিরূপ, তাহা দ্বারা মানুষের কি উপকার হয়, সে গ্রামে

সেই কাঠের ব্যবহার হয় কিনা, না তাহা অন্যত্র চালান দেওয়া হয়, ইত্যাদি ? তারপর চাষবাসের অবস্থা লক্ষ্য করিবে। সেখানে কোন্ কোন্ শস্যের এবং শাক-সব্জীর চাষ বেশী হয় ? কখন চাষ হয়, তাহার জন্য উপযুক্ত বৃষ্টি হয় কিনা, না কৃত্রিম ভাবে জল দিতে হয় ? ঐ ভাবে জল দিতে হইলে তাহার কি ব্যবস্থা আছে ? ঐ সম্পর্কে আর কি ভাল ব্যবস্থা করা যায় ? গ্রামে অনাবাদী জমি আছে কিনা, তাহা থাকিলে কেন আছে এবং সেখানে আর কি শস্য উৎপন্ন করা যায় ? কৃষকগণের অবস্থা কিরূপ, তাহারা পুরাতন নিয়ম অনুসারেই চাষ করে, না কিছু কিছু নূতন পদ্ধতিও শিখিয়াছে ?

তারপর গ্রামের রাস্তাঘাট লক্ষ্য করিবে। বড় রাস্তা কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে, তাহা দিয়া অন্যান্য গ্রামে যাতায়াতের কিরূপ সুবিধা
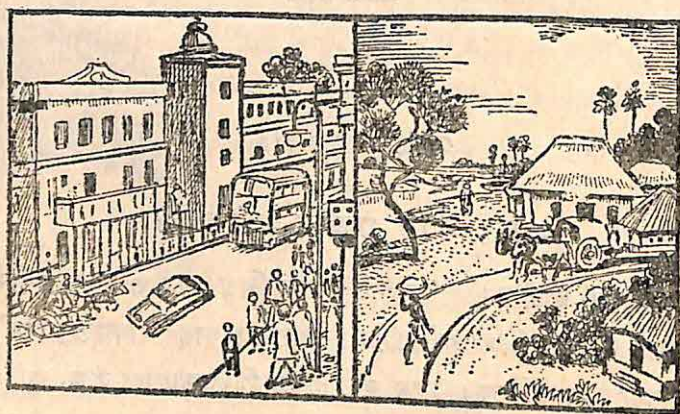
সহর ও গ্রাম

আছে ? রাস্তাগুলি কাঁচা না পাকা ? গ্রামের রাস্তাগুলির বিভিন্ন ঋতুতে কিরূপ অবস্থা থাকে, সমস্ত বৎসর ঐ রাস্তায় গরুর গাড়ী

যাতায়াত করিতে পারে কিনা ? গ্রামে খাল আছে কিনা, তাহা কোন নদীতে পড়িয়াছে কিনা ? এসকল বিষয়ে লক্ষ্য করিবে।

তারপর গ্রামের হাটবাজার লক্ষ্য করিবে। তাহাদের অবস্থা কিরূপ, বড় দোকানপাট আছে কিনা, হাটে কোথা হইতে জিনিস-পত্র বেশী আসে, সেসকল বাহিরে কোথায় যায়, বাহির হইতে কি কি জিনিস বেশী আসে ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করিবে। জিনিসপত্রের দর কিরূপ, দর কি ভাবে উঠানামা করে, খুচরা বিক্রয় বেশী না পাইকারী বিক্রয় বেশী, এসকলও লক্ষ্য করিবে।

ইহার পরে গ্রামের ঘরবাড়ী লক্ষ্য করিবে। কিরূপ ঘর বেশী—খড় বা টিন অথবা টালির তৈয়ারী ? ঘরের জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র গ্রামে বেশী পাওয়া যায়, না বাহির হইতে আনিতে হয় ? তাহা কি ভাবে আনিতে হয় ? তারপর বাড়ীঘরগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অনুসারে তৈয়ারী কিনা, ড্রেন পায়খানা প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ—এ সকল বিষয় লক্ষ্য করিবে।

সহরের যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিবে—সেখানে ট্রাম, বাস, সাইকেল, মোটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি কোন্ জাতীয় যানবাহন বেশী চলে, তাহাদের জন্য পেট্রোলিয়ম, গ্যাস্ প্রভৃতি কোন্ কোন্ জিনিস দরকার, তাহা কোথা হইতে আসে ইত্যাদি।

সহরের কোন্ অংশে লোকজন বেশী বাস করে, কোথায় অফিস, কলকারখানা বেশী এ সকল বিষয় ভাল ভাবে লক্ষ্য করিবে। কোন্ জাতীয় লোক সহরে বেশী বাস করে ; তাহারা কি ভাবে জীবিকা অর্জন করে ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করিবে। তারপর সহরটি শিল্প-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইলে তথায় কি কি শিল্প আছে, শিল্পের জন্য

কাঁচা মাল, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি কোথা হইতে আসে এবং শিল্পদ্রব্যগুলির কোথায় বেশী পাঠান হয়, কিভাবে পাঠান হয় সে সকল বিষয় লক্ষ্য করিবে।

ভূচিত্রাবলীর সঙ্কেত-চিহ্ন

ভূগোল শিক্ষার পক্ষে মানচিত্র একান্ত আবশ্যক। মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত ভূগোল শিক্ষা অসম্ভব। আজকাল বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র তৈয়ারী হয়। কোন প্রকার মানচিত্রে দেশের পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতি ভূ-প্রকৃতির অবস্থান দেখান হয়। কোন প্রকার মানচিত্রে বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের সীমা, প্রধান নগর, বন্দর প্রভৃতি দেখান হয়। কোথাও বা যাতায়াতের ব্যবস্থা দেখান হয়, কোথাও বা জলবায়ুর অবস্থা, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের দিক ইত্যাদি দেখান হয়। কোথাও বা উদ্ভিদ্, স্বাভাবিক গাছপালা, কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি দেখান হয়। এসকল বিভিন্ন জিনিস বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন চিহ্ন বা রঙ ব্যবহার করা হয়।

যে মানচিত্রে যে সকল চিহ্ন বা রঙ দ্বারা যে যে জিনিস বা বিষয় বুঝান হয়, মানচিত্রের পাশে সে সকল চিহ্ন বা রঙের পাশে তাহা লিখিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে তাহা লক্ষ্য করিয়া মানচিত্রের দিকে তাকাইলে কোথায় কি আছে তাহা বুঝা যাইবে—যথা, নীল রঙ দ্বারা সমুদ্র ও ঐ রঙের রেখাদ্বারা নদী বুঝাইলে মানচিত্রে ঐরূপ চিহ্ন ও রঙ দেখিয়া বুঝা যাইবে কোন্

নগর ●○	রাজ্যের সীমা --------
আগ্নেয়গিরি ※	বিমানপথ ———
নদী	স্থলপথ ═══
পাহাড়	রেলপথ

দিক দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং কোথায় তাহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে বা ঐ সমুদ্র কতদূর বিস্তৃত ইত্যাদি।

আবার কোন কোন মানচিত্রে রঙের পরিবর্তে বিভিন্ন সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়—যথা, রেলগাড়ী চলাচলের পথ বা রেলপথ বুঝাইবার জন্য কাল রঙের সমান সরু রেখা (কখন কখন দাগকাটা রেখা), সহর বা নগর বুঝাইবার জন্য কাল রঙের বিন্দু, নদী বুঝাইবার জন্য সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা রেখা ইত্যাদি বিভিন্ন সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ব্যবহৃত সঙ্কেত-চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয়। ঐ সকল চিহ্ন ভালভাবে জানা থাকিলে যে কোন মানচিত্র দেখিয়া ঐ সকল স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ জানা যায়। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে এ সকল চিহ্ন জানিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা চেনা

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, কয়েকটি স্থান। ক, খ, আর গ-এর মধ্যে একটি হইতে আর একটির দূরত্ব কত, কোন্‌টি ডাইনে কি বামে তাহা সোজাসুজি মাপিয়াই আমরা বলিতে পারি—বলিতে পারি যে, ক হইতেছে খ-এর এতটা, অর্থাৎ এত হাত, কি এত গজ, কি এত মাইল, বামে; খ হইল ক-এর এতটা ডাইনে, এইরূপ।

উত্তর
ক খ গ
পশ্চিম ঘ ০ পূর্ব
ঙ ১
২ ১ ০ ১ ২
দক্ষিণ
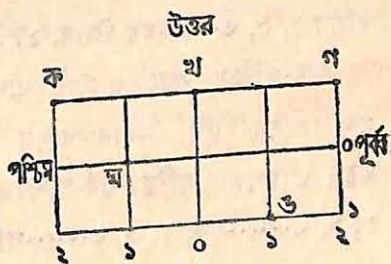
নক্সা আর মানচিত্রে ডানদিক হইল পূর্বদিক, বামদিক পশ্চিম, উপরের দিক উত্তর, আর

নীচের দিক দক্ষিণ। অতএব ক, খ, গ, এই কয়টির কোন্‌টি কোন্‌টির কোন্ দিকে তাহা স্থির করাও কঠিন নয়। কিন্তু ঘ আর ঙ সম্বন্ধে?

ঘ আর ঙ হইতেছে ক, খ, গ-এর দক্ষিণে; কিন্তু শুধুই কি তাই? ঘ আছে ক-এর দক্ষিণেই বটে, তবে আবার একঘর পূর্বেও, অর্থাৎ ঘ আছে ক-এর একঘর দক্ষিণে আর একঘর পূর্বে। ঙ আছে ক-এর দুইঘর দক্ষিণে আর তিনঘর পূর্বে।

পৃথিবীতে আছে চারিটি প্রধান দিক—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। পৃথিবীকে এই চারিটা ভাগে ভাগ করিতে গেলে, উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর উপরে যে-কোনও স্থানই পড়ে এই রেখাদু'টির মধ্যে। যে রেখাটি পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে দুই সমান ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর মধ্য ভাগ হইতে উত্তর-দক্ষিণে সেটির দূরত্ব কয় ঘর? শূন্য ঘর নিশ্চয়ই; উহার

উঃ
পঃ পূঃ
দঃ

উত্তরদিকে পরস্পর সমান দূরে যদি কতকগুলি রেখা টানা যায়, তবে সেগুলির দূরত্ব এই শূন্য ঘর হইতে পরপর ১, ২, ৩...... এইরূপ হইবে; দক্ষিণেও হইবে ঠিক তাই। এই দুই দিকের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আমরা বলিব ১, ২, ৩......ঘর উত্তর, ১, ২, ৩......ঘর দক্ষিণ।

পূর্ব-পশ্চিম সম্বন্ধেও এই একই কথা। যে রেখাটি পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে দুই সমান ভাগে ভাগ করিবে, সেটি হইবে শূন্য ঘর; তারপর সেটির পূর্ব-পশ্চিমে এক-একটি ঘরের দূরত্ব হইবে ১, ২, ৩......পূর্ব, ১, ২, ৩......পশ্চিম।

এইভাবে ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এর যথাযথ অবস্থান বুঝাইতে গিয়া আমরা বলিতে পারি—ক-এর অবস্থান ১ ঘর উঃ, ২ ঘর পঃ; খ-এর
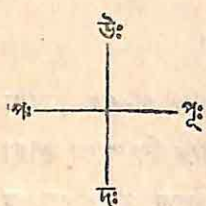
১ ঘর উঃ, ০ ঘর (পূঃ বা পঃ) ; গ-এর ১ উঃ, ২ পূঃ ; ঘ-এর ০ (উঃ বা দঃ), ১ পঃ ; ঙ-এর ১ দঃ, ১ পূঃ।

পৃথিবীর উপর অবশ্য এরূপ কোনও রেখা টানা নাই ; আমাদের বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার জন্য এরূপ রেখা অনুযায়ীই পৃথিবীর উপর প্রত্যেকটি জায়গার স্থান নির্ণয় করিতে হয়। যে রেখাটি পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে সমান দুইভাগে ভাগ করে, সেটির নাম **নিরক্ষরেখা**, আর যেটি পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে ভাগ করে সেটিকে বলে **মূল মধ্যরেখা**।

কিন্তু পৃথিবী গোলাকার। ঘড়ির কাঁটা চলে গোলাকার পথে। কাঁটা দু'টির মধ্যে সর্বদাই থাকে একটা-না-একটা কোণের ব্যবধান। কোণের ব্যবধান আমরা বুঝি ডিগ্রীর হিসাবে। গোলাকার পৃথিবীর উপরও তাই কোণের হিসাবেই এক-একটি স্থানের যথাযথ অবস্থানের হিসাব করিতে হয়। এইরূপ হিসাবে নিরক্ষরেখা আর মূল মধ্যরেখা দু'টিরই অবস্থান হইল শূন্য ডিগ্রী।

নিরক্ষরেখা শূন্য ডিগ্রীতে আছে ; তারপর পরস্পর সমান দূরে উত্তরে আছে ৯০° ডিগ্রী, দক্ষিণে ৯০° ডিগ্রী—সবসুদ্ধ ১৮০° ডিগ্রী। নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে এক এক ডিগ্রী ব্যবধানে যেসমস্ত রেখা কল্পিত হয় সেগুলিকে বলে **সমাক্ষরেখা**। প্রত্যেকটি সমাক্ষরেখার ব্যবধান-কোণ ৬০ ভাগে বিভক্ত, সে সব ভাগকে বলে এক এক মিনিট। আবার প্রত্যেকটি মিনিট ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত।

প্রত্যেকটি সমাক্ষরেখাই সমান্তরাল। কিন্তু মূল মধ্যরেখার দুইধারে যে সব মধ্যরেখা বা **দেশান্তর** রেখা কল্পনা করা হইয়াছে সেগুলি উত্তরে আর দক্ষিণে গিয়া প্রত্যেক দিকেই একটিমাত্র বিন্দুতে আসিয়া মিলিয়া গিয়াছে—উত্তরের এই বিন্দুটিই **উত্তরমেরু** বা **সুমেরু**, দক্ষিণের

বিন্দুটি **দক্ষিণমেরু** বা **কুমেরু**। প্রত্যেকটি মধ্যরেখার হিসাব হয় ডিগ্রী, মিনিট, সেকেণ্ড অনুযায়ী। দেশান্তর রেখাগুলি সমান্তরাল নহে। এগুলি মাঝখানে পরস্পর হইতে যত দূরে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সে দূরত্ব ক্রমশঃ কম। কিন্তু মূল মধ্যরেখারও দুই পাশে—পূর্বে
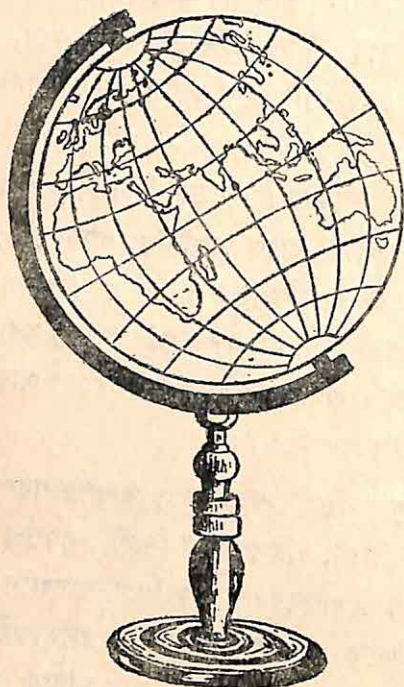
ও পশ্চিমে—প্রত্যেকদিকে আছে ১৮০° ডিগ্রী দেশান্তর। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহরের পাশে গ্রীনিচ নামে একটি জায়গায় একটি মানমন্দির আছে ; এই গ্রীনিচের দেশান্তরকেই শূন্য ডিগ্রী ধরা হয়, অর্থাৎ গ্রীনিচের দেশান্তরকেই বলে মূল মধ্যরেখা। একটি গ্লোবের সাহায্যে এসকল রেখার অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিতে পারিবে।

সমাক্ষরেখা ও দেশান্তরের হিসাবে পৃথিবীর উপর আমাদের কলিকাতা সহরের অবস্থান হইতেছে ২২°৩০′ উঃ, ৮৮°৩০′ পূঃ, অর্থাৎ কলিকাতা নিরক্ষরেখার ২২°৩০′ উত্তরে আর গ্রীনিচের ৮৮°৩০′ পূর্বে অবস্থিত।

অনুশীলনী

১। তোমাদের গ্রামের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

২। তুমি কোন সহরে গিয়া থাকিলে তথাকার যাতায়াত ব্যবস্থা এবং শিল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহার করিয়া তোমাদের গ্রামের একখানা মানচিত্র অঙ্কন কর।

৪। অক্ষরেখা কাহাকে বলে? কলিকাতার অক্ষাংশ কত?

৫। দ্রাঘিমারেখা দ্বারা কোন্ দিকের দূরত্ব বুঝায়? কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ কত?

TEXT BOOKS FOR CLASS

English

THE NEW INDIA PRIMER
J. M. Banerji
CENTURY PRIMER
K. Bose

History

ইতিহাসের পড়া
ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Scienc

প্রকৃতি-বিজ্ঞান
ডঃ রক্ষিত

Bengali Grammar

ব্যাকরণ মঞ্জরী
সিংহ ও চট্টোপাধ্যায়

Bengali Composi

রচনা-মঞ্জ
প্রমোদচন্দ্র দ

Eng, Supplementa

STORIES FROM EAST
PART I
Revised by Arth

Beng. Supplementa

বাংলার ছে
দক্ষিণারঞ্জন বসু

মহাভারতি
কার্ত্তিক দাশগুপ্ত

পঞ্চপ্রদীপ
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো

A. Mukherjee & Co., Private Ltd. C